নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৩০ জুন ২০২২

সুচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
i	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i
ii	Abbreviation & Acronym	iv
	প্রথম অধ্যায় : প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	
১.১	পটভূমি	১
১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
১.৩	অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৪	অর্থায়নের অবস্থা	২
১.৫	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ	২
১.৬	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৭	প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা	৪
১.৮	লগফ্রেম	৯
১.৯	এসডিজি ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা	১২
১.১০	প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১২
	দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা	
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি	১৩
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপদ্ধতি	১৬
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনা এলাকা নির্বাচন	১৮
২.৪	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১৮
২.৫	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৯
২.৬	সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	২৩
	তৃতীয় অধ্যায় : ফলাফল পর্যালোচনা	
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৪
৩.২	ক্রয় কার্যক্রম	৩২
৩.৩	উদ্দেশ্য অর্জন	৬৩
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৬৬
	চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা	
৪.১	সবল দিক	৭৩
৪.২	দুর্বল দিক	৭৩
৪.৩	সৃষ্ট সুযোগ	৭৪
৪.৪	সম্ভাব্য ঝুঁকি	৭৪

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা	
৫.১	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৭৫
	ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ এবং উপসংহার	
৬.১	সুপারিশ	৭৯
৬.২	উপসংহার	৭৯
	সংযুক্তিসমূহ	
সংযুক্তি-১	References	৮০
সংযুক্তি-২	সারণি তালিকা	৮১
সংযুক্তি-৩	চিত্র/ স্থিরচিত্র/ লেখচিত্র তালিকা	৮২
সংযুক্তি-৪	দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা	৮৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দুর্নীতির ফলে জাতীয় সম্পদের অপচয়, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি এবং জনগণের মাঝে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি দরিদ্রতা বাড়ায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ অনুযায়ী সমাজে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে একচ্ছত্র দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির আদালতে অভিযোগ দায়ের সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্ত জনবলের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি বস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ এবং ১ম সংশোধিত বাস্তবায়নকাল জুন ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯১৮.৯৪ লক্ষ টাকা হতে ৯.৪৪% কমিয়ে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন; দুদকের সকল দপ্তরের অটোমেশন: এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস। প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণদের প্রশিক্ষণ; সততা সংঘের জমায়েত এবং প্রতিরোধ কমিটির দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রোগ্রাম; দুদকের প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন; মোবাইল ট্র্যাকার, আইপি টিভি, ডিজিটাল আর্কাইভ, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি সম্পদ সংগ্রহ।

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে নমুনা এলাকা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগের ৮টি জেলাকে তথ্য সংগ্রহের নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগীদের সমীক্ষার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী এবং সততা সংঘ সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ-এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ১০-১২ জন স্টেকহোল্ডার ছিলেন এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প দলিল হিসেবে ডিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রায় চার বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হলেও মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৫৭২.২৪ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৩৫.৩১%। প্রথম সংশোধিত ডিপিপি'র আর মাত্র দেড় মাস অবশিষ্ট রয়েছে। এমতাবস্থায়, করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম) খাতের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৬৭৩.২৮ লক্ষ টাকা (৩৯.৭২%)। একই ভাবে অফিস সরঞ্জামাদি যেমন মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোর্ড প্রিন্টার ও স্ক্যানার, অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ ইত্যাদি) খাতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৮.৪২ লক্ষ টাকা (৮.০৫%)। ২২টি জেলা কার্যালয়ের অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ঢাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পণ্য ক্রয় প্যাকেজের মধ্যে ২টি মাইক্রোবাস, ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বাবদ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৮৮.৮৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১০৫.০৫ লক্ষ টাকা (১৬.৮৮%)। প্রকল্পটির আওতায় ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা বিদেশে, ৩৬০ (তিনশত ষাট) জন কর্মকর্তা ও ১২০ (একশত বিশ) জন কর্মচারী দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সততা স্টোরের জন্য প্রাক্কলিত ১৯৯.৯০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় করা হয়েছে। একই ভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ খাতে প্রাক্কলিত ১৪১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। গবেষণা খাতে

এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। গণশুনানির কার্যকারিতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কাজের পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন যাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি শীঘ্রই স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে। সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য দেশের ৪৯১টি উপজেলা হতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে জনপ্রতি ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাসের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে অর্থ বছরে একই হারে পুরস্কার প্রদানের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০ (দশ) জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ৬(ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ল্যাব স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক সল্যুশন কর্তৃক ইউএসএ'তে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে দুবাই'তে প্রশিক্ষণ চলমান আছে। কমিশনের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপন করার নিমিত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের ল্যান স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। শীঘ্রই জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ল্যান স্থাপন সম্পন্ন হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত শিক্ষা উপকরণ দুদকের সকল জেলা কার্যালয়ে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

দুর্নীতি দমনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুদকের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার প্রাথমিক পর্যায় সূচিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুদকের ২২টি কার্যালয়ের হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউপিএস স্থাপনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ডাটা সেন্টারে মেইন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিআইডি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হতো, যা এখন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তারা যে কোনো ডিজিটাল বা ডকুমেন্ট ফরেনসিক পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করতে পারবেন; এবং সারা দেশে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সততা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মূল ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন বছর উল্লেখ করা থাকলেও প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় বছর প্রয়োজন হবে; ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে; প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত কাজের আকার, জটিলতা ও সমস্যাসমূহ শুরুতেই কর্মকর্তাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি; ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব টার্ন-কী চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সেবা ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্যাকেজ কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার) তৈরিতে নভেম্বর ২০২১ নাগাদ চুক্তি স্বাক্ষরের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি; সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানি কর্তৃক সফটওয়্যারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মডিউল তৈরির জন্য মাঠ পর্যায় হতে সকল স্টেক হোল্ডারের কাছ থেকে চাহিদা গ্রহণ করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন বা এসআরএস সময়মতো প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। সময়মতো এসআরএস প্রস্তুত না করায় প্রকৃত কাজের আকার নির্ধারণ করে মডিউল ডিজাইন করতে এবং ডেলিভারেবলস চিহ্নিত করতে সময় ক্ষেপণ হয়েছে; গবেষণা খাতে পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার ফলে গবেষণা কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না; সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না; এবং প্রকল্পটির মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেমকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেদন প্রণয়নে কয়েকটি ধাপ যথা, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে ToR-এর আলোকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা শেষে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের ৩২টি মডিউলের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে দ্রুত দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্যাকেজের দরপত্র এখনও আহ্বান করা হয়নি, সে সকল প্যাকেজের দরপত্র দ্রুত আহ্বান এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে; ডিজিটাল ফরেনসিক

ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে; সেবা খাতের অংশ হিসেবে গবেষণা কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নকালে সেবা খাতে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। সততা স্টোরে পর্যাপ্ত মালামালের যোগান পরিলক্ষিত না হওয়ায় স্কুল/কলেজের অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মালামালের যোগান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, সততা সংঘ, সততা স্টোরের জন্য থোক বরাদ্দ না রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের জন্য মূলধন সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ এবং দুদকের কার্যাবলী সম্পাদন সহজতর করার লক্ষ্যে দুদকের সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেমকে দ্রুত অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমীক্ষা প্রতিবেদনটি জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মন্তব্য প্রতিবেদনে সংযোজন করার মাধ্যমে ৫ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

Abbreviation & Acronym

ACC	:	Anti-Corruption Commission
BoQ	:	Bill of Quantities
DPP	:	Development Project Proposal
e-GP	:	Electronic Government Procurement
FGD	:	Focus Group Discussion
IPMS	:	Investigation Prosecution Management system
KII	:	Key Informant Interview
LTM	:	Limited Tendering Method
MoV	:	Means of Verification
LAN	:	Local Area Network
OTM	:	Open Tendering Method
OVI	:	Objectively Verifiable Indicators
PAR	:	Project Appraisal Report
PIU	:	Project Implementation Unit
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SDG	:	Sustainable Development Goals
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	:	Terms of Reference
UNCAC	:	United Nations Convention Against Corruption

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১। পটভূমি

২০০৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সে প্রেক্ষিতে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করে এবং দুর্নীতি মুক্তি দেশ গড়ার লক্ষ্যে দুদক কাজ শুরু করে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্য, সর্বোপরি সমাজ হতে দুর্নীতি দূরীকরণের উপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৬.৫ অনুচ্ছেদে সকল ধরণের দুর্নীতি ও ঘুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্রাস করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং সুশাসনকে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ধরা হয়েছে। দুদকের ২০১৭-২০২১ সন মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনায় দুর্নীতি দূরীকরণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা; কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত পরিচালক ও প্রতিরোধ কৌশল; উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় সম্পদের অপচয়, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এটা দরিদ্রতা বাড়ায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়ন, কার্যকরী অনুসন্ধান, তদন্ত পরিচালনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য।

দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্ম পরিবেশে অভ্যস্ত করে তুলতে তাদের জন্য আইসিটি নির্ভর ট্রেনিং প্রয়োজন। আইসিটি নির্ভর অফিস ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো: প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার ক্রয় ও বিদ্যমান LAN এর আধুনিকীকরণ, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং অফিস অটোমেশন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এর দপ্তরসমূহের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত তদন্ত পরিচালনা, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস সম্ভব হবে।

(ক) প্রকল্পের নামঃ দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ
(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ দুর্নীতি দমন কমিশন
(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ দুর্নীতি দমন কমিশন
(ঘ) প্রকল্পের অবস্থানঃ সমগ্র বাংলাদেশ

১.২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ:

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন;
২. দুদকের সকল দপ্তরের অটোমেশন:
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস।

আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
২. দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস করা;
৩. দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য এর প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন করা।

১.৩। অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি গত ৩১-৭-২০১৮ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯১৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন লাভ করে।

সারণি ১.১ প্রকল্পের মেয়াদ

ডিপিপি'র ধরণ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
মূল	জুলাই ২০১৮	জুন ২০২১	-
১ম সংশোধিত	জুলাই ২০১৮	জুন ২০২২	৩৩%

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৪। অর্থায়নের অবস্থা

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সারণি ১.২ প্রকল্পের অর্থায়ন

(লক্ষ টাকা)

	মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	**সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধন)**	**পার্থক্য**	
			টাকায়	**শতকরা হার**
মোট	৪৯১৮.৯৪	৪৪৫৪.১৬	(-) ৪৬৪.৭৮	(-) ৯.৪৪%
জিওবি	৪৯১৮.৯৪	৪৪৫৪.১৬	(-) ৪৬৪.৭৮	(-) ৯.৪৪%

সূত্রঃ আরডিপিপি)

প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ

সারণি ১.৩ বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	মোট
২০১৮-১৯	১ম সংশোধিত	৩২০.৯৫	৩২০.৯৫
	মূল	২৫৬৪.২৯	২৫৬৪.২৯
২০১৯-২০	১ম সংশোধিত	৪১৭.১৭	৪১৭.১৭
	মূল	১২৪৪.৮৩	১২৪৪.৮৩
২০২০-২১	১ম সংশোধিত	১৫৮০.৮২	১৫৮০.৮২
	মূল	১১০৯.৮২	১১০৯.৮২
২০২১-২২	১ম সংশোধিত	২১৩৫.২২	২১৩৫.২২
	মূল	-	-
মোট	১ম সংশোধিত	৪৪৫৪.১৬	৪৪৫৪.১৬
	মূল	৪৯১৮.৯৪	৪৯১৮.৯৪

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৫। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমসমূহ:

১. দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যগণদের প্রশিক্ষণ;
২. সততা সংঘের জমায়েত এবং প্রতিরোধ কমিটির দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রোগ্রাম;
৩. দুদকের প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন;
৪. মোবাইল ট্র্যাকার, আইপি টিভি, ডিজিটাল আর্কাইভ, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি সম্পদ সংগ্রহ।

১.৬। অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি এবং অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নবর্ণিত সারণিতে দেওয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকা)

নং	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি
১.	৪৪৫৪.১৬	১১৫৬.১৯	১৭৮৮.০০	১৫০৮.৮৪

সারণি ১.৪ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

অঙ্গের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	
	পরিমাণ	ব্যয়
দায়িত্ব ভাতা	৬ জন	২৩.০০
সম্মানি	থোক	৬.০০
পুরস্কার	৯৯০ জন	২৯৭.০০
আপ্যায়ন খরচ	থোক	২.৫০
সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	১০৩.০০
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১১.০০
অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	থোক	০.০০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা)	১০৪ জন	৫১২.০০
বৈদেশিক স্ট্যাডি ট্যুর (দুদক কর্মকর্তা)	১৪ জন	৪২.০০
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারী)	২০৮৫ জন	২৪৫.৩১
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি)	৩২৫০ জন	৮৯.৫২
পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩	২৫.০০
মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	-
অন্যান্য মনিহারি (প্রতিরোধ কমিটির আইডি কার্ডসহ)	থোক	১০.০০
পোশাক, ব্যাজ এবং ব্রোচ	থোক	০.০০
কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	১২ জনমাস	৩৭.১২
গবেষণা	৩টি	৩০.০০
মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩.০০
কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	-
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	-
সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	৮৩৩টি	১৯৯.৯০
বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (স্থানীয়)	১০ জন	২০.০০
বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (বিদেশ)	৪ জন	১৪০.০০
স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য	থোক	০.০০
মোটরযান ক্রয়	৩	১৩৯.৫৭
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৮২১	৩৬১.৫০
ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	১টি	.০০
আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	থোক	৪৫.০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০
অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	২২৮.৯২
শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	থোক	১৪১.০০
আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	২৯.৪৫
ডিজিটাল আর্কাইভ ও উপকরণ	থোক	০.০০
কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	১৬৯৪.৮১
সর্বমোট:		**৪৪৫৪.১৬**

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৭। প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

১.৭.১। প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপিতে মোট চার অর্থ বছরে যথাক্রমে ১ম বছর (২০১৮-১৯), ২য় বছর (২০১৯-২০), ৩য় বছর (২০২০-২১) এবং ৪র্থ বছর (২০২১-২২)-এর জন্য বছরওয়ারী অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপিতে উল্লিখিত বছরভিত্তিক ব্যয়ের কর্ম পরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১.৫ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের বিবরণ	আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
					অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দায়িত্ব ভাতা	জন	০৬	২৩.৫০	৪.৪২	১৯	০.১০	৪.৪২	১৯	০.১০	৭.০০	৩০	০.১৫	৭.৬৬	৩২	০.১৬
সম্মানি	থোক	থোক	৬.০০	০.৯৭	১৭	০.০২	০.৭১	১৩	০.০২	২.০০	৩৫	০.০৪	২.৩২	৩৫	০.০৫
পুরস্কার	জন	৯৯০	২৯৭.০০	০	০	০	৫৬.০৪	১৫	১.২২	১৭৭.৮৪	২৮	২.৫৭	১২৩.১২	৫৭	৫.২৬
আপ্যায়ন খরচ	থোক	থোক	২.৫০	২.২৭	১১	০.০১	০.১৪	৭	০.০১	১.০০	৪১	০.০১	১.০৯	৪১	০.০২
সেমিনার, কনফারেন্স (সততা সংঘের জমায়েত	থোক	থোক	১০৩.০০	০	০	০	০	০	০	৫০.০০	৪৯	১.০৯	৫৩.০০	৫১	১.১৬
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	থোক	১১.০০	২.২৫	২২	০.০৫	২.০০	১৭	০.০৪	৩.০০	২৬	০.০৭	৩.৭৫	৩৫	০.০৮
অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	থোক	থোক	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ)	জন	১০৪	৫১২.০০	৩১.৩৩	৪	০.৬৮	৭৫.৭৪	৭	১.৬৫	১০০.০০	২৯	২.১৮	৩০৫.২০	৬০	৬.৬৬
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ স্ট্যাডি ট্যুর)	জন	১৪	৪২.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২.০০	১০০	০.৯২
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ)	জন	২০৮৫	২৪৫.৩১	০	০	০	২৬.৮০	৮	০.৫৮	৫০.০০	৩০	১.০৯	১৬৮.৫১	৬২	৩.৬৮
প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে দেশে প্রশিক্ষণ)	জন	৩২৫০	৮৯.৫২	৫.২৯	৫	০.১২	০	০	০	৩৩.০০	৩২	০.৭২	৫১.২৩	৬৩	১.১১
পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২৫.০০	০.৪৬	৩	০.০১	৪.১৬	১৬	০.০৯	৭.০০	২৮	০.১৫	১৩.৩৮	৫৩	০.৩০
মুদ্রণ ও বাঁধাই	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অন্যান্য মনিহারি	থোক	থোক	১০.০০	০.১২	১	০.০১	০.২০	৩	০.০১	৫.০০	৪৮	০.১১	৪.৬৮	৪৮	০.০৯
পোশাক, ব্রোচ	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

অঙ্গের বিবরণ	আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
					অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	জনমাস	১২	৩৭.১৮	৫.৫৪	১৬	০.১২	১৬.৬৩	৪৪	০.৩৬	০	০	০	১৫.০১	৪০	০.৩৩
গবেষণা	সংখ্যা	০৩	৩০.০০	০	০	০	০	০	০	১০.০০	৩৪	০.২২	২০.০০	৬৬	০.৪৩
মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৩.০০	০	০	০	০.৪৮	২০	০.০১	১.০০	৪০	০.০২	১.৫২	৪০	০.০৪
কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	সংখ্যা	৮৩৩	১৯৯.৯০	৯৯.৯০	৫০	২.১৮	১০০.০০	৫০	২.১৮	০	০	০	০	০	০
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (স্থানীয়)	জন	১০	২০.০০	০	০	০	০	০	০	১০.০০	৫০	০.২২	১০.০০	৫০	০.২২
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (বিদেশ)	জন	৪	১৪০.০০	০	০	০	০	০	০	৭০.০০	৫০	১.৫৩	৭০.০০	৫০	১.৫২
স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য (মূলধন)	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোটরযান ক্রয় (মাইক্রোবাস ২টি ও মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ১টি)	সংখ্যা	৩	১৩৯.৫৭	৭৯.৫৭	৫৫	১.৭৪	০	০	০	০	০	০	৬০.০০	৪৫	২.৬১
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি)	সংখ্যা	৮২১	৩৬১.৫০	৭৬.৩৮	২৪	১.৬৭	৮১.৭০	২৬	১.৭৮	৮.১৭	৩	০.১৮	১৯৫.২৫	৪৭	৩.২১
ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১	২.০০	২.০০	১০০	০.০৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ৬৪ টিবি ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন, ও আনুষঙ্গিক ক্রয়)	থোক	থোক	৪৫.০০	০	০	০	০	০	০	৪৫.০০	১০০	০.৯৮	০	০	০
অফিস সরঞ্জামাদি মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোড প্রিন্টার ও স্ক্যানার , অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম	থোক	থোক	২২৮.৯২	০	০	০	১৩.৪২	৭	০.২৯	১৬৮.০০	৭৩	৩.৬৬	৪৭.৫০	২০	১.০৪

অঙ্গের বিবরণ	আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
					অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %		অঙ্গের %	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্যাবল ইত্যাদি)															
শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	থোক	থোক	১৪১.০	০	০	০	৩৫.০০	২৫	০.৭৬	১০১.০	৭১	২.২০	৫.০০	৪	০.১২
আসবাবপত্র	থোক	থোক	১৫.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫.০০	১০০	০.৩৩
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন)	সংখ্যা		০৭	২৯.৪৫	৭.৪৯	২৫	০.১৬	০	০	১.৯৬	৮	০.০৪	২০.০০	৬৭	০.৪৪
ডিজিটাল আর্কাইভ ও উপকরণ	-	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম)	থোক	থোক	১৬৯৪.৮১	৩৬.৯৮	৪.৯৬	১	০.১১	০	০	৭৮৯.৮৫	৪৬	১৭.২৩	৯০০.০০	৫৩	১৯.৬৪
মোট			৪৪৫২.১৬	৩২০.৯৫		৭.০২	৪১৭.১৭		৯.১০	১৫৮০.৮২		৩৪.৪৬	২১৩৫.২২		৪৯.৪২

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

১.৭.২। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ৪৩টি এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ৫টি সহ মোট ৪৮টি প্যাকেজ রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে কোন পূর্ত প্যাকেজ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ১.৬ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	মাইক্রোবাস ক্রয়	সংখ্যা	২ টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৭৫.০০	০৬/০১/২০১৯	২৭/০১/২০১৯	০৭/০২/২০১৯
পণ্য-২	মাইক্রোবাস দুটি সিএনজিতে রূপান্তর	থোক	থোক	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৪৪	০২/০৪/২০১৯	০৪/০৪/২০১৯	১৭/০৪/২০১৯

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৩	মাইক্রোবাস দুটির আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.২৬	২৩/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	০৬/০৫/২০১৯
পণ্য-৪	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩৬০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৪৯	২০/০২৮২০১৯	২৪/০২/২০১৯	২৭/০২/২০১৯
পণ্য-৫	মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ক্রয় (সাউন্ড সিস্টেম, স্ক্রীন, ব্যাটারীসহ)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৬০.০০	০৩/০৮/২০২০	২৫/০৯/২০২০	৩০/১১/২০২০
পণ্য-৬	ডেস্কটপ ১৫০টি এবং ইউপিএস ১৫০টি ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৬.৩৮	২০/০১/২০১৯	১৩/০৩/২০১৯	১২/০৫/২০১৯
পণ্য-৭	ল্যাপটপ ৬৬টি, প্রিন্টার ৫০টি, স্ক্যানার ২০০টি ক্রয়	সংখ্যা	৩১৬টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৮৯.০৬	২৪/১০/২০১৯	০৬/০১/২০২০	০২/০৩/২০২০
পণ্য-৮	দুদকের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, অগ্নি নির্বাপক,ক্যাবল) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৬৮.০০	১৯/১২/২০২০	২২/০৪/২০২১	২২/০৮/২০২১
পণ্য-৯	হাইস্পিড স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	২ টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	০.৮০	০৫/০২/২০২০	২৮/০২/২০২০	২০/০২/২০২০
পণ্য-১০	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.০০	২৪/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	০৫/০৫/২০১৯
পণ্য-১১	আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৪৫.০০	০১/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	৩০/১১/২০২১
পণ্য-১২	প্রজেক্টর	সংখ্যা	১২টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	১০/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	২০/০৫/২০২০
পণ্য-১৩	মাল্টিমিডিয়া সেট	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	১০/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	০৫/০৩/২০২০
পণ্য-১৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০১.০০	০১/০১/২০২১	২০/০২/২০২১	৩০/০৫/২০২১
পণ্য-১৫	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২০০টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৯০.০০	১৫/০৮/২০২১	৩০/০৯/২০২২	২০/১২/২০২১
পণ্য-১৬	ইন্টারেক্টিভ সাদা বোর্ড ক্রয়	সংখ্যা	২টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	২০/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১
পণ্য-১৭	আইডি কার্ড প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১
পণ্য-১৮	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭.৪৯	৩১/০১/২০১৯	২৫/০৩/২০১৯	১৮/০৪/২০১৯
পণ্য-১৯	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.৩০	১০/০৮/২০২০	১৬/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০
পণ্য-২০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	০১/১০/২০২১	৩০/১১/২০২২	৩০/০১/২০২২
পণ্য-২১	এন্টিভাইরাস ক্রয়	সংখ্যা	৭৮০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৬৪	০৯/০৬/২০১৯	১৩/০৪/২০১৯	১৭/০৬/২০১৯
পণ্য-২২	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	২৪০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.১৬	২৬/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	০১/১২/২০১৯
পণ্য-২৩	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব (সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসহ অনুষঙ্গিক উপকরণ সরবরাহকরণ)	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৮৯.৮৫	০২/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	৩০/০৬/২০২১

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-২৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় (পাটের তৈরি স্কুল ব্যাগ)	থোক	থোক	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩৫.০০	১৫/০২/২০২০	০৩/০৩/২০২০	৩০/০৫/২০২০
পণ্য-২৫	বারকোড প্রিন্টার স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১
পণ্য-২৬	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১২০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৩২	৩১/১২/২০২০	০৪/০১/২০২১	০৭/০১/২০২১
পণ্য-২৭	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন (প্রধান কার্যালয়)	সংখ্যা	২০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	১৫/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১	১০/০৯/২০২১
পণ্য-২৮	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	২৫০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.১২	২৩/০৫/২০১৯	২৮/০৫/২০১৯	১০/০৬/২০১৬
পণ্য-২৯	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১১০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৫.৫০	১৫/১১/২০২১	৩০/১১/২০২১	১৫/১২/২০২১
পণ্য-৩০	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
পণ্য-৩১	হাইস্পিড স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	৩টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	২২/০৮/২০২১	৩১/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১
পণ্য-৩২	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৪টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২০.০০	১০/০৮/২০২১	১০/১০/২০২১	১০/০২/২০২২
পণ্য-৩৩	মাল্টিমিডিয়া সেট	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০৫/১০/২০২১	১৪/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১
পণ্য-৩৪	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১
পণ্য-৩৫	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৬	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১১০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৫.৫০	০১/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২০/১০/২০২১
পণ্য-৩৭	অনলাইন ইউপিএস ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৮	এক্সেস কন্ট্রোল ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৯	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০১/২০২১	১০/০১/২০২১	২৮/০১/২০২১
পণ্য-৪০	সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম (এক্সেস পয়েন্ট-পিওই)	সংখ্যা	৬৫টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৮.৫০	০১/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৫/১১/২০২১
পণ্য-৪১	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৩/২০২২	১০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৪২	ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	ইউনিট	১	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৩০০.০০	০৬/১০/২০২১	০৪/০১/২০২২	০৮/০৩/২০২২
পণ্য-৪৩	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৮০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৪.০০	০১/০১/২০২২	১০/০১/২০২২	২৮/০১/২০২২
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য:						**২০৯৯.৬৮**			

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য সেবা প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সেবা-১	কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	জনমাস	১২	কিউসিবিএস	পিডি	জিওবি	৩৭.১৮	০৫/১২/২০১৮	২৮/০৪/২০১৯	৩০/০৬/২০২২
সেবা-২	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	১৫/০৭/২০২১	২০/১০/২০২১	২০/০৪/২০২২
সেবা-৩	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	০১/০৯/২০২১	১০/১১/২০২১	১০/০৫/২০২২
সেবা-৪	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	০৫/১০/২০২১	২৬/১২/২২১	২৬/০৬/২০২২
সেবা-৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার তৈরি)	থোক	থোক	কিউসিবিএস	পিডি	জিওবি	৬০০.০০	২৫/০৮/২০২১	২৫/১১/২০২১	৩০/০৬/২০২২
	মোট ক্রয় মূল্য:						**৬৬৭.১৮**			

১.৮। প্রকল্পের লগফ্রেম

সারণি ১.৭ প্রকল্পের লগফ্রেম

	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যমে (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য	**লক্ষ্য (Goal):** দুদকের দক্ষতা বৃদ্ধি।	দুদকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং কার্যক্রম সহজ ও গতিশীলকরণ।	প্রকল্প পরিদর্শন, প্রতিবেদন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর)	

<table>
<tr><th></th><th>সংক্ষিপ্ত বর্ণনা</th><th>বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)</th><th>যাচাইয়ের মাধ্যমে (MOV)</th><th>গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)</th></tr>
<tr><td>উদ্দেশ্য</td><td>উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome):
ক) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস;
গ) দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য এর প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন করা।</td><td>ক) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
খ) দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির প্রশিক্ষণ ও সততা সংঘের সেমিনার, কর্মশালা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ;
গ) দুদক অটোমেশন ও ডাটাবেজ আধুনিকীকরণ।</td><td>অগ্রগতি প্রতিবেদন ও যাচাইকরণ।</td><td>সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ।</td></tr>
<tr><td>আউটপুট</td><td>আউটপুট (Output):
ক) ডিপিপি অনুমোদিত;
খ) পরামর্শক নিযুক্ত;
গ) দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত;
ঘ) উপকরণ, পণ্য, যানবাহন সংগ্রহ;
ঙ) ল্যান, ডাটা সেন্টার, ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠিত;
চ) দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রমগুলি সম্পাদন।</td><td>ক) ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ল্যান এবং তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত;
খ) পরামর্শদাতাদের জুলাই ২০১৮ হতে নিযুক্ত করা;
গ) যানবাহন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, আসবাবপত্র, সার্ভার, প্রিন্টার ইত্যাদি জুন ২০২০ সালের মধ্যে ক্রয় করা;
ঘ) জুন ২০২০ সালের মধ্যে সফটওয়্যার ক্রয় ও অফিস অটোমেশন ব্যবস্থা চালুকরণ;
ঙ) সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং শিক্ষা সফর ২০২১ সালের মার্চের এর মধ্যে সম্পাদন;
চ) ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সকল দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পন্ন।</td><td>অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রকল্প রেকর্ড ইত্যাদি যাচাইকরণ।</td><td>ক) ডিপিপি সময়সূচি অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা;
খ) সময়মত তহবিল মুক্তি করা;
গ) পর্যাপ্ত ফান্ড প্রাপ্তি।</td></tr>
<tr><td>ইনপুট</td><td>ইনপুট (Input):
ক) ল্যানের উন্নয়ন, তথ্য কেন্দ্র এবং সফটওয়্যার ইনস্টলেশন/ উন্নয়ন;
খ) প্রকল্প কর্মকর্তা এবং পরামর্শক নিয়োগ;
গ) পণ্য, উপকরণ এবং যানবাহন ক্রয়;
ঘ) বিদেশে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ/ অধ্যায়ন সফর সংগঠিত করা;
ঙ) স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠিত করা;
চ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম করা।</td><td><u>প্রাক্কলন ব্যয়:</u>
<table>
<tr><th>অঙ্গের বিবরণ</th><th>পরিমাণ</th><th>জিওবি</th></tr>
<tr><td>দায়িত্ব ভাতা</td><td>৬ জন</td><td>২৩□০০</td></tr>
<tr><td>সম্মানি</td><td>থোক</td><td>৬.০০</td></tr>
<tr><td>পুরস্কার</td><td>৯৯০ জন</td><td>২৯৭.০০</td></tr>
<tr><td>আপ্যায়ন খরচ</td><td>থোক</td><td>২.৫০</td></tr>
<tr><td>সেমিনার, কনফারেন্স</td><td>থোক</td><td>১০৩.০০</td></tr>
<tr><td>প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়</td><td>থোক</td><td>১১.০০</td></tr>
<tr><td>অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ</td><td>থোক</td><td>০.০০</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা)</td><td>১০৪ জন</td><td>৫১২.০০</td></tr>
<tr><td>বৈদেশিক স্ট্যাডি ট্যুর (দুদক কর্মকর্তা</td><td>১৪ জন</td><td>৪২.০০</td></tr>
<tr><td>অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারী)</td><td>২০৮৫ জন</td><td>২৪৫.৩১</td></tr>
</table></td><td>মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, বার্ষিক এবং প্রকল্প সমাপ্তির (পিসিআর) আইএমইডি রিপোর্টিং ফরমেটের মাধ্যমে জমা প্রদান।</td><td>ক) প্রকল্প সময়মত অনুমোদন;
খ) সমস্ত ক্রয় এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
গ) সমস্ত প্রস্তাব সময়মত অনুমোদন।</td></tr>
</table>

	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)			যাচাইয়ের মাধ্যমে (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
		অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি)	৩২৫০ জন	৮৯.৫২		
		পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩	২৫.০০		
		মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	-		
		অন্যান্য মনিহারি (প্রতিরোধ কমিটির আইডি কার্ডসহ)	থোক	১০.০০		
		পোশাক, ব্যাজ এবং ব্রোচ	থোক	০.০০		
		কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	১২ জনমাস	৩৭.১২		
		গবেষণা	৩টি	৩০.০০		
		মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩.০০		
		কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	-		
		যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	-		
		সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	৮৩৩টি	১৯৯.৯০		
		বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (স্থানীয়)	১০ জন	২০.০০		
		বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (বিদেশ)	৪ জন	১৪০.০০		
		স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য	থোক	০.০০		
		মোটরযান ক্রয়	৩	১৩৯.৫৭		
		কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৮২১	৩৬১.৫০		
		ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	১টি	.০০		
		আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	থোক	৪৫.০০		
		বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০		
		অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	থোক	০.০০		
		অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	২২৮.৯২		
		শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	থোক	১৪১.০০		
		আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০		
		যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	২৯.৪৫		
		ডিজিটাল আর্কাইভ ও উপকরণ	থোক	০.০০		
		কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	১৬৯৪.৮১		
		সর্বমোট:		**৪৪৫৪.১৬**		

১.৯। এসডিজি ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৬.৫ এ সব ধরণের দুর্নীতি ও ঘুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্রাস করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সুশাসনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের বিষয়টি দুর্নীতি দমনের সাথে সম্পর্কিত। প্রকল্পটি দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।

দুদকের ২০১৭-২০২১ সন মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনায় দুর্নীতি দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা; কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত পরিচালনা ও প্রতিরোধ কৌশল; উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যা বিবেচ্য প্রকল্পটির কর্মপরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রকল্পটির আওতায় কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত পরিচালনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী হবে। যা দুদকের এলোকেশন অব বিজিনেস-এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

১.১০। প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের ডিপিপিতে কোন এক্সিট প্ল্যান উল্লেখ করা হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১। নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্মসম্পাদনের জন্য চুক্তিপত্রে নির্দেশিত সময়সূচি অনুসারে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাইমারী উৎস (প্রকল্প স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা/সমীক্ষা) ও সেকেন্ডারি উৎস (রিপোর্ট, সংরক্ষিত তথ্য, দলিল ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে কার্যক্রম ও যন্ত্রপাতির মান যাচাই করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ইন্সট্রুমেন্টস/টুলসের অংশ হিসেবে প্রকল্পের আরডিপিপি/ প্রকল্প সম্পর্কিত নথি/ রিভিউ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহের চেকলিস্ট; অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক কাজের অগ্রগতির চেকলিস্ট; স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক মালামাল, যন্ত্রাংশ, উপাদান, কাঠামো ও কার্য ইত্যাদির গুণগত মান-এর বাস্তব যাচাইয়ের চেকলিস্ট; ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনার চেকলিস্ট; জরিপ প্রশ্নমালা; এফজিডি প্রশ্নমালা; কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে - যা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধিসমূহ এবং কাজ পরিচালনা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো

সারণি ২. ১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি

নং	কার্যপরিধি	পদ্ধতি	প্রতিবেদনে প্রতিফলন
১	প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।	সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনা; প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, আরডিপিপি পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ২.৩ (পৃষ্ঠা ১৮)
২	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয় বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ১.১ হতে ১.৪ (পৃষ্ঠা ১-৩)
৩	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা।	আরডিপিপি পর্যালোচনা, প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৩.১ (পৃষ্ঠা ২৫)
৪	প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	আরডিপিপি পর্যালোচনা; কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ৩.৩ (পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)
৫	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রম পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।	আরডিপিপি, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, কেস স্টাডি	অনুচ্ছেদ ৩.২ (পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)
৬	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্যও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/ হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	আরডিপিপি, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, কেস স্টাডি	অনুচ্ছেদ ৩.২ (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪)
৭	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, যানবাহন ক্রয়/ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ৩.৪ (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)
৮	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র	অনুচ্ছেদ ৬

নং	কার্যপরিধি	পদ্ধতি	প্রতিবেদনে প্রতিফলন
	পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।	পর্যালোচনা, ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি	(পৃষ্ঠা ৭৭)
৯	প্রকল্প সমাপ্তির সৃষ্ট সুবিধাদিও অন্যান্য অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, সমীক্ষা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ৬ (পৃষ্ঠা ৭৭)
১০	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন প্রশিক্ষণ, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা/ অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণ সহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।	প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা; ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৫ (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬)
১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, সমীক্ষা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ৪ (পৃষ্ঠা ৭১-৭২)
১২	প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা, কী কী বিষয়ে অডিট আপত্তি ও তার পরিমাণ ইত্যাদি) এবং অনিষ্পন্ন অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা।	নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৩.৪ (পৃষ্ঠা ৬৮)
১৩	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরিবেশের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, সমীক্ষা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ৩.৪ (পৃষ্ঠা ৬৮)
১৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ও সংক্রান্ত পরিপত্রের বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন।	আরডিপিপি, কেআইআই, এফজিডি, আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৬ (পৃষ্ঠা ৭৭)
১৫	আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।	আরডিপিপি, প্রকল্পের নথিপত্র পর্যালোচনা, কেআইআই, এফজিডি	অনুচ্ছেদ ২.১ (পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

চিত্র ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণা পদ্ধতি

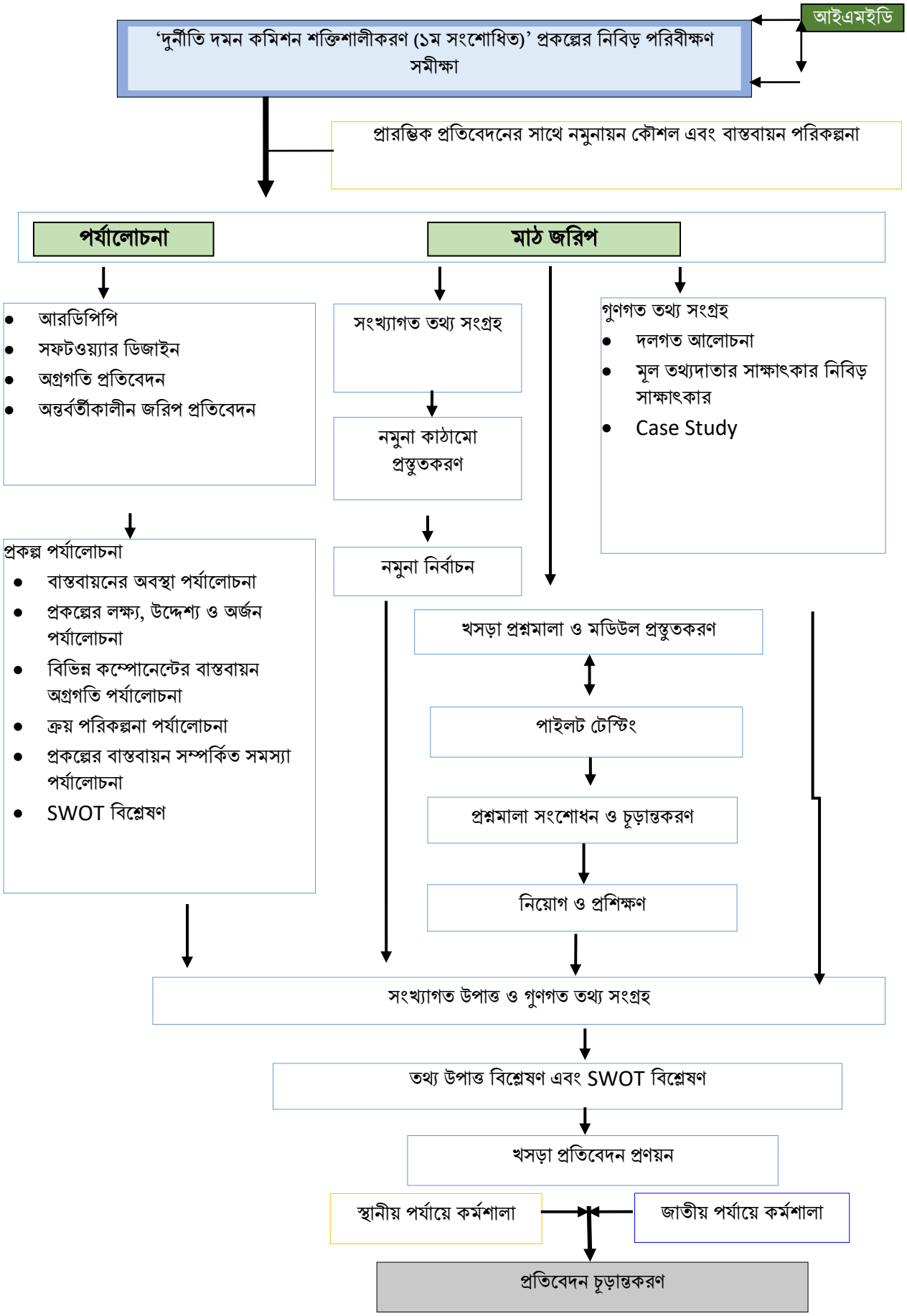

২.২। নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপদ্ধতি

২.২.১ কৌশলগত পদ্ধতি (Technical Approach)

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য সকল কর্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও টার্মস অফ রেফরেন্স-এ উল্লিখিত কর্মপরিধির আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্ষেত্রে তিন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যথাক্রমে

১) বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
২) প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ;
৩) সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।

টার্মস অফ রেফরেন্স মোতাবেক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে, এগুলো হলো - প্রস্তুতি পর্ব, সমীক্ষা পরিচালন পর্ব এবং সমীক্ষা প্রক্রিয়াকরণ (উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি) পর্ব। তিনটি পর্বের কাজসমূহ নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

২.২.২ বিশ্লেষণগত কাঠামো (Analytical Framework)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে সমীক্ষার ধাপগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ডিজাইনকৃত ডাটাবেজ-এ এন্ট্রি করে যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.২.৩। সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম ধাপ: এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সমীক্ষা সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সমীক্ষা এলাকায় নমুনা নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ: এই ধাপে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলি ও ছকের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রদত্ত মতামত/ পরামর্শ অনুসরণে প্রশ্নাবলী ও ছক চূড়ান্তকরণ পূর্বক মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ: এ ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায়ে হতে নিদিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক সমীক্ষা টিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিতদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে সুনিদিষ্ট তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ ধাপ: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তা' সংশোধন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলো সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ডিজাইন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য/ উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল বিভিন্ন গ্রাফ চিত্র ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপ: এ ধাপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে প্রথমে টেকনিক্যাল কমিটি ও পরে ষ্টিয়ারিং কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র ২.১ - সমীক্ষার বিভিন্ন ধাপ

তথ্যাদি সংগ্রহ, পর্যালোচনা, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতকরণ

- প্রকল্প নথি (ডিপিপি/ আরডিপিপি) ও অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন, মূল্যায়ন ও অন্যান্য প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনা
- তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুতকরণ
- সমীক্ষা সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস নিশ্চিতকরণ

মাঠ জরিপ পরিকল্পনা ও চূড়ান্তকরণ

- সমীক্ষা এলাকার নমুনা নির্ধারণ
- তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- নমুনা সমীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রদানকারী নির্বাচন
- আইএমইডির মতামত/ পরামর্শ অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছক চূড়ান্তকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে যাচাই
- মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্ম পদ্ধতি চূড়ান্তকরণ

তথ্য সংগ্রহ ও অবকাঠামো যাচাইকরণ

- প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছকের সাহায্য মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ
- প্রকল্প এলাকায় অঙ্গ-ভিত্তিক অবকাঠামো যাচাইকরণ
- তথ্য সংগ্রহের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করণে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্য সম্পাদনকরণ/ যাচাইকরণ

সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ

- সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
- কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও সংকলন
- তথ্যের ভুল ত্রুটি সংশোধন
- তথ্যের বিশ্লেষণ ও ডাটা টেবিলে উপস্থাপন

প্রতিবেদন প্রণয়ন

- খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- খসড়া প্রতিবেদনের উপর আইএমইডির টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামত গ্রহণ
- টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- ২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন
- কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিল

২.৩। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনা এলাকা নির্বাচন

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে নমুনা এলাকা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগের ৮টি এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

২.৪। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরিকল্পনা

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমীক্ষা কার্যক্রম সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মাঝ থেকে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনার পদ্ধতি ও আকার

নং	পদ্ধতি	উত্তরদাতা	সংখ্যা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	আরডিপিপি, প্রকল্পের ডিজাইন, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন, আইএমইডি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন।	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন
		সংখ্যাগত পদ্ধতি	
২	উপকারভোগীদের সমীক্ষা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য প্রশ্নমালা।	৫০ জন
		গুণগত পদ্ধতি	
৩	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, পরামর্শক ও সফটওয়্যার ভেন্ডর।	১০
৪	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, সততা সংঘ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার।	২
৫	মাঠ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন।	অঙ্গভিত্তিক কাজের পর্যবেক্ষণ
৬	ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা	প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের নমুনা প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথি।	ক্রয় প্যাকেজ
৭	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, আইএমইডির কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার।	১
৮	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডির কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার।	১

২.৫। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

২. ৫.১। তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ওপর এক কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ নিবিড় পরিবীক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। চার জন তথ্য সংগ্রহকারীকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের বিষয়, সমীক্ষার প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য গাইডলাইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের পরিচয়পত্র প্রদানপূর্বক মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হলো

- প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি এবং কর্মপদ্ধতি;
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের প্রশ্নপত্র, ছক ও গাইডলাইন;
- উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস;

- উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল; এবং
- উত্তর লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

২.৫.২। তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ কার্যক্রম তদারকি

এ সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত উপকরণের চেকলিষ্ট, নির্বাচিত নমুনার আকার এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নমালা সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করেন।

২.৫.৩। বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত যে সকল কাজের টেন্ডার করা হয়েছে (চলমান কাজ ও সমাপ্ত কাজ) সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি যেমন- টেন্ডার প্রদানের তারিখ, প্রদত্ত সময়সীমার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি কতটুকু অর্জিত হয়েছে, নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ, কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময়, কাজের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট জনবলের/ বিভাগের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা প্রদান করা হয়েছে।

২.৫.৪। ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত নীতিমালার পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের মালামাল (Goods) এবং কাজ (Works) সেবা (Service) ক্রয় (Procurement) সংক্রান্ত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত প্রযোজ্য সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড দেখা হয়েছে এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দপ্তর থেকে যে সকল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংরক্ষিত ছিল না দেখা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা আরডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় করা হচ্ছে কিনা, কোন ক্রয় প্যাকেজ সংশোধন করা হয়েছে কিনা, কোন ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন দলিল পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

- আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- দরপত্র আহ্বান;
- দরপত্র অনুমোদন;
- স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র;
- চুক্তি সম্পাদন নোটিশ;
- দরপত্র এবং উহার পরিশিষ্ট;
- চুক্তির বিশেষ শর্তাদি;
- চুক্তির সাধারণ শর্তাদি;
- কারিগরি বিনির্দেশ; এবং
- সাধারণ বিনির্দেশ।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনে ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর-২০০৮সহ বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী কোন ব্যত্যয় রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। পণ্য/কার্য/সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিপিটিইউ'র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে।

২.৫.৫। কেস স্টাডি
পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য বিশদ বিশ্লেষণের করে ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৫.৬। অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনা
চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য অডিট প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক অডিট প্রতিবেদন উল্লিখিত অডিটের বছর, অডিটের শিরোনাম, অডিট রিপোর্ট প্রেরণের তারিখ, আপত্তির বিষয়, অডিট আপত্তির বিবরণ, জড়িত অর্থের পরিমান, আপত্তির জবাব এবং আপত্তির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা এবং অডিট নিষ্পত্তির বর্তমানে অবস্থা নিয়ে ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

২.৫.৭। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারেন। পরামর্শকগণ উপস্থিত সকলকে আলোচনার শুরুতে এ প্রকল্প সম্পর্কে ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত করেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেন।

২.৫.৮। কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ
'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প সম্পর্কে এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৫.৯। SWOT বিশ্লেষণ
SWOT হলো একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা কোন প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। বিবেচ্য প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সবলতা (Strength): সবলতা প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর। প্রকল্পের বাস্তবায়নের সবল দিক হিসেবে কাজ করে, যেমন ডিপিপি/ আরডিপিপি, প্রকল্পের অবস্থান, ডিজাইন, আর্থিক যোগান, পরিচালনা পরিষদ, বাস্তবায়ন তদারকির ইতিবাচক দিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে এবং স্থায়িত্ব সম্ভাবনা রয়েছে সে দিকগুলো চিহ্নিত করা।

দুর্বলতা (Weakness): একটি প্রকল্পের দুর্বল দিক (অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর) সাধারণত, প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। যেমন- কারিগরি কাজের দক্ষতার অভাব, সময়মত আর্থিক যোগান না থাকা ও দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি। প্রকল্পের নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

সুযোগ (Opportunity): সুযোগ হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর, যেগুলো প্রকল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা চালনা করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বেশী সুবিধা বা উপকার পাওয়া যেতে পারে সে সব বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

ঝুঁকি (Threat): ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর, যেগুলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত অথবা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এমন দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সে সব ঝুঁকি থেকে উওরণের উপায় খুঁজে বের করে মতামত প্রদান করা।

- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজের সবল (Strengths) দিকগুলো;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজের দুর্বল (Weaknesses) দিকগুলো;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজ উন্নয়নের আরো কিছু সুযোগ (Opportunities) ছিল কিনা বা বর্তমানে আছে কিনা;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি (Threats) আছে কিনা।

২.৫.১০। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেন আইএমইডি'র কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। পরামর্শকগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করেন। এ কর্মশালা এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রদান করতে পারেন। পরামর্শকগণ উপস্থিত সকলকে কর্মশালার শুরুতে এ প্রকল্প সম্পর্কে ও এর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত করেন। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্মশালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেন।

স্থির চিত্র ২.১: উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

২.৫.১১। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তে কোন অসংগতি কিংবা ত্রুটি আছে কিনা যাচাই করে কম্পিউটারে এন্ট্রি করানোর পূর্বেই অশোধিত উপাত্তের সম্পাদনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজনীয় কোডিং করা হয়েছে। সম্পাদিত ও কোডিংকৃত তথ্য-উপাত্ত 'প্রশ্নমালা' অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। SPSS প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণকৃত এবং সাজানো, তথ্য-উপাত্ত প্রশ্নমালাভিত্তিক এবং সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৃথক করা হয়েছে এবং পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শকগণ এ কাজের জন্য SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করেন। বিভিন্ন তথ্য ও সূচকের জন্য পৃথক পৃথক একক মাত্রার বা একাধিক মাত্রার সারণি তৈরি করা হয়েছে এবং বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও অধিকতর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য গ্রাফ ও চার্টের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সারাংশ, নির্ঘন্ট, তথ্যপঞ্জি, সাক্ষাৎকারদাতাদের শ্রেণীকরণ ছক এবং সংখ্যা ও রেফারেন্স ইত্যাদি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২.৫.১২। সমীক্ষা কাজের সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কাজের সীমাবদ্ধতা হলো একটি গবেষণার নকশা বা কার্যপদ্ধতির সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যা গবেষণার ফলাফলগুলোর ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিটি গবেষণা কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একইভাবে, এই সমীক্ষার কিছু প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন: প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সকলকে নমুনা আকারের মধ্যে না নিতে পারা, প্রকল্পের সকল অঙ্গগুলোকে সরেজমিনে পর্যাবেক্ষণের আওতায় না নিতে পারা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণের আওতায় না দিতে পারা, স্বল্প সময় এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে থেকে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা করা এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল অংশীদারগণের সাথে সাক্ষাৎকার করার সময় এবং সুযোগ না পাওয়া।

২.৬। সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

চার মাসের মধ্যে এ নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আনুমানিক সময়সূচি নিম্নলিখিত সারণিতে প্রদান করা হলোঃ

সারণি ২.৩ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

নং	কাজের বিবরণ	তারিখ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২২)															
			ফেব্রুয়ারি ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২			
			সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
১.	চুক্তিপত্র	৩০/১/২০২২																
২.	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা	১/২/২০২২																
৩.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	২/২/২০২২																
৪.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা	২/১/২০২২																
৫.	নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ	২/২/২০২২ - ১০/২/২০২২																
৬.	কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	১০/২/২০২২																
৭.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	১৬/২/২০২২																
৮.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	১৭/২/২০২২																
৯.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	২০/২/২০২২																
১০.	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	২২/২/২০২২																
১১.	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	২৩/২/২০২২																
১২.	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ	২৪/২/ ২০২২																
১৩.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ	২৫/২/২০২২ - ৪/৩/২০২২																
১৪.	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন	২৫/২/২০২২ - ১৫/৩/২০২২																
১৫.	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ	২৫/২/২০২২ - ১৫/৩/২০২২																

নং	কাজের বিবরণ	তারিখ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২২)															
			ফেব্রুয়ারি ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২			
			সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
১৬.	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট পূরণ করা	২৫/২/ ২০২২ - ১৫/৩/২০২২																
১৭.	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	২৫/২/ ২০২২ - ২১/৩/২০২২																
১৮.	তথ্য উপাত্ত কোডিং, এন্ট্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	৬/৩/ ২০২২ - ৩০/৩/২০২২																
১৯.	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন	৩/৪/২০২২																
২০.	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১০/৪/২০২২																
২১.	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	১৩/৪/২০২২																
২২.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	১৭/৪/২০২২																
২৩.	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	২৯/৪/২০২২																
২৪.	২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২৫/৪/২০২২																
২৫.	২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২৮/৪/২০২২																
২৬.	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	৯/৫/২০২২																
২৭.	প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	১৪/৫/২০২২																
২৮.	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন ও দাখিল	১৫/৫/২০২২																
২৯.	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১৭/৫/২০২২																
৩০.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	১৯/৫/২০২২																

আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ আইএমইডি থেকে মন্তব্য প্রাপ্তির তারিখের উপর নির্ভরশীল

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১। প্রকল্পের অগ্রগতি

৩.১.১। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অর্থ বছর ভিত্তিক প্রাক্কলন, এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, মোট ৪৪৫২.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত প্রকল্পের প্রায় চার বছর মেয়াদ অতিক্রান্ত হলেও মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৫৭২.২৪ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৩৫.৩১%। ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র আর মাত্র দুই মাস অবশিষ্ট রয়েছে। এমতাবস্থায়, করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ায় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত সারণিতে দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	হার
আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৪৫২.১৬	৪৪৫২.১৬	-
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১১৫৬.১৯	১১৫৬.১৯	২৫.৯৭%
চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০	২৪.৪৬%
মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অর্থ ছাড়	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০	২৪.৪৬%
মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	৪১৬.০৫	৪১৬.০৫	৯.৩৪%
মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৫৭২.২৪	১৫৭২.২৪	৩৫.৩১%

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ১০৮৯.০০ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৪৬%। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ১০৮৯.০০ লক্ষ টাকা যা চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের ১০০%। কিন্তু মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪১৬.০৫ লক্ষ টাকা যা ছাড়কৃত অর্থের ৩৮.২০%।

৩.১.২। অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সারণি ৩.২ অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি)	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়	প্রাক্কলনের তুলনায় ব্যয়ের হার	
						ডিপিপি	আরডিপিপি
২০১৮-১৯	২৫৬৪.২৯	৩২০.৯৫	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০	৩২০.৯৫	১২.৫০%	১০০%
২০১৯-২০	১২৪৪.৮৩	৪১৭.১৭	৯২০.০০	৯২০.০০	৪১৭.১৭	৩৩.৫১%	১০০%
২০২০-২১	১১০৯.৮২	১৫৮০.৮২	৭০৪.০০	৭০৪.০০	৪১৮.০৭	৩৭.৬৭%	২৬.৪৪%
২০২১-২২		২১৩৫.২২	১০৮৯.০০	১০৮৯.০০	৪১৬.০৫	-	১৯.৪৯%
মোট	৪৯১৮.৯৪	৪৪৫২.১৬	৩৩০৮.০০	৩৩০৮.০০	১৫৭২.২৪	৩১.৯৬%	৩৫.৩১%

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)

বিগত চার অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩৩০৮.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ৩৩০৮.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ১৫৭২.২৪ লক্ষ টাকা। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রাক্কলনের তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ৩৫.৩১%। অর্থ ছাড়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ৪৭.৫২%।

৩.১.৩। প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

লগফ্রেমে উল্লেখিত তথ্য আনুসারে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ক) ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ল্যান এবং তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত; খ) পরামর্শদাতাদের জুলাই ২০১৮ হতে নিযুক্ত করা; গ) যানবাহন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, আসবাবপত্র, সার্ভার, প্রিন্টার ইত্যাদি জুন ২০২০ সালের মধ্যে ক্রয় করা; ঘ) জুন ২০২০ সালের মধ্যে সফটওয়্যার ক্রয় ও অফিস অটোমেশন ব্যবস্থা চালুকরণ; ঙ) সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং শিক্ষা সফর ২০২১ সালের মার্চের এর মধ্যে সম্পাদন; এবং চ) ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সকল দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পন্ন। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ৩.৩ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	অঙ্গের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ক)	অফিস সরঞ্জামাদি মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোর্ড প্রিন্টার ও স্ক্যানার , অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্যাবল ইত্যাদি)	২২৮.৯২	১৮.৪২
খ)	কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	৩৭.১৮	২২.১৮
গ)	মোটরযান ক্রয় (মাইক্রোবাস ২টি ও মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ১টি)	১৩৯.৫৭	৭৯.৫৭
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি)	৩৬১.৫০	১৬৬.২৩
	আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ৬৪ টিবি ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টি প্লান টিভি স্ক্রিন, ও আনুষঙ্গিক ক্রয়)	৪৫.০০	০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন)	২৯.৪৫	২৮.৩২
ঘ)	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম)	১৬৯৪.৮১	৬৭৩.২৮
ঙ)	প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ)	৫১২.০০	১০৬.৮
	প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ স্ট্যাডি ট্যুর)	৪২.০০	০
	প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ)	২৪৫.৩১	৩৭.৯৫
	প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে দেশে প্রশিক্ষণ)	৮৯.৫২	৫.৩
চ)	গবেষণা	৩০.০০	০
	সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	১৯৯.৯০	১৯৯.৯
	বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (স্থানীয়)	২০.০০	০
	বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (বিদেশ)	১৪০.০০	০
	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	১৪১.০০	১৩৫.২৫

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম)। এ খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৯৪.৮১ লক্ষ টাকা। বাস্তবে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৬৭৩.২৮ লক্ষ টাকা (৩৯.৭২%)। একই ভাবে অফিস সরঞ্জামাদি যেমন মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোর্ড প্রিন্টার ও স্ক্যানার, অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্যাবল ইত্যাদি) খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা আছে ২২৮.৯২ লক্ষ টাকা। এ খাতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৮.৪২ লক্ষ টাকা (৮.০৫%)। ২২টি জেলা কার্যালয়ের অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ঢাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান প্রধান কাজের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ বাবদ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৮৮.৮৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১০৫.০৫ লক্ষ

টাকা (১৬.৮৮%)। সততা স্টোরের জন্য প্রাক্কলিত ১৯৯.৯০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় করা হয়েছে। একই ভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ খাতে প্রাক্কলিত ১৪১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩.১.৪। বিস্তারিত অংগভিত্তিক অগ্রগতি

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পটি গত ৩১-৭-২০১৮ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯১৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন লাভ করে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহ, গত অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি, বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লেখ করা হলো

সারণি ৩.৪ বিস্তারিত অংগভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	গত অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		বর্তমান অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)
দায়িত্ব ভাতা	২৩.৫০	১৩.৫১	৫৭.৪৯%	৫.০০	২১.২৮%	৩.১৯	১৩.৫৭%
সম্মানি	৬.০০	৩.০৯	৫১.৫০%	১.৫০	২৫%	০.৬৬	
পুরস্কার	২৯৭.০০	৫৬.০৪	১৮.১৭%	৬০.০০	২০.২০%	০	০
আপ্যায়ন খরচ	২.৫০	০.৭৮	৩১.২০%	১.০০	৪০%	০	০
সেমিনার, কনফারেন্স (সততা সংঘের জমায়েত)	১০৩.০০	০	০	৫০.০০	৪৮.৫৪	০	০
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১১.০০	৫.৩৬	৪৮.৭৩%	৩.০০	২৭.২৭%	১.০১	০
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ)	৫১২.০০	১০৬.৮০	২০.৮৬%	৫০.০০	৯.৭%	০	০
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ স্ট্যাডি ট্যুর)	৪২.০০	০	০	০	০	০	০
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ)	২৪৫.৩১	৩৭.৯৫	১৫.৪৮%	৩০.০০	১২.২৩%	০	০
প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে দেশে প্রশিক্ষণ)	৮৯.৫২	৫.৩০	৫.৯২%	২০.০০	২২.৩৪%	০	০
পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	২৫.০০	৭.৯০	৩১.৬০%	৪.৫০	১৮৫	২.৮৩	০
অন্যান্য মনিহারি	১০.০০	০.৮৯	৮.৯০%	১.০০	১০%	০.২৪	০
কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	৩৭.১৮	২২.১৮	৫৯.৬৬%	০	০	০	০
গবেষণা	৩০.০০	০	০	০	০	০	০
মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	৩.০০	০.৯৯	৩৩%	১.০০	৩৩.৩৩%	০.৫৯	
সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	১৯৯.৯০	১৯৯.৯০	১০০%	০	০	০	০
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (স্থানীয়)	২০.০০	০	০	০	০	০	০
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (বিদেশ)	১৪০.০০	০	০	০	০	০	০
মোটরযান ক্রয় (মাইক্রোবাস ২টি ও মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ১টি)	১৩৯.৫৭	৭৯.৫৭	৫৭.০১%	৬০.০০	৪২.৯৯%	০	০

অঙ্গের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	গত অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		বর্তমান অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি)	৩৬১.৫০	১৬৬.২৩	৪৫.৯৮%	১৯৫.০০	৫৩.৯৪%	০	০
ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	২.০০	২.০০	১০০%	০	০	০	০
আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ৬৪ টিবি ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন, ও আনুষঙ্গিক ক্রয়)	৪৫.০০	০	০	০	০	০	০
অফিস সরঞ্জামাদি মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোর্ড প্রিন্টার ও স্ক্যানার , অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্যাবল ইত্যাদি)	২২৮.৯২	১৩.৪২	৫.৮৬%	১৮৩.০০	৭৯.৯৪%	৫.০০	২.১৮%
শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	১৪১.০০	৩৫.০০	২৪.৮২%	১০৬.০০	৭৫.১৮%	১০০.২৫	৭১.১০%
আসবাবপত্র	১৫.০০	০	০	০	০	০	০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন)	২৯.৪৫	৯.৪৪	৩২.০৫%	১৯.০০	৬৪.৫২%	১৮.৮৮	৬৪.১১%
কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম)	১৬৯৪.৮১	৩৮৯.৮৮	২৩%	২৮৪.০০	১৬.৭৬	২৮৩.৪০	১৬.৭২%
মোট	৪৪৫৪.১৬	১১৫৬.২৩	২৫.৯৬%	১০৮৯.০০	২৪.৪৫%	৪১৬.০৫	৯.৩৪%

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা। জুন ২০২১ সাল নাগাদ আর্থিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১১৫৬.২৩ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতির বিবেচনায় তা প্রায় ২৫.৯৬%। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৮৯ লক্ষ টাকা (২৪.৪৫%)। প্রাপ্ত তথ্য মতে মার্চ ২০২২ সাল নাগাদ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অগ্রগতি হচ্ছে ৪১৬.০৫ লক্ষ টাকা (৯.৩৪%)। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীল করা অতীব জরুরী। অন্যথায় প্রকল্পটি ভবিষ্যতে দুই বছরেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

৩.১.৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব পরিমান ও প্রাক্কলিত ব্যয় বিভাজন

সারণি ৩.৫ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব পরিমান ও ব্যয় বিভাজন

(লক্ষ টাকা)

নং	অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্পের ব্যয়ের (%)
ক)	**রাজস্ব:**			
১.	দায়িত্ব ভাতা	৬ জন	২৩.৫০	০.৫২%
২.	সম্মানি	থোক	৬.০০	০.১৩%
৩.	পুরস্কার	৯৯০ জন	২৯৭.০০	৬.৬৭%
৪.	আপ্যায়ন খরচ	থোক	২.৫০	০.০৬%
৫.	সেমিনার, কনফারেন্স (সততা সংঘের জমায়েত, ভেনু কষ্ট)	থোক	১০৩.০০	২.৩১%
৬.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১১.০০	০.২৫%
৭.	অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	থোক	০	০.০০%
৮.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা)	১০৪ জন	৫১২.০০	১১.৫০%
৯.	বৈদেশিক স্ট্যাডি ট্যুর (দুদক কর্মকর্তা	১৪ জন	৪২.০০	০.৯৪%
১০.	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারী)	২০৮৫ জন	২৪৫.৩১	৫.৫১%
১১.	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি)	৩২৫০ জন	৮৯.৫২	২.০১%
১২.	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩	২৫.০০	০.৫৬%
১৩.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	০	০
১৪.	অন্যান্য মনিহারি (প্রতিরোধ কমিটির আইডি কার্ডসহ)	থোক	১০.০০	০.২২%
১৫.	পোশাক, ব্যাজ এবং ব্রোচ	থোক	০.০০	০.০০%
১৬.	কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	১২ জনমাস	৩৭.১২	০.৮৩%
১৭.	গবেষণা	৩টি	৩০.০০	০.৬৭%
১৮.	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩.০০	০.০৭%
১৯.	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	০	০
২০.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	০	০
২১.	সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	৮৩৩টি	১৯৯.৯০	৪.৪৯%
২২.	বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (স্থানীয়)	১০ জন	২০.০০	০.৪৫%
২৩.	বৃত্তি/মেধাবৃত্তি (বিদেশ)	৪ জন	১৪০.০০	৩.১৪%
২৪.	স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য (মূলধন)	থোক	০.০০	০.০০%
	উপমোট (রাজস্ব)		৩৬২১.৯৯	৪০.৩৪%
(খ)	**মূলধন:**			
২৫.	মোটরযান ক্রয় (মাইক্রোবাস ২টি ও মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ভ্যান ৮টি)	৩	১৩৯.৫৭	৩.১৩%
২৬.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি)	৮২১	৩৬১.৫০	৫.২০%
২৭.	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	১টি	২.০০	০.০৪%
২৮.	আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	থোক	৪৫.০০	১.০১%
২৯.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (ক্যাবল, নেটওয়ার্ক সুইচ, জেনারেটর ব্যাটারী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র)	থোক	০.০০	০
৩০.	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	থোক	০	০
৩১.	অফিস সরঞ্জামাদি (ফ্যাক্স, প্রজেক্টর, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, সার্ভিস সেন্টার, ল্যান, রুম সেটআপ ইত্যাদি)	থোক	২২৮.৯২	৫.১৪%
৩২.	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	থোক	১৪১.০০	৩.১৭%
৩৩.	আসবাবপত্র	থোক	১৫.০০	০.৩৪%
৩৪.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন, আইপি টিভি)	থোক	২৯.৪৫	০.৬৬%

নং	অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্পের ব্যয়ের (%)
৩৫.	ডিজিটাল আর্কাইভ ও উপকরণ	থোক	০	০
৩৬.	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	১৬৯৪.৮১	৩৮.০৫%
	উপমোট (মূলধন)		১২৯৬.৯৫	৫৯.৬৬%
	সর্বমোট:		**৪৪৫৪.১৬**	**১০০%**

(সূত্রঃ প্রকল্প অফিস)

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৪৪.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যমানের প্রকল্পে সর্বাধিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার খাতে যা প্রায় ১৬.৯৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি) খাতে যা প্রায় ৩.৬১ কোটি টাকা। এছাড়াও অফিস সরঞ্জামাদি (ফ্যাক্স, প্রজেক্টর, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, সার্ভিস সেন্টার, ল্যান, রুম সেটআপ ইত্যাদি) খাতে ২.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছেন। মূলধন খাত ছাড়াও রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬.২১ কোটি টাকা যা মোট প্রকল্পের ব্যয়ের প্রায় ৪০.৩৪%।

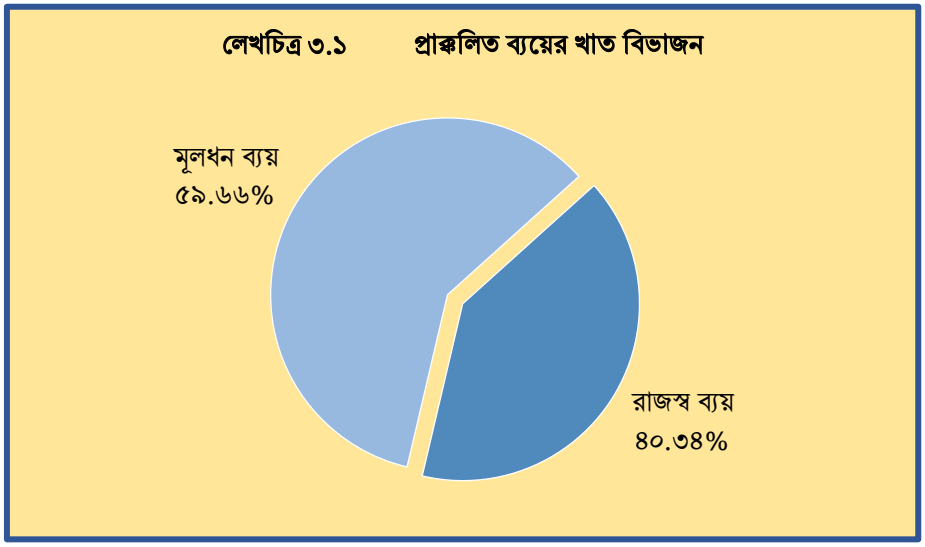

৩.১.৬। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

প্রকল্পের পণ্য ক্রয় প্যাকেজের মধ্যে ২টি মাইক্রোবাস, ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা বিদেশে, ৩৬০ (তিনশত ষাট) জন কর্মকর্তা ও ১২০ (একশত বিশ) জন কর্মচারী দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন যাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি শীঘ্রই স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে। সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য দেশের ৪৯১টি উপজেলা হতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে জন প্রতি ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাসের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত একই হারে পুরস্কার প্রদানের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০ (দশ) জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ৬(ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ল্যাব স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক সল্যুশন কর্তৃক প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী ইউএসএ'তে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে দুবাই'তে প্রশিক্ষণ চলমান আছে। কমিশনের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপন করার নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রের মূল্যায়ন রিপোর্ট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে দরদাতা প্রতিষ্ঠান ফ্লোরা লিঃ কে ২৮/০৩/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের ল্যান স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। শীঘ্রই জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ে ল্যান স্থাপন সম্পন্ন হবে। দুদকের সকল অফিসে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার স্বার্থে এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আইপি ক্যামেরা স্থাপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আইপি ক্যামেরার স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আইপি ক্যামেরার স্পেসিফিকেশন কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত শিক্ষা উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা এবং পার্স) দুদকের সকল জেলা কার্যালয়ে ৩০/০৩/২০২২ তারিখের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে। ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০ (দশ) জন কর্মকর্তাকে দেশে প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

৩.২। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ৪৩টি এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ৫টি সহ মোট ৪৮টি প্যাকেজ রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে কোন পূর্ত প্যাকেজ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আরডিপিপিতে উল্লেখিত ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে পণ্য কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজসমূহের তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৬ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতিতে

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	মাইক্রোবাস ক্রয়	সংখ্যা	২ টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৭৫.০০	০৬/০১/২০১৯	২৭/০১/২০১৯	০৭/০২/২০১৯
পণ্য-২	মাইক্রোবাস দুটি সিএনজিতে রূপান্তর	থোক	থোক	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৪৪	০২/০৪/২০১৯	০৪/০৪/২০১৯	১৭/০৪/২০১৯
পণ্য-২৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় (পাটের তৈরি স্কুল ব্যাগ)	থোক	থোক	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩৫.০০	১৫/০২/২০২০	০৩/০৩/২০২০	৩০/০৫/২০২০
পণ্য-২৬	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১২০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৩২	৩১/১২/২০২০	০৪/০১/২০২১	০৭/০১/২০২১
পণ্য-২৮	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	২৫০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.১২	২৩/০৫/২০১৯	২৮/০৫/২০১৯	১০/০৬/২০১৬
পণ্য-২৯	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১১০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৫.৫০	১৫/১১/২০২১	৩০/১১/২০২১	১৫/১২/২০২১
পণ্য-৩০	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
পণ্য-৩৪	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১
পণ্য-৩৫	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৬	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১১০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৫.৫০	০১/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২০/১০/২০২১
পণ্য-৩৯	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০১/২০২১	১০/০১/২০২১	২৮/০১/২০২১
পণ্য-৪১	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৩/২০২২	১০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
পণ্য-৪৩	প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য	সংখ্যা	৮০০টি	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৪.০০	০১/০১/২০২২	১০/০১/২০২২	২৮/০১/২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	পাটের তৈরি ব্যাগ ক্রয়									
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য:						**১৪৩.৭৫**			

পর্যালোচনাঃ পণ্য সংক্রান্ত ক্রয় প্যাকেজ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বমোট ২০.৯৮ কোটি টাকা মূল্যমানের ৪৩টি প্যাকেজ প্রস্তাব করা হয়েছিল। উক্ত প্যাকেজসমূহের মধ্যে ১৩টি প্যাকেজ প্রশিক্ষণ প্রদানকালে ব্যাগ সরবরাহ/ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ। এসব ক্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজ না করে একটি প্যাকেজের আওতায় লট আকারে সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া যেত। প্রকল্পের ডিপিপিতে এসব ব্যাগ সরবরাহের জন্য আরএফকিউ/ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে আরএফকিউ অথবা ডিপিএম দুটি পদ্ধতিই উল্লেখ করা সঠিক ছিল না। বাজারমূল্য বিবেচনায় নিয়ে পণ্যের সংখ্যা ১৩টি প্যাকেজে বিভক্ত না করে একটি টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে 'ওটিএম' ক্রয় পদ্ধতিতে লট আকারে প্রকল্পের ক্রয় সম্পাদন করা যেত।

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ৪৩টি প্যাকেজ রয়েছে। আরডিপিপিতে উল্লেখিত ওটিএম ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে পণ্য কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজসমূহের তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৭ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - ওটিএম ক্রয় পদ্ধতিতে

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৫	মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ক্রয় (সাউন্ড সিস্টেম, স্ক্রীন, ব্যাটারীসহ)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৬০.০০	০৩/০৮/২০২০	২৫/০৯/২০২০	৩০/১১/২০২০
পণ্য-৬	ডেস্কটপ ১৫০টি এবং ইউপিএস ১৫০টি ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৬.৩৮	২০/০১/২০১৯	১৩/০৩/২০১৯	১২/০৫/২০১৯
পণ্য-৭	ল্যাপটপ ৬৬টি, প্রিন্টার ৫০টি, স্ক্যানার ২০০টি ক্রয়	সংখ্যা	৩১৬টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৮৯.০৬	২৪/১০/২০১৯	০৬/০১/২০২০	০২/০৩/২০২০
পণ্য-৮	দুদকের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, অগ্নি নির্বাপক,ক্যাবল) সেটআপসহ আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৬৮.০০	১৯/১২/২০২০	২২/০৪/২০২১	২২/০৮/২০২১
পণ্য-১১	আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন ও আনুষঙ্গিক	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৪৫.০০	০১/০৩/২০২১	১৫/০৫/২০২১	৩০/১১/২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ক্রয়									
পণ্য-১২	প্রজেক্টর	সংখ্যা	১২টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	১০/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	২০/০৫/২০২০
পণ্য-১৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০১.০০	০১/০১/২০২১	২০/০২/২০২১	৩০/০৫/২০২১
পণ্য-১৫	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২০০টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৯০.০০	১৫/০৮/২০২১	৩০/০৯/২০২২	২০/১২/২০২১
পণ্য-১৮	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	২টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭.৪৯	৩১/০১/২০১৯	২৫/০৩/২০১৯	১৮/০৪/২০১৯
পণ্য-২০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫.০০	০১/১০/২০২১	৩০/১১/২০২২	৩০/০১/২০২২
পণ্য-২৩	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব (সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসহ অনুষঙ্গিক উপকরণ সরবরাহকরণ)	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৮৯.৮৫	০২/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	৩০/০৬/২০২১
পণ্য-৩২	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৪টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২০.০০	১০/০৮/২০২১	১০/১০/২০২১	১০/০২/২০২২
পণ্য-৪০	সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম (এক্সেস পয়েন্ট-পিওই)	সংখ্যা	৬৫টি	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৮.৫০	০১/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	১৫/১১/২০২১
পণ্য-৪২	ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	ইউনিট	১	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৩০০.০০	০৬/১০/২০২১	০৪/০১/২০২২	০৮/০৩/২০২২
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য:						**১৮৯২.২৮**			

পর্যালোচনাঃ ক্রয় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যে সকল দরপত্রের চুক্তি স্বাক্ষর জুন ২০১৯ সালের আগে সম্পাদন করা হয়েছিল তার অধিকাংশ পণ্য চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতিতে যে সকল পণ্য ক্রয়ের চুক্তি ২০২১/২০২২ সালের নির্ধারিত ছিল তা অনেক ক্ষেত্রেই সময়মত সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। যেমন সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম (এক্সেস পয়েন্ট) এখনো স্থাপন করা সম্পন্ন হয়নি। মূলত করোনা পরিস্থিতির জন্য প্রকল্পটির ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্বিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে সরবরাহ করা সফটওয়্যারসমূহের লাইসেন্সের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ বা এর সমসাময়িক সময়ে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে স্থাপিত সকল সফটওয়্যার-এর লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইভাবে ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনায় ফরেনসিক ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংযোজনের জন্য প্রতি বছর অনুন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ফরেনসিক ল্যাবসমূহের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের সাথে সাথে তদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেহেতু দুদকের কর্মকর্তারা বিভিন্ন জেলায় কর্মরত আছেন, তাই দুদকের সকল জেলার কর্মকর্তাদের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে বেসিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব (সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসহ অনুষঙ্গিক উপকরণ সরবরাহকরণ)-এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৮৯.৮৫লক্ষ টাকা এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিধায় ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ-এর HOPE হিসেবে দুদক-এর সচিব মহোদয়কে ক্রয় অনুমোদনকারী হিসেবে রাখা সমীচীন ছিল।

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ৪৩টি প্যাকেজ রয়েছে। আরডিপিপিতে উল্লেখিত আরএফকিউ ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে পণ্য কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজসমূহের তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৮ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - আরএফকিউ ক্রয় পদ্ধতিতে

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৩	মাইক্রোবাস দুটির আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.২৬	২৩/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	০৬/০৫/২০১৯
পণ্য-৪	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩৬০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৪৯	২০/০২৮২০১৯	২৪/০২/২০১৯	২৭/০২/২০১৯
পণ্য-৯	হাইস্পিড স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	২ টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	০.৮০	০৫/০২/২০২০	২৮/০২/২০২০	২০/০২/২০২০
পণ্য-১০	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.০০	২৪/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	০৫/০৫/২০১৯
পণ্য-১৩	মাল্টিমিডিয়া সেট	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	১০/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	০৫/০৩/২০২০
পণ্য-১৬	ইন্টারেক্টিভ সাদা বোর্ড ক্রয়	সংখ্যা	২টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	২০/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১
পণ্য-১৭	আইডি কার্ড প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১
পণ্য-১৯	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.৩০	১০/০৮/২০২০	১৬/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০
পণ্য-২১	এন্টিভাইরাস ক্রয়	সংখ্যা	৭৮০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৬৪	০৯/০৬/২০১৯	১৩/০৪/২০১৯	১৭/০৬/২০১৯
পণ্য-২২	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	২৪০টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.১৬	২৬/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	০১/১২/২০১৯
পণ্য-২৫	বারকোড প্রিন্টার স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১
পণ্য-২৭	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন (প্রধান কার্যালয়)	সংখ্যা	২০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	১৫/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১	১০/০৯/২০২১
পণ্য-৩০	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১	৩০/১০/২০২১
পণ্য-৩১	হাইস্পিড স্ক্যানার ক্রয়	সংখ্যা	৩টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	২২/০৮/২০২১	৩১/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১
পণ্য-৩৩	মাল্টিমিডিয়া সেট	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০৫/১০/২০২১	১৪/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১
পণ্য-৩৪	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১
পণ্য-৩৫	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ /ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৭	অনলাইন ইউপিএস ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৮	এক্সেস কন্ট্রোল ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	০১/০৯/২০২১	১০/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১
পণ্য-৩৯	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩.৯৬	০১/০১/২০২১	১০/০১/২০২১	২৮/০১/২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৪১	দুদক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	১৫০টি	আরএফকিউ/ ডিপিএম	পিডি	জিওবি	১.৬৫	০১/০৩/২০২২	১০/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য:						**৭৬.৫২**			

পর্যালোচনাঃ পণ্য সংক্রান্ত ক্রয় প্যাকেজ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বমোট ২০.৯৮ কোটি টাকা মূল্যমানের প্যাকেজসমূহের মধ্যে ২১টি প্যাকেজ আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। উক্ত প্যাকেজসমূহের মধ্যে ৭টি প্যাকেজ প্রশিক্ষণ প্রদানকালে ব্যাগ সরবরাহ/ ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ। এসব ব্যাগ ক্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজ না করে একটি প্যাকেজের আওতায় লট আকারে সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া যেত। প্রকল্পের ডিপিপিতে ব্যাগ সরবরাহের জন্য আরএফকিউ/ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে আরএফকিউ অথবা ডিপিএম দুটি পদ্ধতিই উল্লেখ করা সঠিক ছিল না। বাজারমূল্য বিবেচনায় নিয়ে পণ্য ক্রয়ের জন্য একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত না করে একটি টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে ‘ওটিএম’ ক্রয় পদ্ধতিতে লট আকারে ক্রয় সম্পাদন করা সমীচীন ছিল।

লেখচিত্র ৩.২ পণ্য ক্রয় প্যাকেজের পর্যালোচনা

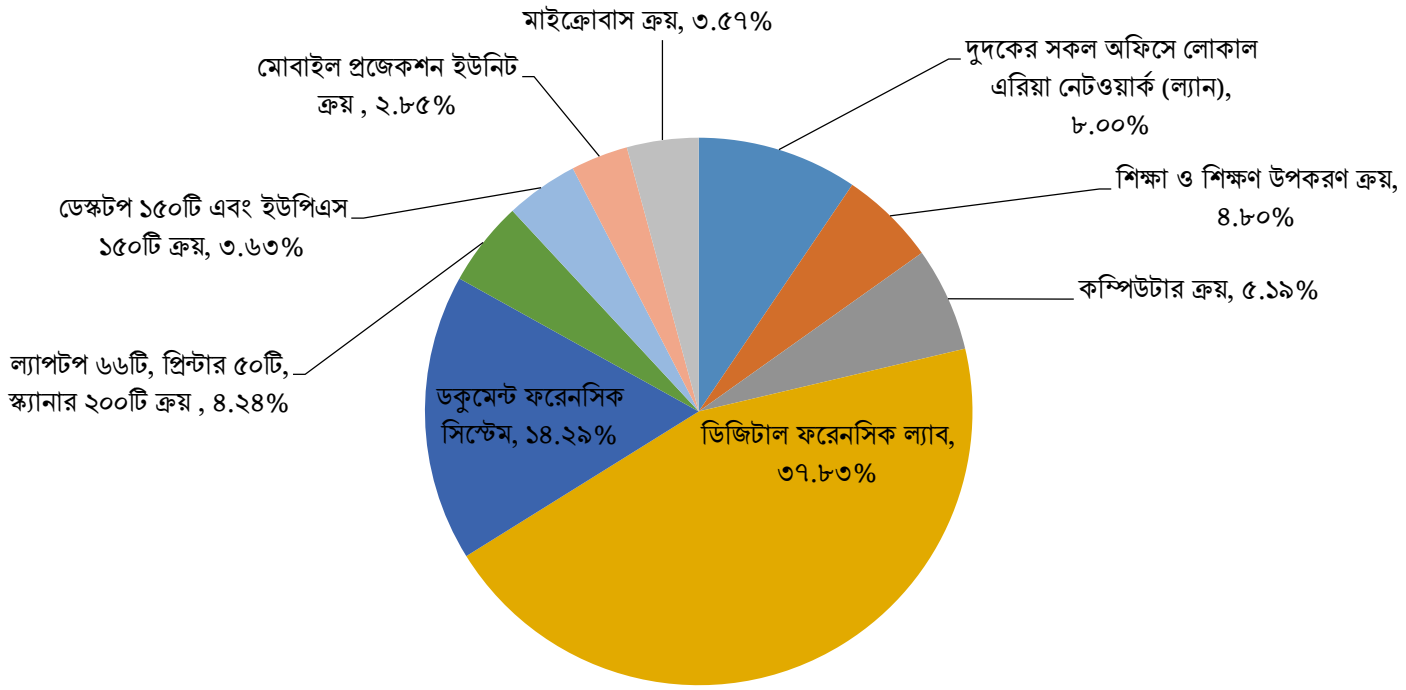

আরডিপিপি অনুযায়ী সেবা কাজের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৯ প্রকল্পের সেবা কাজের ক্রয় কর্মপরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য সেবা প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সেবা-১	কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	জনমাস	১২	কিউসিবিএস	পিডি	জিওবি	৩৭.১৮	০৫/১২/২০১৮	২৮/০৪/২০১৯	৩০/০৬/২০২২
সেবা-২	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	১৫/০৭/২০২১	২০/১০/২০২১	২০/০৪/২০২২
সেবা-৩	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	০১/০৯/২০২১	১০/১১/২০২১	১০/০৫/২০২২
সেবা-৪	গবেষণা ব্যয়	সংখ্যা	১	এফবিএস	পিডি	জিওবি	১০.০০	০৫/১০/২০২১	২৬/১২/২২১	২৬/০৬/২০২২
সেবা-৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার তৈরি)	থোক	থোক	কিউসিবিএস	পিডি	জিওবি	৬০০.০০	২৫/০৮/২০২১	২৫/১১/২০২১	৩০/০৬/২০২২
	মোট ক্রয় মূল্য:						**৬৬৭.১৮**			

প্রকল্পের সেবা খাতে ভ্যাট প্যাকেজ ৬.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫টি প্যাকেজের মাঝে ৩টি সেবা প্যাকেজ হচ্ছে গবেষণা ব্যয় সংক্রান্ত। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সেবা খাতে বিশেষ করে গবেষণা খাতে ৩টি প্যাকেজের মধ্যে মাত্র একটি চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাকি দুটি গবেষণা প্যাকেজের কাজ আরডিপিপি অনুযায়ী যথা সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে।

প্রকল্পটি সেবা ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্যাকেজ কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার) তৈরি খাতে প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্পটির আওতায় নভেম্বর ২০২১ নাগাদ চুক্তি স্বাক্ষরের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার) তৈরি, টেস্টিং এবং পুরোপুরিভাবে চালু করতে আরও প্রায় দুই বছর প্রয়োজন হতে পারে। সফটওয়্যার তৈরির কাজটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

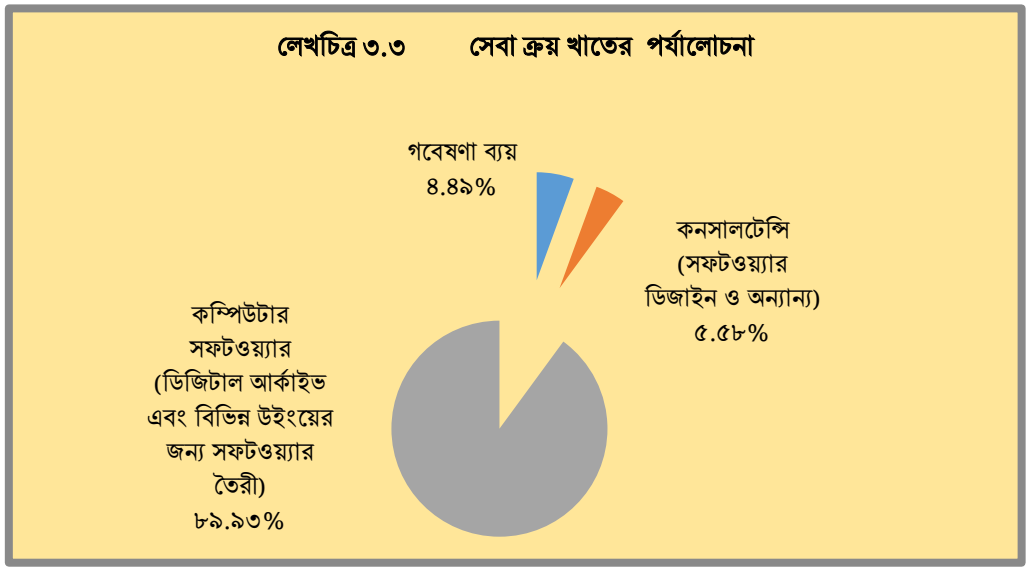

সেবা ক্রয় খাতের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য) খাতে ৫.৫৮%, কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার তৈরি) খাতে ৮৯.৯৩% এবং গবেষণা খাতে ৪.৪৯% ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। সফটওয়্যার তৈরির কাজটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন না করার ফলে মে ২০২২ সাল পর্যন্ত সেবা খাতে অগ্রগতি সর্বোচ্চ ৭%।

৩.২.২। প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আরডিপিপিতে মোট চার অর্থ বছরে যথাক্রমে ১ম বছর (২০১৮-১৯), ২য় বছর (২০১৯-২০), ৩য় বছর (২০২০-২১) এবং ৪র্থ বছর (২০২১-২২)-এর জন্য বছর ওয়ারী অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয়ের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপিতে উল্লিখিত বছর ভিত্তিক ব্যয়ের কর্ম পরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি **৩.১০** বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্মপরিকল্পনা

অঙ্গের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

অঙ্গের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দায়িত্ব ভাতা	জন	০৬	২৩.৫০	৪.৪২	১৯	০.১০	৪.৪২	১৯	০.১০	৭.০০	৩০	০.১৫	৭.৬৬	৩২	০.১৬
সম্মানি	থোক	থোক	৬.০০	০.৯৭	১৭	০.০২	০.৭১	১৩	০.০২	২.০০	৩৫	০.০৪	২.৩২	৩৫	০.০৫
পুরস্কার	জন	৯৯০	২৯৭.০০	০	০	০	৫৬.০৪	১৫	১.২২	১৭৭.৮৪	২৮	২.৫৭	১২৩.১২	৫৭	৫.২৬
আপ্যায়ন খরচ	থোক	থোক	২.৫০	২.২৭	১১	০.০১	০.১৪	৭	০.০১	১.০০	৪১	০.০১	১.০৯	৪১	০.০২
সেমিনার, কনফারেন্স (সততা সংঘের জমায়েত	থোক	থোক	১০৩.০০	০	০	০	০	০	০	৫০.০০	৪৯	১.০৯	৫৩.০০	৫১	১.১৬
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	থোক	১১.০০	২.২৫	২২	০.০৫	২.০০	১৭	০.০৪	৩.০০	২৬	০.০৭	৩.৭৫	৩৫	০.০৮
অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	থোক	থোক	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ)	জন	১০৪	৫১২.০০	৩১.৩৩	৪	০.৬৮	৭৫.৭৪	৭	১.৬৫	১০০.০০	২৯	২.১৮	৩০৫.২০	৬০	৬.৬৬
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশ স্ট্যাডি ট্যুর)	জন	১৪	৪২.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২.০০	১০০	০.৯২
প্রশিক্ষণ (দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ)	জন	২০৮৫	২৪৫.৩১	০	০	০	২৬.৮০	৮	০.৫৮	৫০.০০	৩০	১.০৯	১৬৮.৫১	৬২	৩.৬৮
প্রশিক্ষণ (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে দেশে প্রশিক্ষণ)	জন	৩২৫০	৮৯.৫২	৫.২৯	৫	০.১২	০	০	০	৩৩.০০	৩২	০.৭২	৫১.২৩	৬৩	১.১১
পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২৫.০০	০.৪৬	৩	০.০১	৪.১৬	১৬	০.০৯	৭.০০	২৮	০.১৫	১৩.৩৮	৫৩	০.৩০
মুদ্রণ ও বাঁধাই	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
অন্যান্য মনিহারি	থোক	থোক	১০.০০	০.১২	১	০.০১	০.২০	৩	০.০১	৫.০০	৪৮	০.১১	৪.৬৮	৪৮	০.০৯
পোশাক, ব্রোচ	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ডিজাইন ও অন্যান্য)	জনমাস	১২	৩৭.১৮	৫.৫৪	১৬	০.১২	১৬.৬৩	৪৪	০.৩৬	০	০	০	১৫.০১	৪০	০.৩৩
গবেষণা	সংখ্যা	০৩	৩০.০০	০	০	০	০	০	০	১০.০০	৩৪	০.২২	২০.০০	৬৬	০.৪৩
মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৩.০০	০	০	০	০.৪৮	২০	০.০১	১.০০	৪০	০.০২	১.৫২	৪০	০.০৪
কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

অঙ্গের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সংরক্ষণ															
সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান	সংখ্যা	৮৩৩	১৯৯.৯০	৯৯.৯০	৫০	২.১৮	১০০.০০	৫০	২.১৮	০	০	০	০	০	০
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (স্থানীয়)	জন	১০	২০.০০	০	০	০	০	০	০	১০.০০	৫০	০.২২	১০.০০	৫০	০.২২
বৃত্তি/ মেধা বৃত্তি (বিদেশ)	জন	৪	১৪০.০০	০	০	০	০	০	০	৭০.০০	৫০	১.৫৩	৭০.০০	৫০	১.৫২
স্থানান্তর, সমন্বয় ও অন্যান্য (মূলধন)	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোটরযান ক্রয় (মাইক্রোবাস ২টি ও মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ১টি)	সংখ্যা	৩	১৩৯.৫৭	৭৯.৫৭	৫৫	১.৭৪	০	০	০	০	০	০	৬০.০০	৪৫	২.৬১
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, হার্ডওয়্যার, ইউপিএস, রাউটার ইত্যাদি)	সংখ্যা	৮২১	৩৬১.৫০	৭৬.৩৮	২৪	১.৬৭	৮১.৭০	২৬	১.৭৮	৮.১৭	৩	০.১৮	১৯৫.২৫	৪৭	৩.২১
ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১	২.০০	২.০০	১০০	০.০৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০
আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (আইপি ক্যামেরা, নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার, ক্যাবল, ৬৪ টিবি ডাটাস্টোর, ক্যামেরা ফুটেজ প্রদর্শন কেন্দ্র, মাল্টিপ্লান টিভি স্ক্রিন, ও আনুষঙ্গিক ক্রয়)	থোক	থোক	৪৫.০০	০	০	০	০	০	০	৪৫.০০	১০০	০.৯৮	০	০	০
অফিস সরঞ্জামাদি মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল হাজিরা মেশিন, আইডি কার্ড প্রিন্টার, বারকোর্ড প্রিন্টার ও স্ক্যানার , অনলাইন ইউপিএস, এক্সেস কন্ট্রোল, সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম এবং প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিসসমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপসহ	থোক	থোক	২২৮.৯২	০	০	০	১৩.৪২	৭	০.২৯	১৬৮.০০	৭৩	৩.৬৬	৪৭.৫০	২০	১.০৪

অঙ্গের বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা			বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থ বছর)		
	একক	পরিমান	মোট ব্যয়	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %	আর্থিক	%	প্রকল্পের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
আনুষঙ্গিক ক্রয় (ইউপিএস, রাউটার, নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্যাবল ইত্যাদি)															
শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	থোক	থোক	১৪১.০	০	০	০	৩৫.০০	২৫	০.৭৬	১০১.০	৭১	২.২০	৫.০০	৪	০.১২
আসবাবপত্র	থোক	থোক	১৫.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫.০০	১০০	০.৩৩
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপি মেশিন)	সংখ্যা		০৭	২৯.৪৫	৭.৪৯	২৫	০.১৬	০	০	১.৯৬	৮	০.০৪	২০.০০	৬৭	০.৪৪
ডিজিটাল আর্কাইভ ও উপকরণ	-	-	-	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম)	থোক	থোক	১৬৯৪.৮১	৩৬.৯৮	৪.৯৬	১	০.১১	০	০	৭৮৯.৮৫	৪৬	১৭.২৩	৯০০.০০	৫৩	১৯.৬৪
মোট			৪৪৫২.১৬	৩২০.৯৫		৭.০২	৪১৭.১৭		৯.১০	১৫৮০.৮২		৩৪.৪৬	২১৩৫.২২		৪৯.৪২

(সূত্রঃ আরডিপিপি)

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রায় ৩.২০ কোটি টাকা মূল্যমানের ক্রয় কার্যক্রম, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪.১৭ কোটি টাকা মূল্যমানের ক্রয় কার্যক্রম এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ১৫.৮০ কোটি টাকা মূল্যমানের ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রায় ২১.৩৫ কোটি টাকা মূল্যমানের ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত থাকলে বাস্তবে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। চার বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের প্রাক্কলে প্রায় ৪৯.৪২% কাজ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা পরবর্তী বাস্তবতার ৪৯.৪২% প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। যেমন উপকরণ সরবরাহের ঘাটতির কারণে দুদকের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের অফিস সমূহের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) সেটআপ করা এখনো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। একইভাবে দুদক কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য ৩.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হলেও করোনা পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এসব কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ কমপক্ষে একবছর বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছেন।

৩.২.৩। সংগৃহীত পণ্যের মান পর্যালোচনা

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত পর্যালোচনা

দুর্নীতি দমন কমিশনে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে হুন্ডি, মানি লন্ডারিং ও অবৈধ অর্থ লেনদেনসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা যাবে। সম্প্রতি এ ল্যাবে কম্পিউটার ফরেনসিক, মোবাইল ফরেনসিক, অডিও এবং ভিডিও ফরেনসিকের সর্বশেষ প্রযুক্তি আনা হয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে মুছে ফেলা যে কোনো তথ্য, অডিও, ভিডিও, ই-মেইল পুনরুদ্ধার করা যাবে। দুর্নীতির মামলার আসামি কিংবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ভয়েস বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে অডিও ভিডিওর কথোপকথন শনাক্ত করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) ও সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এবং ভারতের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দক্ষ কারিগরি টিমের সহায়তায় এ ল্যাব দুদকের প্রধান কার্যালয়েই স্থাপন করা হয়েছে। এফবিআই ও সিবিআইসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, দুদকও সেই ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়েই ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করছে। নবপ্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের সর্বমোট ৭টি মডিউলের উপর দুদকের ফরেনসিক ল্যাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত, স্পেন এবং ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুদক ফরেনসিক ল্যাবে নিম্নলিখিত যেসব ডিজিটাল যন্ত্রপাতি রয়েছে তা হল: কম্পিউটার ফরেনসিক, মোবাইল ফরেনসিক, অডিও ফরেনসিক ও ভিডিও ফরেনসিক। ল্যাব স্থাপনে ডেটা সেন্টারের জন্য একটি বিশেষ নিরাপদ কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নত দেশ থেকে, বিশেষ করে ইউএসএ, ইউকে, সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও কানাডা থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও আনা হয়েছে। দুদকের কর্মকর্তাগণ আমেরিকা থেকে ফরেনসিক পরীক্ষার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। টেন্ডারের মাধ্যমে ল্যাব স্থাপনের কাজটি করে 'ডায়নামিক সলুউশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

কম্পিউটার ফরেনসিকের মাধ্যমে কম্পিউটার ও ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়া থেকে গোপনীয় ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা হবে। থাম্ব ড্রাইভ, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ এবং অন্য পদ্ধতিগুলোর মতো বৈদ্যুতিক ডিভাইস দিয়ে তথ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান ডেটা সংরক্ষণ বা স্থানান্তর করা হবে। অপরাধ ঢাকতে বা আলামত গায়েব করতে মুছে ফেলা তথ্য, সোআপ ফাইল, মেমরি ডাম্প, হার্ড ড্রাইভে ফাঁকা ফোল্ডার, প্রিন্ট স্পুলার ফাইল এবং অস্থায়ী ক্যাশের মধ্যে স্ল্যাক স্পেস-এর ফরেনসিক পরীক্ষা করবে দুদক।

মোবাইল ফরেনসিকের মধ্যে রয়েছে অপরাধ কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও যে কোনো ডিভাইস। ফরেনসিকের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ট্যাব, জিপিএস, ডিভাইস, ড্রোন ইত্যাদি থেকে ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা হবে। দুদকের টিম যেসব ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করবে তার মধ্যে রয়েছে-এসএমএস এবং এমএমএস বা এ-জাতীয় মুছে ফেলা ডেটা, কল লগ ও যোগাযোগের তালিকা, ফোন আইএমইআই ও ইএসএন সম্পর্কিত তথ্য, ওয়েব ব্রাউজিং, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেটিংস, জিওলোকেশন তথ্য, ই-মেইল এবং ইন্টারনেট মিডিয়া ও ফর্ম, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং পরিসেবা, পোস্ট বা এ-জাতীয় ডেটা। অ্যাপ ডেটা, মেসেঞ্জার ডেটা ও ক্লাউড ড্রাইভে সংরক্ষিত ডেটা।

এ ছাড়া অডিও ফরেনসিকের মধ্যে রয়েছে-ভয়েস বা অডিও ক্লিপ প্রমাণের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে ফরেনসিক পরীক্ষা, কথোপকথন শনাক্তকরণ, সংলাপ লিপিবদ্ধকরণ। ভিডিও ফরেনসিকের মধ্যে ডিজিটাল (ডিভিআর ইত্যাদি) এবং অ্যানালগ ভিডিও প্রসেসিং, ডেমাল্টিপ্লেক্স ভিডিও, ভিডিও থেকে স্টিল-ফ্রেম বের করা, ফটো কাগজ বা ডিজিটাল ফাইলের ফ্রেম মুদ্রণ, অডিও-ভিডিওর নির্দিষ্ট অঞ্চল ট্র্যাক করে তথ্য নিয়ে তা ল্যাবে পরীক্ষা করে অপরাধী শনাক্ত করা। ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হলে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, হুন্ডি ও মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধে জড়িতদের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা

দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ডিপিএম পদ্ধতি প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে ০২ (দুই)টি Nissan URVAN NV ৩৫০ মাইক্রোবাস গাড়ি ক্রয় হয়েছে ২০১৯ সালে। বর্তমানে গাড়ি দুটি সচল অবস্থায় আছে এবং নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। গাড়ির মেক/মডেল/স্পেসিফিকেশন এবং মূল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

মেক/মডেল/স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা	ভিত্তি মূল্য (১×২)	ভ্যাট (১×২)	মোট মূল্য (১×২)
১	২	৩	৪	৫
ব্রান্ড নিউ লেটেষ্ট মডেল নিশান আরভান গ্যাসোলিন মাইক্রোবাস, ১৬-আসন বিশিষ্ট,	২ (দুই)টি (১ টি সাদা এবং ১	৬৫,২১,৭৪০/-	৯,৭৮,২৬০/-	৭৫,০০,০০০/-

মডেল-Nissan URVAN NV350, ২৫০০ সিসি, রং-সাদা এবং ব্রিলিয়ান সিলভার, জাপান অরজিন, তৈরির সন-২০১৮ (সিএনজি, রেজিস্ট্রেশন ও ইন্সুরেন্স ব্যতিত)	টি ব্রিরিয়ান সিলভার)			
কথায়: পঁচাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র।				৭৫,০০,০০০/-

সফটওয়্যার সংক্রান্ত পর্যালোচনা

আইটেমের নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
প্রশাসন শাখার জন্য সফটওয়্যার	ক) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার ● কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য; ● নিয়োগ, পদায়ন, বদলি সম্পর্কিত তথ্য; ● কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল ও অনুমোদন করা; ● ছুটির আবেদন ও মঞ্জুর করা; ● প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা; ● খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং-এর ব্যবস্থা রাখা; ● সকল ধরনের অফিস আদেশ/ নোটিশ/প্রজ্ঞাপন আর্কাইভে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।
	খ) অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● বেতন-ভাতা অনলাইনে দাখিল এবং অনুমোদন; ● পেরোল (payroll) ব্যবস্থাপনা; ● কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন/ ভাতার সার্টিফিকেট প্রণয়ন; ● খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং-এর ব্যবস্থা রাখা।
	গ) মালামাল (inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এই বিষয়ক আলাদা প্রোফাইল/ ড্যাশবোর্ড; ● কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় চাহিদাপত্র অনলাইনে দাখিল করা এবং অনুমোদন/ বাতিল করা; ● প্রাধিকার অনুযায়ী অটোমেটিক ভাবে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রোফাইলে প্রতিটি মালামালের বিপরীতে কোটা সন্নিবেশিত থাকবে; ● কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মালামাল গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট এডমিন এবং গ্রাহক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অবহিতকরণ; ● খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং-এর ব্যবস্থা রাখা।
	ঘ) গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● সকল বইয়ের ডাটাবেজ প্রণয়ন; ● নতুন বই সংযোজন ও আপডেটের ব্যবস্থা রাখা; ● কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনলাইনে বইয়ের চাহিদাপত্র দাখিল করার ব্যবস্থা; ● বইয়ে বারকোডের মাধ্যমে বইয়ের ইউনিক নম্বর প্রদান করে, উক্ত বই বারকোড স্ক্যানের মাধ্যমে তথ্য যাতে ডাটাবেজ নেয়া যায় সেই ব্যবস্থা রাখা।
	ঙ) সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● বর্তমানে সরকারের ই-ফাইলিং সিস্টেমের এর অনুরূপ দুদকের জন্য সম্পূর্ণ নিজস্ব অত্যন্ত সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করা।
প্রতিরোধ শাখার জন্য সফটওয়্যার	ক) দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● জেলা/উপজেলা ভিত্তিক গৃহীত দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের এর বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত তথ্য সংযোজন, আপডেট এবং বিয়োজনের ব্যবস্থা রাখা;

	• মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তুতের ব্যবস্থা রাখা; • প্রতিরোধের সকল কর্মকান্ডের তথ্য ভান্ডার হিসাবে প্রস্তুত রাখা; • খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং-এর ব্যবস্থা রাখা; • প্রতিরোধ কমিটির সকল তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ রাখা এবং কার্যক্রমের মূল্যায়ন অনলাইনের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা রাখা; • বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নোটিফিকেশন সংশ্লিষ্ট সকলে সঠিক সময়ে অবহিত করার ব্যবস্থা রাখা।
	খ) সততা সংঘের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার • জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক সততা সংঘের সকল তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা; • সংশ্লিষ্ট সজেকা থেকে যাতে নিয়মিত আপডেট করতে পারা যায় সেটির ব্যবস্থা রাখা; • খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং ব্যবস্থা রাখা।
অপরাধের তথ্য (Crime Data)	অপরাধের তথ্য (Crime Data) সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার • মামলার বিপরীতে অপরাধের প্রাপ্ত সকল তথ্য অনলাইনে গ্রহণ এবং তা ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণ করা; • বিদ্যমান ম্যানুয়াল ছকের অনুরূপ অনলাইনে বিভিন্ন অপরাধের বিপরীতে চাহিদামত প্রতিবেদন তৈরি করার ব্যবস্থা রাখা; • সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্তকারীর তথ্য সংরক্ষণ রাখা যাতে করে তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হলেও যাতে করে পূর্বের সংরক্ষিত তথ্য থেকে সহায়তা পেয়ে থাকেন; • গবেষণার অংশ হিসাবে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; • সকল অপরাধের তথ্য সম্বলিত আর্কাইভ এর ব্যবস্থা থাকা; • খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং ব্যবস্থা রাখা।
অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (Criminal Database Management system-CDMS)	অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (Criminal Database Management system-CDMS) • অপরাধীর ছবি সহ ব্যক্তিগত সকল তথ্য গ্রহণ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা; • আঙ্গুলের ছাপ এবং NID নম্বরের গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা এবং সেই তথ্য NID এর সার্ভারের ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা থাকা। (এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি লাগতে পারে); • অপরাধী কতগুলো মামলায় কি কি অপরাধে অপরাধী তার বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ এবং চাহিদামত প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থা রাখা; • খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং ব্যবস্থা রাখা।
আইসিটি এবং প্রশিক্ষণ শাখার জন্য সফটওয়্যার	ক) হার্ডওয়্যার মালামাল Hardware Inventory বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার • কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য এই বিষয়ক আলাদা প্রোফাইল/ ড্যাশবোর্ড থাকবে; • কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রয়োজনয়ীয় চাহিদাপত্র অনলাইনে দাখিল করা এবং অনুমোদন/ বাতিল করা; • প্রাধিকার অনুযায়ী অটোমেটিক ভাবে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রোফাইলে প্রতিটি হার্ডওয়্যারের বিপরীতে কোটা সন্নিবেশিত থাকবে; • কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের হার্ডওয়্যার মালামাল গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট এডমিন এবং গ্রাহক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে অবহিতকরণ; • খুব সহজেই যেন যেকোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য শক্তিশালী সার্চিং-এর ব্যবস্থা রাখা।
	খ) আইটি (সফটওয়্যার/ হার্ডওয়্যার) সাপোর্ট সার্ভিস (IT Support Service system) • আইটি বিষয়ক সকল ধরণের সহায়তার পাবার জন্য এই সিস্টেমে অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে; • একটি আবেদন এর প্রেক্ষিতে সেই আইটি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হবে; • প্রশিক্ষণের বিষয় সংযোজন, পরিবর্তন বা বিয়োজনের ব্যবস্থা রাখা।

	গ) প্রশিক্ষণের বিষয় ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ● প্রশিক্ষণের এর বিস্তারিত তথ্য যেমন কোনো কর্মকর্তা/ কর্মচারী কি কি ট্রেনিং করেছে বা কি কি ট্রেনিং করে নাই এই সম্বলিত ফিচার।

৩.২.৪। সফটওয়্যার সংক্রান্ত আনুমানিক ব্যয় পর্যালোচনা

দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয়ের নিমিত্ত আনুমানিক ব্যয়:

সারণি ৩.১১ সফটওয়্যার সংক্রান্ত আনুমানিক ব্যয়

আইটেম নং	আইটেমের নাম	প্রস্তাবিত সফটওয়্যার মডিউল/ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আনুমানিক ব্যয় (টাকা)
১.১	প্রশাসন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার	ক) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার	৬,০০,০০,০০০/ - (ছয় কোটি)
		খ) অ্যাকাউন্টিং ব্যাবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		গ) মালামাল (Inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঘ) গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঙ) সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		চ) ক্রয় ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ছ) ডেসপাচ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		জ) রেকর্ড ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঝ) সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঞ) এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ট) গাড়ী ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঠ) বিল্ডিং ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ড) রুম ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঢ) টাস্ক/প্রোজেক্ট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ণ) নোটিশ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
১.২	প্রতিরোধ উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার	ক) জেলা উপজেলা ভিত্তিক দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ডাটাবেজ	
		খ) সততা সংঘের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		গ) গণশুনানি ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঘ) সততা স্টোর ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঙ) MOU ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		চ) গবেষণা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ছ) ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		জ) NIS ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঝ) বাজেট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ঞ) বৃত্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		ট) UNCAC ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা	
		ঠ) মেটেরিয়াল বিতরণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
১.৩	অপরাধের তথ্য (Crime data) সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	অপরাধের তথ্য Crime data) সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
১.৪	অপরাধের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	অপরাধের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (Criminal Database Management system-CDMS)	

১.৫	আইসিটি এবং প্রশিক্ষণ উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার	ক) হার্ডওয়্যার মালামাল (Hardware Inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
		খ) আইটি (সফটওয়্যার/ হার্ডওয়্যার) সাপর্ট সার্ভিস সিস্টেম (IT Support Service System)	
		গ) প্রশিক্ষণ বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	
১.৬	ডিজিটাল আর্কাইভিং	উচ্চমানের অডিও, ভিডিও, বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভিডিও, গুরুত্বপূর্ণ সভার রেকর্ডিং, গনশুনানির রেকর্ডিং, গবেষণাপত্র, প্রকাশনা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদেশ সচেতনামূলক নাটক, বিজ্ঞাপন, প্রতিরোধ সপ্তাহের অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবসের অনুষ্ঠান, দুদক সম্পর্কিত টেলিভিশনের আলোচনাসমূহ, গুরত্বপূর্ণ কাগজপত্র ইত্যাদি ডাটা স্টোরেজে, ডিজিটাল সফটওয়্যার সংরক্ষণ করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় হাইস্পিড স্ক্যানার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। উক্ত সফটওয়্যারটিতে ব্যবহারকারীদের কন্টেন্ট এক্সেস নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।	
১.৭	আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যার	২টি লোড ব্যালেন্সার, ২টি এপ্লিকেশন সার্ভার, ২টি ডাটাবেজ সার্ভার, ১টি স্যান স্টোরেজ, ২টি স্যান সুইজ, ১টি টেস্টবেড সার্ভার, ১টি অনলাইন ইউপিএসসহ আনুষঙ্গিক ক্রয়।	

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের আওতায় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছয় কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত উক্ত সফটওয়্যারে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা সম্পন্ন হয়নি। স্পেসিফিকেশন তৈরির পর ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে টেন্ডার আহবান করা হবে। এক্ষেত্রে দ্রুত টেন্ডার আহবান করার স্বার্থে দুই স্তর বিশিষ্ট টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত সম্পন্ন করাকালীন সময়েই আগ্রহী সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাথমিক তালিকা/ বাছাই (Pre-Qualification) সম্পন্ন করে রাখা যেতে পারে।

৩.২.৫। প্রকল্প এলাকাভিত্তিক সংশোধিত ব্যয় বিভাজন

সারণি ৩.১২ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক সংশোধিত ব্যয় বিভাজন

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	প্রকল্পের প্রধান আইটেমসমূহ/অঙ্গ (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	ঢাকা	ঢাকা	মাইক্রোবাস ০২টি	৭৫.০০
			মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ০১টি	৬০.০০
			আসবাবপত্র ক্রয়	১৫.০০
			ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব	৭৮৯.৮৫
			এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার	৪.৯৬
			১১৮ জন দুদক কর্মকর্তার বিদেশ প্রশিক্ষণ	৫৫৪.০০
			২০৮৫ জন দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারীর অভ্যান্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৪৪.৫৯
			৩২৫০ জন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ	৮৯.৫২
			৩৫০টি ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ৬৬টি, প্রিন্টার ৫০টি, স্ক্যানার ২০৫টি ক্রয়	৩৬১.৫০
			ফটোকপি মেশিন ০৭টি	২৯.৪৫
			ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০৯টি, রাউটার	৪.২৫
			আইডি কার্ড প্রিন্টার এবং আইডি কার্ড ক্রয়	৪.০০
			বারকোড প্রিন্টার এবং স্ক্যানার	৫.০০
			অনলাইন ইউপিএস ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	৫.০০
			২০টি এক্সেস কন্ট্রোল ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	৫.০০

			৬৫ টি সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই সিস্টেম (এক্সস পয়েন্ট-পিওই)	১৮.৫০
			ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	৩০০.০০
২.	ঢাকা	টাঙ্গাইল	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
৩.	ঢাকা	ফরিদপুর	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
৫.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
৬.	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
৭.	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
৮.	চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
৯.	রাজশাহী	রাজশাহী	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
১০.	রাজশাহী	বগুড়া	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১১.	রাজশাহী	পাবনা	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১২.	রাজশাহী	রংপুর	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
১৩.	রাজশাহী	দিনাজপুর	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১৪.	খুলনা	খুলনা	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
১৫.	খুলনা	যশোর	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১৬.	খুলনা	কুষ্টিয়া	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১৭.	বরিশাল	বরিশাল	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
১৮.	বরিশাল	পটুয়াখালী	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫
১৯.	সিলেট	সিলেট	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০২টি, রাউটার	২.৫০
২০.	সিলেট	হবিগঞ্জ	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন ০১টি, রাউটার	১.২৫

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার বাইরে শুধুমাত্র ১-২টি করে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.২.৬। বিদেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল

দুদক কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল:

সারণি ৩.১৩ বিদেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত কোর্সের মডিউলের নাম
১.	আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্নীতি পরিচালনার ধরণ
২.	দুর্নীতি বিরোধী ফেলোশিপ কোর্স
৩.	দুর্নীতি বিরোধী কৌশল পরিচালনার জন্য নির্বাহী সার্টিফিকেট কোর্স
৪.	এন্ট্রি মানিলন্ডারিং/কাউন্টার টেরোরিস্ট অর্থায়ন তদন্ত
৫.	দুর্নীতির ফৌজদারি বিচারের প্রতিক্রিয়া
৬.	দুর্নীতির সনাক্তকরণ, তদন্ত, প্রতিরোধ ও কমিউনিটি শিক্ষা
৭.	দুর্নীতি বিরোধী নীতি
৮.	সততা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রচার করা
৯.	দুর্নীতি, আর্থিক অপরাধ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম
১০.	চুরিকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য তদন্ত কৌশল
১১.	এমএলআর এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের উপর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
১২.	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং দুর্নীতির তদন্ত
১৩.	দুর্নীতি ও আর্থিক অপরাধ তদন্ত এবং অভিশংসনের উপর অগ্রিম প্রশিক্ষণ
১৪.	চুরি সম্পদ পুনরুদ্ধার
১৫.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
১৬.	ই-গভর্ন্যান্স
১৭.	সাইবার অপরাধের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং
১৮.	ব্যাংক ব্যবস্থাপনার দুর্নীতি

১৯.	সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি
২০.	অফিস ব্যবস্থাপনা এবং অটোমেশন সিস্টেম
২১.	জালিয়াতি এবং ফরেনসিক তদন্ত কৌশল নিরীক্ষণ
২২.	বৈষম্যমূলক সম্পদ এবং ফাঁদ মামলার তদন্ত

৩.২.৭। শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত শিক্ষা উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল, খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা এবং পার্স) দুদকের সকল জেলা কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

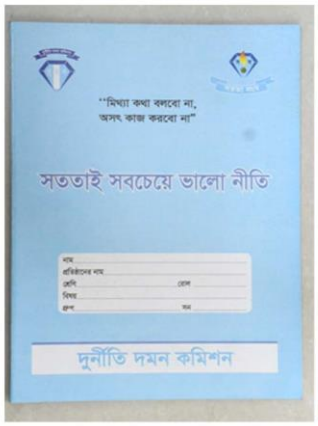

খাতা বিতরণ

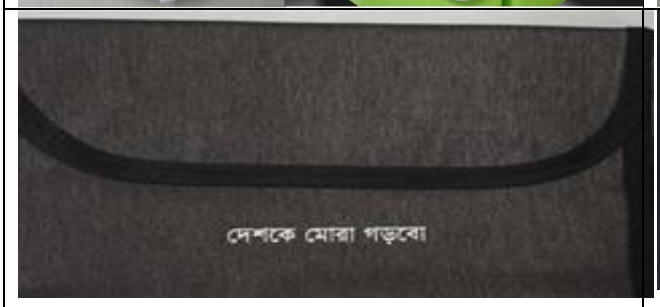

স্থির চিত্র ৩.১ শিক্ষা উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল, খাতা, জ্যামিতি বক্স, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা এবং পার্স)

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত শিক্ষা উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা এবং পার্স) দুদকের সকল জেলা কার্যালয়ে ৩০/০৩/২০২২ তারিখের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ এখন পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ১.৩৫ কোটি টাকা। এ খাতে মোট প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১.৪১ কোটি টাকা।

৩.২.৮। গবেষণা ব্যয় প্রাক্কলন

সারণি ৩.১৪ গবেষণা ব্যয়

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	সময়কাল	পরিমাণ/ সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (টাকা)
১.	গণশুনানির কার্যকারিতা মূল্যায়ন	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত	একটি	১০,০০,০০০
২.	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়ের উপর গবেষণা	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে	ঐ	একটি	১০,০০,০০০
৩.	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়ের উপর গবেষণা	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে	ঐ	একটি	১০,০০,০০০

গবেষণা খাতে এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়নি। গণশুনানির কার্যকারিতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কাজের পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলমান আছে।

৩.২.৯। প্রশিক্ষণ শাখার জন্য প্রাক্কলন

সারণি ৩.১৫ প্রশিক্ষণ শাখার জন্য প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট টাকা
১.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়	১,৪১,০০,২০০.০০
২.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়	৬১,৩০,৩৬৫.০০
৩.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়	৫,০০,০০,০০০.০০
৪.	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের দেশে উপবৃত্তি/বৃত্তি'র	২০,০০,০০০.০০
	দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বিদেশে উপবৃত্তি/বৃত্তি'র	১,৪০,০০,০০০.০০
৫.	সরঞ্জামাদি	১৪,৫০,৫০০.০০
	মোট:	৮,৭৬,৮১,০৬৫.০০

দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২০২০ এবং ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির কারণে বন্ধ ছিলো। বর্তমানে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের জন্য কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষনের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনার বন্ধ থাকা দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষনের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন কার্যালয়ে ইতোমধ্যে কম্পিউটার ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার ও স্ক্যানার সরবরাহ করা হয়েছে। যা বর্তমানে সচল আছে।

দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল:

সারণি ৩.১৬ দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত কোর্সের মডিউলের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	মোট ব্যাচের সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষকগণের সংখ্যা
১.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৫দিন	৩	৪০	৪০×৩=১২০	২৫
২.	অফিস ব্যবস্থাপনা ও অটোমেশন					
৩.	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ					
উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কোর্সে সহযোগীতার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের ৭ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।						

দুদক কর্মচারীদরে দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল:

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত কোর্সের মডিউলের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	মোট ব্যাচের সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষকগণের সংখ্যা
১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	সর্বোচ্চ ৫দিন	কম-বেশি ১৫	সর্বোচ্চ ৩০	কম-বেশি ৩০×১৫=৪৫০	সর্বোচ্চ ২৫
২	অফিস ব্যবস্থাপনা ও অটোমেশন					
৩	কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ					
উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কোর্সে সহযোগীতার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের ৭ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।						

দুদক কর্মচারীদরে দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল:

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত কোর্সের মডিউলের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	মোট ব্যাচের সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষকগণের সংখ্যা
১	দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে গতিশীলকরণ	১ দিন	৬৫	৫০	৫০×৬৫=৩২৫০	৩

বি:দ্র: প্রশিক্ষণ কোর্সে সহযোগিতার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োজিত থাকবেন।

৩.২.১০। আইসিটি শাখার বাজেট প্রাক্কলন

সারণি ৩.১৭ আইসিটি শাখার বাজেট প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য সফটওয়্যার বাস্তবায়নের নিমিত্ত আনুমানিক ব্যয়	৬০০
২.	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের ক্রয়ের আনুমানিক ব্যয়	৩৫৩
৩.	জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ে Local Area Network (LAN) স্থাপনের মালামাল এবং অন্যান্য সার্ভিসের জন্য আনুমানিক ব্যয়	১৬৮
৪.	ভিডিও নজরদারির জন্য আনুমানিক ব্যয়	৪৫
৫.	ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এর জন্য আনুমানিক ব্যয়	৫
৬.	ডিজটিাল ফরেনসিক (Digital Forensic) ল্যাব (ডিজিটাল যন্ত্র বা মোবাইলে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ডাটা রিকভারি বা সংশ্লিষ্ট তদন্ত) এর জন্য আনুমানিক ব্যয়)	৭৮৯
৭.	ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	৩০০
৮.	প্রশিক্ষণ এর জন্য আনুমানিক ব্যয়	৫৫
৯.	পরামর্শক (Consultant)এর জন্য আনুমানিক ব্যয়	৩৭
১০.	শিক্ষা সফর এর জন্য আনুমানিক ব্যয়	৪২
১১.	অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৩৭
	মোট	২,৪৩৩

কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের জন্য আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা

সারণি ৩.১৮ কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের জন্য আনুমানিক ব্যয়

ক্রমিক নং	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিমাণ	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস	১৫০+১৫০	৭৬
২.	এন্টি ভাইরাস সফটওয়্যার	৭৮০টি	৪
৩.	ল্যাপটপ	৫৭	৮২
	নেটওয়ার্ক প্রিন্টার	৫০	
	স্ক্যানার (লিগ্যাল ২৫ এবং A4 ১৭৫)	২০০	
৪.	ডেস্কটপ কম্পিউটার	২০০	১৯০
		সর্বমোট ব্যয়	৩৫৩

৩.২.১১। ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

ক্রয় কেস স্টাডি ১:

১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ: দুর্নীতি দমন কমিশন

২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্নীতি দমন কমিশন

৩) দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Procurement of Digital Forensic Lab and Related Services for Anti-Corruption Commission (ACC)

৪) বাজেট অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ (আরডিপিপি): ৮,০০,০০,০০০/- টাকা

৫) ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ: ০২/০২/২০২০

৬) দরপত্র দলিল প্রস্তুত ও অনুমোদনের তারিখ: ০৪/০৩/২০২০

৭) দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম ও তারিখ: দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং ডেইলি নিউ এজ

৮) দরপত্র সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে কি-না: হয়েছে (স্মারক নং-দুদক/প্রকল্প/শক্তিশালীকরণ/ কম্পিউটার সফটওয়্যার/১৪-২০১৯/১১৭৮৭(৪) তারিখ: ১৯/০৩/২০২০)।

৯) সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ: ১৯/০৩/২০২০

১০) দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: - প্রযোজ্য নয়

১১) দরপত্র বিক্রয়ের প্রথম তারিখ: ২২/০৩/২০২০

১২) দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়: ০২/০৬/২০২০; ১৭:০০ ঘটিকা

১৩) দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়: ০৩/০৬/২০২০; ১১:০০ ঘটিকা

১৪) দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়: ০৩/০৬/২০২০; ১১.৩০ ঘটিকা

১৫) প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ও নাম: ০২টি

(1) Sterling Multi Technologies Ltd

(2) Dynamic Solutions

১৬) দরপত্র মূল্যায়ান কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা (দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন সম্পর্কিত তথ্য সংযুক্ত করুন): ০৭(সাত)জন

১৭) রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ও নাম: ০২টি

(1) Sterling Multi Technologies Ltd

(2) Dynamic Solutions

১৮) দরপত্র কমিটিতে বহির্সদস্য কতজন আছেন: ০২(দুই)জন

১৯) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ/তারিখসমূহ: ২৮/০৬/২০২০, ১৫/০৭/২০২০ এবং ২৩/০৭/২০২০

২০) দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ: ২৬/০৭/২০২০

২১) প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ (প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত করুন): ১২/০৮/২০২০

২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও তার বিস্তারিত বিবরণ: মাননীয় চেয়ারম্যান

২৩) চূড়ান্ত নির্বাচিত দরদাতার নাম: Dynamic Solutions

২৪) Notification of Award প্রদানের তারিখ: ১৩/০৮/২০২০

২৫) NOA এর সম্মতি প্রদানের তারিখ: ১৩/০৮/২০২০

২৬) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ১৬/০৮/২০২০

২৭) মোট চুক্তি মূল্য: ৭,৮৯,৮৫,০০০/-

২৮) কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ: ১৩/০৮/২০২০

২৯) কাজ শুরুর তারিখ: ১০/০৯/২০২০

৩০) কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ: ১০/১১/২০২০

৩১) শুরু হতে দাবীকৃত ও প্রদানকৃত বিল সম্পর্কিত তথ্য:

তারিখ	দাবীকৃত বিল (টাকায়)	তারিখ	প্রদানকৃত বিল (টাকায়)
১৫/১১/২০২০	১,১৮,৪৭,৭৫০	ডিসেম্বর, ২০২০	১,০৩,৬৬,৭৮১
২২/০২/২০২১	২,৬৬,৪৪,৭৫০	মার্চ, ২০২১	২,৩৩,১৪,১৫৬
মোট:	**৩,৮৪,৯২,৫০০**		**৩,৩৬,৮০,৯৩৭**

পর্যালোচনাঃ

দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের সরঞ্জামাদি গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গত ১২/১১/২০২০ ল্যাবের সকল সরঞ্জামাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০(দশ)জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ০৬(ছয়)জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শীঘ্রই শেষ হবে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ১৯/০৩/২০২০

সালে পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা ছিলো মাত্র দুইটি। প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা বিবেচনায় পুনরায় দরপত্র আহবান করা সমীচীন ছিলো। চুক্তি মোতাবেক মোট মূল্য হচ্ছে ৭৮৯.৮৫ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে ৩৮৪.৯২ লক্ষ টাকা দাবীকৃত বিলের অংশ হিসেবে ৩৩৬.৮০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

ক্রয় কেস স্টাডি ২:

১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ: দুর্নীতি দমন কমিশন
২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্নীতি দমন কমিশন
৩) দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Procurement of Questioned Documents and Currency Examination System and Related Services
৪) বাজেট অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ (আরডিপিপি): ৩,০০,০০,০০০/- টাকা
৫) ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ: ১০/০৮/২০২১
৬) দরপত্র দলিল প্রস্তুত ও অনুমোদনের তারিখ: ০৪/১০/২০২১
৭) দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম ও তারিখ: দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং ডেইলি নিউ এজ
৮) দরপত্র সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে কি-না:
৯) সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ:
১০) দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:
১১) দরপত্র বিক্রয়ের প্রথম তারিখ: ১০/১০/২০২১
১২) দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়: ০২/১১/২০২১; ১৭:০০ ঘটিকা
১৩) দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়: ০৩/১১/২০২১; ১১:০০ ঘটিকা
১৪) দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়: ০৩/১১/২০২১; ১১:৩০ ঘটিকা
১৫) প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ও নাম: ০৩টি

(1) Sterling Multi Technologies Ltd
(2) Bangladesh Science House
(3) Austin Ventures Ltd.

১৬) দরপত্র মূল্যায়ান কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা (দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন সম্পর্কিত তথ্য সংযুক্ত করুন): ০৭(সাত)জন
১৭) রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ও নাম: ০১টি

(1) Sterling Multi Technologies Ltd

১৮) দরপত্র কমিটিতে বহির্সদস্য কতজন আছেন: ০২(দুই)জন
১৯) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ/তারিখসমূহ: ২১/১১/২০২১
২০) দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ: ২২/১১/২০২১
২১) প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ (প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত করুন): ০৭/১২/২০২১
২২) মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ও তার বিস্তারিত বিবরণ: মাননীয় চেয়ারম্যান
২৩) চূড়ান্ত নির্বাচিত দরদাতার নাম: Sterling Multi Technologies Ltd
২৪) Notification of Award প্রদানের তারিখ: ১৩/১২/২০২১
২৫) NOA এর সম্মতি প্রদানের তারিখ: ১৯/১২/২০২১
২৬) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ০৪/০১/২০২২
২৭) মোট চুক্তি মূল্য: ২,৮৩,৪০,০০০/-
২৮) কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ: ১৩/১২/২০২১
২৯) কাজ শুরুর তারিখ: ০৪/০১/২০২২
৩০) কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ: ০১/০৩/২০২২

পর্যালোচনাঃ

দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য ক্রয়কৃত ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গত ০৮/০৩/২০২২ তারিখ বুঝে নেয়া হয়েছে। ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০(দশ)জন কর্মকর্তাকে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল দাখিল করা হয়েছে, যা বর্তমানে কমিশনের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২.১২। দুদকের সকল কার্যালয়ে Local Area Network (LAN) স্থাপনের মালামাল এবং অন্যান্য সার্ভিসের জন্য আনুমানিক ব্যয়:

LAN স্থাপনের মালামাল এবং অন্যান্য সার্ভিসের জন্য আনুমানিক ব্যয়

আইটেম নং	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৩.১	দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিসসমূহে আইপি নেটওয়ার্ক Local Area Network (LAN) স্থাপন (প্রধান কার্যালয়, ০৮ বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২২-জেলা কার্যালয়) Active part: HO Router-1 Nos Internet Firewall-1 Nos Core/ Distribution switch -1 Nos. Branch Router-22 Nos. Access Switch-37 Nos HO single-mode Module-30 Nos. Branch Copper Module- 22 Nos Passive Part: CAT6 UTP Cable, LSZH-40 Box 24 port patch panel-unloaded -37 Unit Wire Manager for copper cable -37 Unit CAT6 Information Outlet -1344 Unit CAT6 Patch Cord -1M -672 Unit CAT6 Patch cord-3M -672 Unit Single port Face Plate -672 Unit 12U wall- mount Rack -22 Unit 1200 VA UPS -22 NOS. MK Box -672 Unit Pvc Channel/Piper/Flexble as required -1 lot. Accessories As required -1Lot. UTP node Installation -672 Node Electrical Point -22 point – Network ladder for server room -72 Fect. Server room Re-arrangement -1 lot. বিদ্যামান Local Area Network (LAN) এর আধুনিকায়ন- নতুন নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা, ৭/৮ বছরের পুরানো Router, Switch, তার পুনঃ স্থাপন করা	১৬৮

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের কাজ বর্তমানে বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২২টি জেলা কার্যালয়ে চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য আনুমানিক ব্যয়

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিমাণ	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
আঙ্গুলের ছাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল হাজিরা এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	২০	৫

ডিজিটাল ফরেনসিক (Digital Forensic) ল্যাব (ডিজিটাল যন্ত্র বা মোবাইলে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ডাটা রিকভারি):

নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন	অনুসন্ধান ও তদন্তের সময় কোনো সন্দেহজনক জব্দকৃত ডাটার উপর কম্পিউটার ফরেনসিক, নেটওয়ার্ক ফরেনসিক, ফরেনসিক ডাটা নিয়ে গবেষণা এবং মোবাইল ডাটা নিয়ে গবেষণা।	৭৮৯

	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং একটি আধুনিক ল্যাবের জন্য ব্যয়	

ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে নিয়মিত সঠিক ডকুমেন্ট/ ইস্যুকৃত ব্যাংক চেক বা চেক/ ডকুমেন্ট বা এ সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সঠিকতা যাচাইকরণ	৩০০

ইতোমধ্যে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ছে। ইতোমধ্যে ল্যাব দুটির যন্ত্রপাতির স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিবেচনায় এই দুটি ল্যাবের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ও স্পেসিফিকেশন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে দুদক কর্মকর্তারা অপারাগতা প্রকাশ করেন। তাই এই দুটি ল্যাবের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের যন্ত্রপাতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.১৩। আইপি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (ভিডিও নজরদারির জন্য আনুমানিক ব্যয়)

আইটেম নং	নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪.১	আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিও নজরদারি সিস্টেম	কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল কার্যালয় আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিও নজরদারি সিস্টেম স্থাপন Surveillance Management system-1 Nos. Intelligent Network Video Management Software (INVMS)- 1Nos. HD 4MP IR vari-Focal Bullet Network Camera-90 Nos. Network video recorder-3 Nos. Installation and commissioning of all IP Cameras, NVR, Network Cabling, Electrical Cabling, Network connectivity, Networks design, documentation, UAT across ACC offices.	৪৫

আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিও নজরদারি সিস্টেম এখন পর্যন্ত ক্রয় করা হয়নি। এ খাতে তাই মার্চ ২০২২ সাল নাগাদ কোন ব্যয় নির্বাহ করা হয়নি।

৩.২.১৪। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রমসমূহ

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের উপর সার্বক্ষনিক নজর রাখাসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দক্ষতার উন্নয়ন; দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ; সরকারি চাকুরী ও জনসাধারণকে দুর্নীতির কারণ ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং সরকারি চাকুরীজীবীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম।

সারণি ৩.২০ বিভাগভিত্তিক মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা

বিভাগের নাম	মহানগর দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	উপজেরা দুপ্রক	মোট দুপ্রক
ঢাকা	০৮	১৩	৭৪	৯৫
চট্টগ্রাম	০১	১০	৯৩	১০৪
রাজশাহী		০৮	৫৯	৬৭
খুলনা		১০	৫০	৬০
বরিশাল		০৬	৩৬	৪২

বিভাগের নাম	মহানগর দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	উপজেরা দুপ্রক	মোট দুপ্রক
সিলেট		০৪	৩৬	৪০
রংপুর		০৮	৫০	৫৮
ময়মনসিংহ		০৩	৩৩	৩৬
সর্বমোট=	৯	৬২	৪৩১	৫০২

সারণি ৩.২১ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের কার্যক্রম

বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানববন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা ও ময়মনসিংহ	১,০৮৪	৮৭	৮০	২৩২	১৮৮	৫০	৫১	৩৯২	৮৭৫
চট্টগ্রাম	২০৫	৬	৫৫	১৮৬	১২৯	১৮	০৯	৫০	৩৯
রাজশাহী ও রংপুর	৬৪৪	৯৬	৯২	২৬৩	২২৭	১৭	৩৮	২০৮	২২০
খুলনা	৪৫১	৫৩	২৫	১১০	৯৭	০৮	০৩	১৫	৪৫৫
বরিশাল	১৪৮	১৬	১৩	৮৩	৬৬	০৮	১০	৪৭	২৭
সিলেট	৮২	২১	১৯	৪৬	২৯	-	-	৪০	-
সর্বমোট =	**২,৬১৪**	**৩২৯**	**২৮৪**	**৯২০**	**৭৩৬**	**১০১**	**১১১**	**৭৫৩**	**১,৬১৬**

প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক প্যাকেজে প্রায় ৩,২৫০টি পাটের ব্যাগ ক্রয় করা হয়েছে/ হবে। উল্লেখ্য যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ বিভাগীয় পরিচালক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সজেকার উপপরিচালকের সাথে আলোচনাক্রমে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সজেকার উপপরিচালকের সাথে আলোচনাক্রমে মহানগর/ জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে হয়ে থাকে।

৩.২.১৫। সততা সংঘের কার্যক্রমসমূহ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

'সততা সংঘ' -তরুণদের দুর্নীতি-বিরোধী মঞ্চ। 'সততা সংঘ' হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধকে গ্রোথিত করার মানসে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দিবে আজকের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। তাই তাদের নৈতিকতা ও সততা হতে হবে সমাজের কালোত্তীর্ণ নীতি ও প্রথার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দুর্নীতি দমন কমিশন 'সততাই সর্বোত্তম নীতি'- এই আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব-স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে 'সততা সংঘ' এর সদস্যরা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে জড়িত হবে না।

প্রতিটি সততা সংঘ - এ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সাধারণ সদস্য হবেন। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর /জেলা/ উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হবেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ' শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে কমিশন সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা, জেলা ও শহরগুলোতে মানববন্ধন, পদযাত্রা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক, কার্টুন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বহুমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন এর সীমিত সামর্থে সততা সংঘের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ যেমন খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, ইত্যাদি প্রদান করে আসছে। আগামী প্রজন্ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

কমিশন বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এর সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে তাদের সাথে যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুপ্রেরণায় গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সততা সংঘ' এর সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতিবিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও সুশাসন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সততা সংঘের অধিকাংশ কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

সারণি ৩.২২ বিভাগ ভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
ঢাকা	৪,৭১৮টি
ময়মনসিংহ	১,৮৪৯ টি
চট্টগ্রাম	৪,৫১৭টি
রাজশাহী	৪,০৬৮টি
রংপুর	৪,১৮৫টি
খুলনা	৪,২২০টি
বরিশাল	২,৮২৫টি
সিলেট	১,২৪৭টি
সর্বমোট=	২৭,৬২৯ টি

সারণি ৩.২৩ সততা সংঘসমূহের কার্যক্রম

বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানববন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা ও ময়মনসিংহ	১,৯১২	৯৯	৯৯	৪৩৯	৩৯০	১২৬	৫৫	৪৭৬	২৬২
চট্টগ্রাম	১৩২	৪৪	৪২	১৩০	১০০	১০	০৬	৪৪	০৯
রাজশাহী ও রংপুর	১,১২০	৫৫	২৯	১৯৯	১৯৭	০৪	০৩	৬৩	৮৬
খুলনা	২৯৬	৫৩	২৫	৯৭	৯৩	০৭	০৩	৬০	৩৩১
বরিশাল	১৭৭	১৮	০৭	৮৩	৪৪	০৮	১৩	৩০	১৭
সিলেট	৭৭	১৭	১৬	৪২	২৬	-	-	৪৪	-
সর্বমোট =	৩,৭১৪	২৮৬	২১৮	৯৯০	৮৫০	১৫৫	৮০	৭১৭	৭০৫

সারণি ৩.২৪ সততা স্টোরের সংখ্যা

বিভাগের নাম	সততা স্টোরের সংখ্যা
ঢাকা	১,০৬৪ টি
চট্টগ্রাম	৯১২টি
রাজশাহী	৫৪৯টি
খুলনা	১,৩৬৫টি
বরিশাল	৪৩৭টি
সিলেট	৪৭৪টি
রংপুর	৭৩০টি
ময়মনসিংহ	২২৫টি
সর্বমোট=	৫,৭৫৬টি

সারণি ৩.২৫ সততা সংঘের সমাবেশ

সমাবেশের ব্যপ্তি	১ (এক) দিন
উপজেলার সংখ্যা	৪৯৫টি
সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সততা সংঘের সদস্যদের সংখ্যা	৯৯০ জন (৪৯৫×২)
সমাবেশে আয়োজনের জন্য অংশগ্রহণকারী দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	২০০ জন (২৫×৮)
সমাবেশে মোট অংশগ্রণকারী জন্য ব্যয় (সর্বসাকুল্যে ৪,০০০.০০ টাকা করে)	১১৯০ জন (৯৯০+২০০)
১টি সমাবেশে অংশগ্রহণকারীর জন্য ব্যয় (সর্বসাকুল্যে ৪,০০০.০০ টাকা করে)	৪৭,৬০,০০০.০০ টাকা (১১৯০×৪,০০০)
ভেন্যু ভাড়া (৮টি বিভাগের জন্য)	২৪০,০০০.০০ টাকা (৩০,০০০×৮)
৮টি বিভাগে ১টি করে অথবা দেশব্যাপী ১টি সমাবেশে সর্বমোট ব্যয়	৫০,০০,০০০.০০ টাকা (৪৭,৬০,০০০+২৪০,০০০)
৮টি বিভাগে ২টি করে অথবা দেশব্যাপী ২টি সমাবেশের জন্য সর্বমোট ব্যয়	১,০০,০০,০০০.০০ টাকা (৫০,০০,০০০×২)

সততা সংঘের সমাবেশ বাবদ মার্চ ২০২২ সাল নাগাদ প্রকল্পের আওতায় কোন ব্যয় নির্বাহ করা হয়নি। মূলত করোনা পরিস্থিতির কারণে সততা সংঘের সমাবেশ কার্যক্রম স্থাগিত রাখা হয়েছিল।

পুরস্কারের বিবরণ:

সততা সংঘের অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র/ছত্রীদের সংখ্যা	৪৯৫×২=৯৯০ জন (প্রতি উপজেলা হতে দুই জন করে)
মাসিক পুরস্কার	১,০০০ টাকা
প্রতি মাসে পুরস্কারের পরিমাণ	১,০০০×৯৯০=৯,৯০,০০০ টাকা
৩০ মাসে পুরস্কারের পরিমাণ	৯,৯০,০০০×৩০=২,৯৭,০০,০০০ টাকা

সততা সংঘের অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সর্বমোট বরাদ্দ আছে ২৯৭ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে ৫৬.০৪ লক্ষ টাকা। অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা উপজেলা হতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সুপারিশক্রমে দুদকের প্রতিরোধ শাখায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৩২.১৬। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় কর্মকর্তাদের জানান যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন- ২০০৪ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণে বর্তমান কমিশন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দুদকের অভিযোগকেন্দ্রের হটলাইন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, গোয়েন্দা ইউনিট, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, সততা স্টোর, প্রাতিষ্ঠানিক টিমের প্রতিবেদন প্রণয়ন, গণশুনানি - এমন অনেক কার্যক্রম দুদক বাস্তবায়ন করছে।

কর্মকর্তারা বলেন, দুদক এখন সর্বমহলে পরিচিত এবং প্রশংসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দুদকে কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি, ছাড় দেওয়া হবেও না। নিরপরাধ কাউকে জোর করে আসামি করা হবে না, আবার কোনো অপরাধীকেও ছাড় দেওয়া হবে না। অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তে আমরা শতভাগ নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকি।

উদারহণ হিসেবে বলা যায়, ক্যাসিনোকাণ্ডে ইতোমধ্যে ২৩টির মতো মামলা দায়ের হয়েছে। একইভাবে ১০টি মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে। এসব মামলায় সম্পৃক্ত অবৈধ সম্পদও জব্দ করা হয়েছে। বেশকিছু আসামি গ্রেফতার হয়েছেন। কাউকে কাউকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে আইনের নিখুঁত প্রয়োগ হয়েছে। কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি, ছাড় দেওয়া হবেও না। নিরপরাধ কাউকে জোর করে আসামি করা হবে না, আবার কোনো অপরাধীকেও ছাড় দেওয়া হবে না। অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তে দুদকের কর্মকর্তারা শতভাগ নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না বা করবেও না বলে উল্লেখ করেন।

অনেক বড় বড় কেলেঙ্কারি ও অর্থপাচার চক্রের হোতাদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান চলমান থাকলেও আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তারা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ অনুসন্ধানের আগেই হয়তো অপরাধীরা পালিয়ে যায়। এসব অপরাধী দেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই থাকুক, দুদক তাদের তাড়া করবে এবং করছে। আইনের কাছে তাদের সোপর্দ করা হবে। দুদকের মামলার যেসব আসামি বিদেশে পালিয়েছে, তাদের দেশে এনে শাস্তির ব্যবস্থার জন্য দুদক চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ। এসব অপরাধীকে আইনি কাঠামোয় আনার জন্য আন্তর্জাতিক আইনি পরিকাঠামো রয়েছে। বিদেশে পালিয়ে থেকেও অপরাধীরা পার পাবে বলে মনে হয় না।

দুর্নীতি করে পার পাওয়া যাবে- এই ধারণাগত অপসংস্কৃতি ভাঙতে বর্তমান কমিশন কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। দুদক কর্মকর্তারা জানান যে, 'আমরা স্বাধীনভাবে বিবেক দ্বারা চালিত হই। কারও প্রতি রাগ-বিরাগ আমাদের কর্মপ্রক্রিয়ায় নেই।' দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া শাণিত করতে যুগোপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হয়। আগামীতেও কমিশন তাদের কর্মপ্রক্রিয়া আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। কারণ, দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, কমিশনকেও সমভাবে কৌশলী হতে হচ্ছে। আর তাই উন্নত প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন সেক্টর সম্পর্কে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই।

দুদক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনগতভাবেই শক্তিশালী। তবে দুদককেও একটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রক্রিয়াগত কারণেই দুদকের অনুসন্ধান বা তদন্ত প্রক্রিয়ায় সময়ের একটি বিষয় সামনে আসে। দুদকের অনুসন্ধান বা তদন্ত একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। দুদকের কর্মকর্তা সব সময় চেষ্টা করেন দ্রুততম সময়ে অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে। দুদকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার বিষয়টি দুদক বিধি, ২০০৭ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এই বিধি অনুসারে দুদক কর্মকর্তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। দুদক তার কর্মকর্তাদের বিষয়ে দুর্নীতির বিষয়ে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতিতে বিশ্বাস করে। অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সফটওয়্যার চালু করা সম্ভব হলে দুদকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার আরও বেশী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া দুদকের করা মামলায় সাজার হার একসময় ছিল মাত্র ৩৭ শতাংশ, বর্তমানে তা ৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থপাচারের মামলায় সাজার হার ১০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থপাচারকারীরা আইনি জালে আবদ্ধ হবে। আজ হোক বা কাল পাচার করা অর্থ দেশে ফিরে আসবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা- ২০০৮ অনুসরণ করেই কর্মকর্তাদের ডেপুটেশনে আনা হয়। তাদের অনেকে কর্মকালে দক্ষতার পরিচয়ও দেন। আবার যিনি কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন না, তাকে কমিশনও দ্রুত মাতৃসংস্থায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এটা প্রশাসনিক ও প্রচলিত প্রক্রিয়া। ডেপুটেশনে যারা আসবেন তারা যদি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তারাও দেশকে অনেক কিছু দিতে পারেন। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। দুদকের নিজস্ব জনবলকে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করার লক্ষেই এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দুদকে এমন কোনো কর্মকর্তা পাবেন না, যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে দুদকের নিজস্ব জনবলকে অধিকতর দক্ষ ও সক্ষম জনবলে পরিণত করা হচ্ছে।

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অটোমেশনের কাজ ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, ইনভেন্টরি বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আমার জানা মতে, এই ল্যাব স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুদকের নিজস্ব ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন হবে। এটি হলে দুদকের তদন্ত ও অনুসন্ধানে ডিজিটাল উপাত্ত সংগ্রহ সহজ হবে। ডিজিটাল সাক্ষ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করা যাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে দায়িত্বপালনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ সক্ষমতার স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে সকল কর্মকর্তা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.২.১৭। সততা স্টোর পরিচালনা সংশ্লিষ্টদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন।' অর্থাৎ দুদক আইনের মুখবন্ধে প্রতিরোধ শব্দটিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কার্যাবলিতেও দুর্নীতি প্রতিরোধে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার দায়িত্বও দুদকের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে কার্যকর এনফোর্সমেন্টের পাশাপাশি নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল, শিক্ষা কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো জোরদারকর, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধি ইত্যাদি দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কমিশন দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী নগর-মহানগর ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সমাজের সৎ ও আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা; তরুণ প্রজন্মের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে সততা সংঘ গঠন করে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এছাড়া কমিশনের সৃজনশীল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

সৃজনশীল এবং অভিনব কর্মসূচির অংশ হিসেবে কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠন করছে 'সততা স্টোর'। সততা ও নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের নিজস্ব আত্মিক অনুভূতির বিষয়, যা অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়। তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতা চর্চার বিকাশে দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবহারিকভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছে।

প্রকৃতপক্ষে সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। দুদক এ উদ্দেশ্যেই তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতা বোধকে শাণিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতা জাগ্রত করতে বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' করার উদ্যোগ নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। 'সততা স্টোর' এমন একটি দোকান যেখানে কোনো বিক্রেতা থাকবে না। ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে উল্লেখিত মূল্য বাক্সে রেখে চলে যাবেন। ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করলো কি করলো না এই 'সততা স্টোরে' দেখার কেউ নেই। এখানে ক্রেতার সততা, নিষ্ঠা প্রকাশিত হবে প্রতি মুহূর্তে।

২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিনব এ স্টোর বা দোকান স্থাপন করা হচ্ছে। বিক্রেতা বিহীন এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, চিপস, চকোলেটসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। আবার প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশবাক্স ইত্যাদি সবই রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ক্যাশবাক্সে পণ্যমূল্য পরিশোধ করছে। কমিশন এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৬০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর চালু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সততা স্টোর স্থাপনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নেও সততা স্টোর স্থাপন করা হচ্ছে। আবার স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সততা স্টোর স্থাপন করা হচ্ছে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি সততা স্টোর স্থাপনে দুদক থেকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দেয়া হয়ে থাকে।

সততা অভ্যাস ও চর্চার বিষয়। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততার চর্চা তৈরির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিশন দুর্নীতি দমনের চেয়ে প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী প্রজন্মের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা, দুর্নীতিকে ঘৃণা করার মানসিকতা ও সততার চর্চা তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে চায় কমিশন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে সততা স্টোরের প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করে থাকেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, জেলা-উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক এই স্টোর পরিচালনা করেন। এই স্টোরের পণ্যগুলোর মূল্য বাজার মূল্যের সমান হয়ে থাকে।

সততা স্টোর গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে তৈরি নীতিমালায় বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা সততা স্টোরের প্রবেশের সময় রেজিস্ট্রারে নাম, শ্রেণি ও রোল নম্বর লিখবে। পণ্যের দাম পরিশোধের জন্য সমপরিমাণ খুচরা টাকা দিতে হয়। সততা স্টোরের ভেতরে টেবিলে রাখা সাদা কাগজে যেসব জিনিস কেনা হল, তার তালিকা করে, টাকার পরিমাণ লিখে কাগজটি ও পণ্যের মূল্যবাবদ টাকা খামে ভরে ক্যাশ বাক্সে ফেলতে হয়।

উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও, জেলা-মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কিংবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ে তিন সদস্যের মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। এই কমিটি প্রতিমাসে অন্তত একবার বৈঠক করে দোকানের হিসাব-নিকাশ যাচাই ও ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর তালিকা করে প্রয়োজনীয় অর্থ স্টোর পরিচালনা কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন।

একদিন পরপর সততা স্টোর মনিটর করা হয়, কোন কোন পণ্যের চাহিদা কম-বেশি তা নির্ধারণ করা হয়, নিয়মিত পণ্যাদি ক্রয় করে স্টোরে রাখা হয়ে থাকে, নিয়মিত মজুদ লিপিবদ্ধ ও পরীক্ষা করা হয়, পণ্যের গায়ে মূল্য তালিকা লাগানো হয়, প্রতি সপ্তাহে একবার ক্যাশ বাক্স খুলা হয় এবং একটি মূল্য তালিকা স্টোরের দৃশ্যমান স্থানে টানানো আছে।

স্টোরটি চালু করার সময় প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সততা সম্পর্কে বোঝান। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের লোভ সংবরণ, সত্য, আদর্শবান এবং একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই সততা স্টোরের মূল লক্ষ্য।

৩.২.১৮। সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে নমুনা এলাকা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগের ৮টি জেলাকে তথ্য সংগ্রহের নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগীদের সমীক্ষার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ৩.৪ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

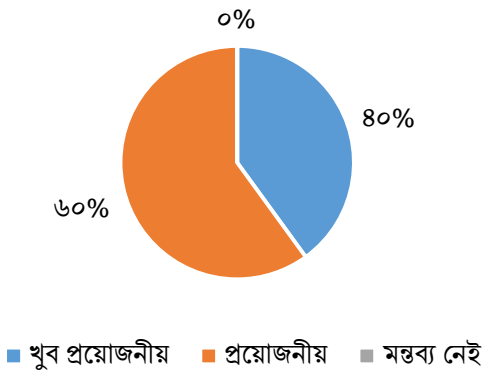

৪০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণ খুব প্রয়োজনীয় ছিল এবং ৬০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় ছিল।

লেখচিত্র ৩.৫ প্রশিক্ষণের সময়কাল

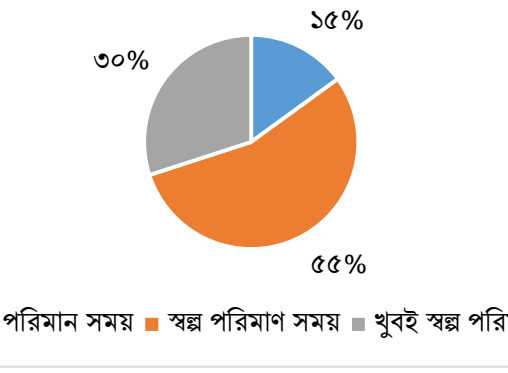

১৫% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণের সময়কাল সঠিক পরিমান ছিল, ৫৫% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণের সময়কাল স্বল্প পরিমাণ ছিল, ৩০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণের সময়কাল খুবই স্বল্প পরিমাণ ছিল।

লেখচিত্র ৩.৬ প্রশিক্ষণের ধারণা এবং বিষয়াদি দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন

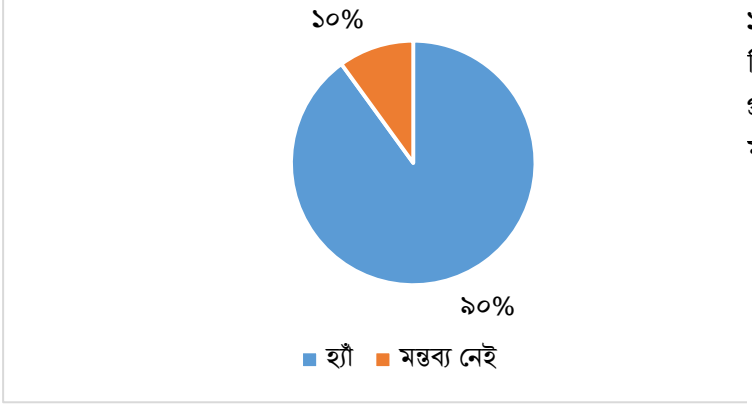

৯০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণের ধারণা এবং বিষয়াদি দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন করা হয়েছে। ১০% উত্তরদাতার প্রশিক্ষণের ধারণা এবং বিষয়াদি দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে কোন মন্তব্য করেন নাই।

লেখচিত্র ৩.৭ প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও মেটেরিয়াল প্রদান

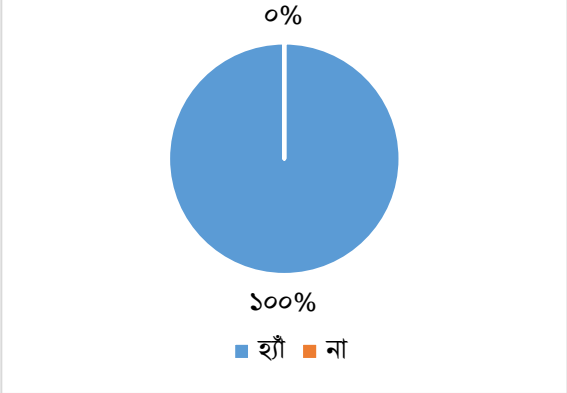

১০০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও ম্যাটেরিয়াল প্রদান করা হয়েছিল।

লেখচিত্র ৩.৮ প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও মেটেরিয়ালের গুণগত মান

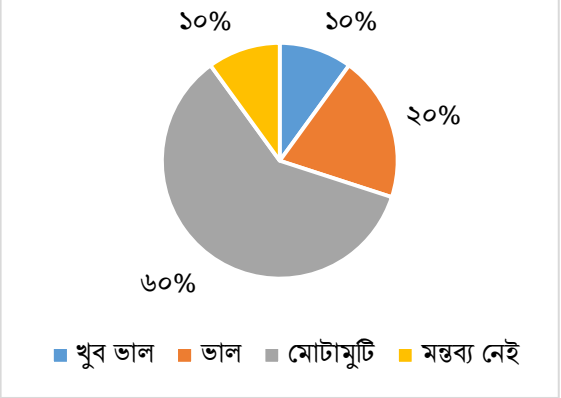

৬০% উত্তরদাতাদের মতে প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও ম্যাটেরিয়াল গুনগত মোটামুটি ভাল

লেখচিত্র ৩.৯ গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব

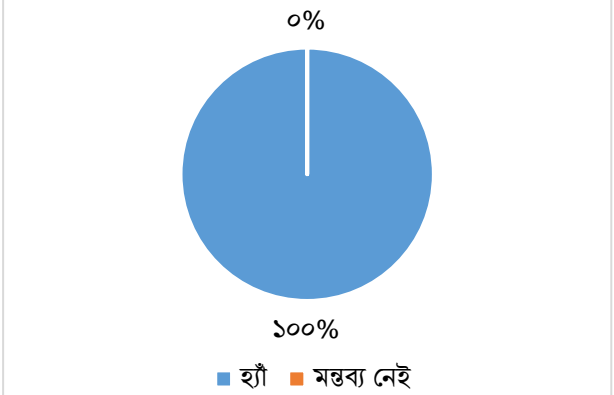

১০০% উত্তরদাতাদের মতে গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

লেখচিত্র ৩.১০ গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা উন্নয়ন

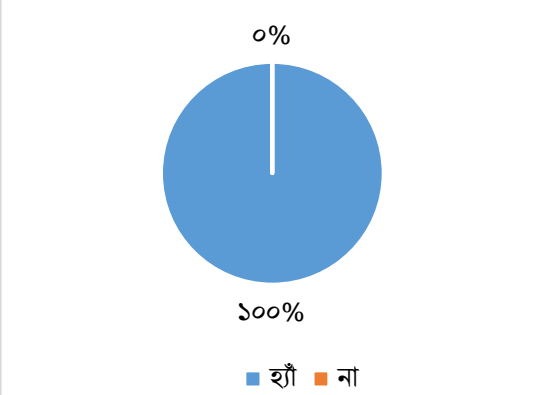

১০০% উত্তরদাতাদের মতে গৃহীত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.১১ প্রশিক্ষণের প্রভাব

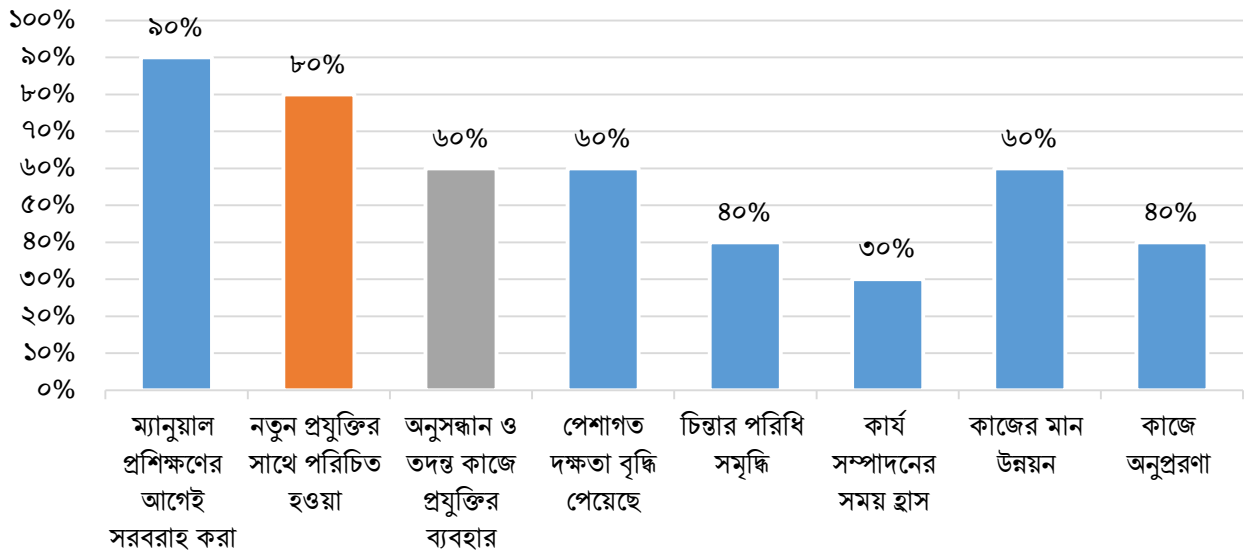

প্রশিক্ষণের প্রভাব হিসেবে ৯০% উত্তরদাতাদের মতে ম্যানুয়াল প্রশিক্ষণের আগেই সরবরাহ করা, ৮০% উত্তরদাতাদের মতে নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া, ৬০% উত্তরদাতাদের মতে অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার, ৬০% উত্তরদাতাদের মতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৪০% উত্তরদাতাদের মতে চিন্তার পরিধি সমৃদ্ধি, ৩০% উত্তরদাতাদের মতে কার্য সম্পাদনের সময় হ্রাস, ৬০% উত্তরদাতাদের মতে কাজের মান উন্নয়ন এবং ৪০% উত্তরদাতাদের মতে কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

লেখচিত্র ৩.১২ প্রশিক্ষণে সমস্যা

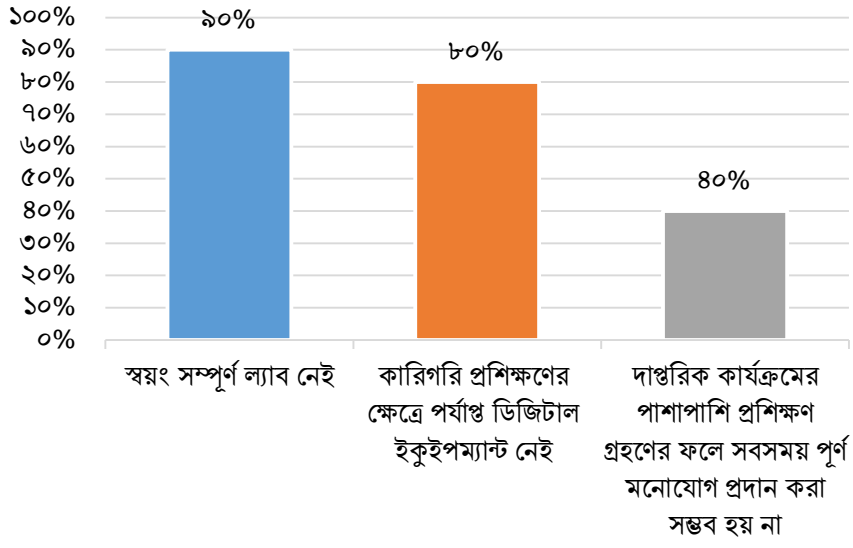

প্রশিক্ষণের সমস্যা হিসেবে ৯০% উত্তরদাতার মতে প্রশিক্ষণের স্বয়ং সম্পূর্ণ ল্যাব নেই, ৮০% উত্তরদাতার কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ডিজিটাল ইকুইপম্যান্ট নেই এবং ৪০% উত্তরদাতার দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সবসময় পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না

৩.৩। উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১। উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তব অবস্থা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তব অবস্থা
কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি;	প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষে একাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত একাধিক প্রশিক্ষণে দুদকের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বাস্তব অবস্থা
	এখানে উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতিতে ২০২০ এবং ২০২১ সালের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়নি।
দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস করা;	দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সততা সংঘের কাছে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, করোনা পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সদস্যদের জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের জন্য পুনরায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাসের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে।
দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য এর প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন করা।	দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য এর প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশনের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। অটোমেশনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজের টেন্ডার সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুসারে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের আওতায় দুদকের ২২টি কার্যালয়ের হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউপিএস স্থাপনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে অঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩.৩.২। লগফ্রেমের আউটপুট অর্জনের অবস্থা

ক) ডিপিপি অনুমোদিতঃ

প্রকল্পটি গত ৩১-৭-২০১৮ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯১৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন লাভ করে। মূল ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন বছর উল্লেখ করা থাকলেও বাস্তবে প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় বছর প্রয়োজন হবে।

খ) পরামর্শক নিযুক্তঃ

প্রকল্পের আওতায় একজন আইটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্ত আইটি পরামর্শক যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তার বর্তমান অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ৩.২৬ আইটি পরামর্শক যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত

SL No	Component Name	Scope	Tasks	Current Status
1	Digital Forensic Lab	Procurement and installation of DFL for ACC	Technical Specification	Completed
			Tender Document Preparation	Completed
			Tender Floated and Vendor Selection	Completed
			Solution Deployment & Acceptance	Completed
2	IP Network	Implementation of common IP network across ACC Offices	Technical Specification	Completed
			Tender Document Preparation	Completed
			Tender Floated and Vendor Selection	Completed
			Solution Deployment & Acceptance	Ongoing
3	CCTV IP Camera	Implementation of Centralsurveillance system for allACC Offices	Technical Specification	Completed
			Tender Document Preparation	Completed
			Tender Floated and Vendor Selection	Not Yet
			Solution Deployment & Acceptance	Not Yet
4	IT Automation	Implementation of	Technical Specification	Completed

SL No	Component Name	Scope	Tasks	Current Status
		Administration, Prevention and IT System(APIS) – 31 modules	ToR Preparation	Completed
			Tender Document Preparation	Completed
			Tender Floated and Vendor Selection	Not Yet
			Solution Deployment & Acceptance	Not Yet
5	Document Forensic	Procurement of Questioned DocumentsAnd Currency Examination System	Technical Specification	Completed
			Tender Document Preparation	Completed
			Tender Floated and Vendor Selection	Completed
			Solution Deployment & Acceptance	Completed

গ) দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

কোভিড-১৯ সংক্রামণ বিস্তারের কারণে প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গ যেমন, দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ, দুদক কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বৃত্তি/মেধাবৃত্তি প্রদান, সততা সংঘের অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সততা promote করার জন্য পুরষ্কার এবং অন্যান্য কয়েকটি অঙ্গের ব্যয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করতে আরও সময় প্রয়োজন হবে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে বলেন যে, প্রশিক্ষণ মডিউল/ম্যানুয়াল প্রশিক্ষণের আগেই সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাঁদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে; অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে; প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তি পর্যায়ে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে; পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে; চিন্তার পরিধি সমৃদ্ধ হয়েছে; কার্য সম্পাদনের সময় হ্রাস হয়েছে; কাজের মান উন্নত হয়েছে; বিশেষ ধরনের কাজ করায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা বেড়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো সম্পর্কে বলেন যে, স্বয়ং সম্পূর্ন ল্যাব না থাকা; কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ডিজিটাল ইকুইপম্যান্ট না থাকা এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সবসময় পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না; এবং ভিন্ন কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে দাপ্তরিক অন্যান্য কাজে জড়িত হওয়ায় মনোযোগ ক্ষুণ্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী করার ব্যপারে কী ধরণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে - প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুদক কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা এ সম্পর্কে বলেন যে, নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা যেতে পারে; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে; ফলো-আপ প্রশিক্ষণ করানো যেতে পারে; অন্য ল্যাবরেটরিকে সংযুক্ত করে ব্যবহারিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করা যেতে পারে; হার্ডওয়ার যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা যেতে পারে; এ ধরনের আরও বিকল্প সফটওয়্যায় ক্রয় করা যেতে পারে; এবং দুদকের একটি নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা যেতে পারে।

ঘ) উপকরণ, পণ্য, যানবাহন সংগ্রহঃ

প্রকল্পের আওতায় দুদকের ২২টি কার্যালয়ের হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউপিএস স্থাপনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ডাটা সেন্টারে মেইন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অর্থ ও জনবলের সাশ্রয় হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিআইডি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হতো, যা এখন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তারা যে কোনো ডিজিটাল বা ডকুমেন্ট ফরেনসিক পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করতে পারবেন। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে।

ঙ) ল্যান, ডাটা সেন্টার, ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠিতঃ

ডিজিটাল আর্কাইভ এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের ৩২টি মডিউলের প্রস্তুতকৃত খসড়া টেন্ডার ডকুমেন্টসহ স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত কমিশনের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মতামত সংগ্রহের কার্যক্রম এবং IPMS সফটওয়্যারের Test Run চলমান আছে। এমতাবস্থায়, দুদকের ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত পূর্বক শীঘ্রই REOI বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। সফটওয়্যারটি সফলভাবে প্রস্তুত এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন পূর্বক চালু করার জন্য কমপক্ষে ২ বছর সময় প্রয়োজন।

দুর্নীতি দমনে কারিগরি প্রকল্প বাংলাদেশে এই প্রথম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিকভাবে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত কাজের আকার, জটিলতা ও সমস্যাসমূহ শুরুতেই কর্মকর্তাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব টার্ন-কী চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সিস্টেমটির সাথে অন্যান্য সিস্টেমের তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা কিভাবে সমাধান করা হবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ নেই।

দীর্ঘ মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ না দেয়ার ফলে সিস্টেম পরিচালনায় ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানির সাথে দুদকের কোন চুক্তি বা সার্ভিস এগ্রিমেন্ট না থাকলে পরবর্তীতে সফটওয়্যার কার্যক্রমটি কিভাবে চলবে এবং জেলা পর্যায়ে কারিগরি কোন সমস্যা হলে সমস্যা সমাধানে তাদের কি ভূমিকা থাকবে তা এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি - যা সফটওয়্যার কার্যক্রম পরিচালনায় ঝুঁকির সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল এবং গোপনীয় তথ্য ফরেনসিক ল্যাবে সংরক্ষণ করা হবে বিধায় আইন দ্বারা এই তথ্যের গোপনীয়তার সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন।

চ) দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রমগুলি সম্পাদনঃ

২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন।' অর্থাৎ দুদক আইনের মুখবন্ধে প্রতিরোধ শব্দটিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কার্যাবলিতেও দুর্নীতি প্রতিরোধে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার দায়িত্বও দুদকের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে কার্যকর এনফোর্সমেন্টের পাশাপাশি নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল, শিক্ষা কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো জোরদারকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধি ইত্যাদি দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কমিশন দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী নগর-মহানগর ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সমাজের সৎ ও আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা; তরুণ প্রজন্মের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে সততা সংঘ গঠন করে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এছাড়া কমিশনের সৃজনশীল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সৃজনশীল এবং অভিনব কর্মসূচির অংশ হিসেবে কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠন করছে 'সততা স্টোর'। সততা ও নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের নিজস্ব আত্মিক অনুভূতির বিষয়, যা অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়। তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতা চর্চার বিকাশে দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবহারিকভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি সততা স্টোর স্থাপনে দুদক থেকে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুপ্রক এবং সততা সংঘগুলির মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমগুলো এখনো মূলত উপলক্ষভিত্তিক (যেমন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস ও দুর্নীতি দমন সপ্তাহ পালন করা) এবং আনুষ্ঠানিক। এছাড়া দুদকের পাঁচবছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কৌশল অনুসৃত হয়নি, এবং দুদকের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্থানীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। দুদকের নিজস্ব গবেষণা শাখা গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালে দুদক প্রথমবারের মতো তিনটি গবেষণা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও এখনো এ সকল গবেষণার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক পর্যালোচনা

বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ল্যান এবং তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ২২ জেলা কার্যালয়ে ল্যান স্থাপন করা হয়নি। ইতোমধ্যে একজন আইটি পরামর্শদাতা নিয়োগ দেয়া হয়েছে তবে তার নিয়োগ জুলাই ২০১৮ হতে করা হয়নি। জুন ২০২০ সালের মধ্যে যানবাহন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, আসবাবপত্র, সার্ভার, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন ২০২০ সালের মধ্যে সফটওয়্যার ক্রয় ও অফিস অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা এখনো সম্পন্ন করা হয়নি। সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং শিক্ষা সফর ২০২১ সালের মার্চের এর মধ্যে সম্পাদন করার কথা থাকলেও মূলত করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে তা করা হয়নি। ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সকল দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রকল্পে জনবল নিয়োগের ছক নিম্নরুপ

সারণি ৩.২৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	নিয়োগের ধরণ (সরাসরি/ আউটসোর্সিং/ অতিরিক্ত দায়িত্ব)	বেতন স্কেল/ সাকুল্য বেতন	পে-গ্রেড
প্রকল্প পরিচালক	১	স্নাতকোত্তর	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	স্নাতকোত্তর	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৩৫০০০-৬৭০১০	৬
সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১	স্নাতকোত্তর	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২২০০০-৫৩০৬০	৯
হিসাব রক্ষক	১	স্নাতক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৯৭০০-২৩৪৯১০	১৫
কম্পিউটার অপারেটর	১	এইচ. এস.সি	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
কনস্টেবল	১	এস.এস.সি	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৯০০০-২১৮০০	১৭

৩.৪.১। প্রকল্প পরিচালক

সারণি ৩.২৮ প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
জনাব জালাল সাইফুর রহমান	দুর্নীতির দমন কমিশন প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন)	১০/০৯/২০১৮ হতে ০৬/০৪/২০২০ পর্যন্ত	অতিরিক্ত
জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল	দুর্নীতির দমন কমিশন পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	২৭/০৪/২০২০ হতে অদ্যাবধি	অতিরিক্ত

৩.৪.২। প্রকল্পের জনবল

সারণি ৩.২৯ প্রকল্পের জনবল

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
ড.এম এম মাজেদুল ইসলাম পরিচালক (সুশাসন)	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১০/০৯/২০১৮ হতে অদ্যাবধি	অতিরিক্ত
জনাব সোহাগ কুমার দাস প্রোগ্রামার	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১০/০৯/২০১৮ হতে অদ্যাবধি	অতিরিক্ত

৩.৪.৩। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটি

পিআইসি কমিটির সদস্য:

সারণি ৩.৩০ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটি

১.	মহপরিচালক (প্রশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন	সভাপতি
২.	অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৩.	আইএমইডি'র প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫.	কার্যক্রম বিভাগরে প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬.	পরিচালক (প্রশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক (সুশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য সচিব

৩.৪.৪। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি

পিএসসি কমিটির সদস্য:

সারণি ৩.৩১ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি

১.	সচিব দুর্নীতি দমন কমিশন	সভাপতি
২.	মহপরিচালক (প্রশাসন)। দুর্নীতি দমন কমিশন	সদস্য
৩.	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি, (অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ)	সদস্য
৪.	আইএমইডি'র প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (ডেভেলপমেন্ট উইং)	সদস্য
৬.	একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮.	পরিচালক (প্রশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন	সদস্য
৯.	প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
১০.	উপ-পরিচালক (সুশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন	সদস্য সচিব

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রায় সকল সদস্যগণ একই প্রতিষ্ঠানের হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটি সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৩.৪.৫। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটি'র (পিএসসি) সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সাপেক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তাঁর বাস্তবায়ন:

সারণি ৩.৩২ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন যাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সকল মহাপরিচালকগণের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে মহাপরিচালকগণের মতামত পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি উক্ত মতামত সমূহ সন্নিবেশন পূর্বক প্রস্তুকৃত খসড়া স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করার নিমিত্ত পর্যালোচনার জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহাপরিচালকগণের উপস্থিতিতে একটি সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকরণের জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে সকল মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে একটি সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি) এবং প্রকল্প পরিচালক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহাপরিচালকগণের উপস্থিতিতে একটি সভা আয়োজন করেছেন।
প্রকল্পের আওতায় সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাসের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে। সভাপতি সততা সংঘের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	জরুরী ভিত্তিতে সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) এবং প্রকল্প পরিচালক জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
সিবিআই'র সাথে এমওইউ-এর মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য দেশের সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়ে যোগাযোগ করার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রকল্পের আওতায় দ্রুত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সিবিআই'র সাথে এমওইউ করাসহ প্রকল্পের আওতায় দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদরে জন্য দ্রুত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প পরিচালক সিবিআই'র সাথে এমওইউ করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
প্রকল্পের আওতায় মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ক্রয় করার জন্য বর্তমান অর্থ বছরে ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। গত ১৬/০২/২০২২ তারিখের কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল	মোবাইল প্রজেকশন ইউনিটের প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিচালক (সুশাসন) স্পেসিফিকেশন

আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
প্রজেকশন ইউনিট ক্রয়ের নিমিত্ত স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাজারদর যাচাইপূর্বক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করেন।	দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রস্তুতকরণ কমিটিকে সাথে নিয়ে মোবাইল প্রজেকশন ইউনিট ক্রয়ের নিমিত্ত কাজ করে যাচ্ছেন।
কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তারের কারণে প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গের ব্যয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের মধ্যে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত ল্যাবের কারিগরি কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ চলমান আছে। অপর একটি প্রধান অঙ্গ দুদকের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ। উক্ত সফটওয়্যারটি সফলভাবে প্রস্তুত এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন পূর্বক চালু করার জন্য কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর অর্থাৎ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। দুদকের চলমান অপর একটি প্রকল্পের আওতায় দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং লিগ্যাল অনুবিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা জন্য IPMS সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে যার Test Run চলমান আছে। উক্ত সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। সে বিবেচনায় এবং সফটওয়্যার প্রস্তুতপূর্বক সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণসহ চালু করতে কমপক্ষে ২ দুই বছর সময় প্রয়োজন হবে। সভাপতি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনপূর্বক আইএমইডিতে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরও ২ দুই বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ৭ সাত কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকল্প পরিচালক এবং পরিচালক (সুশাসন) প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরও ২ দুই বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন।

৩.৪.৬। অডিট সংক্রান্ত তথ্য

দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন অডিট আপত্তি অনিষ্পত্তি অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

৩.৪.৭। পরিবেশের ওপর প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

৩.৪.৮। দুদকের জনবল

দুর্নীতি দমন কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং কমিশনারদ্বয় হলেন সাবেক জেলা জজ জনাব মো. জহুরুল হক এবং সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনজন কমিশনারের মধ্যে হতে একজনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে থাকেন। চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভার সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যানসহ দুই জন কমিশনারের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হয়। তারা দুদক আইন ২০০৪ এর ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। কমিশন আইনে কমিশনারদের মেয়াদকালের নিশ্চয়তা বিধান করে বলা হয়েছে, "সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোন কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না"। এছাড়া, মেয়াদ শেষে তারা পুনর্নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না। দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার যথাক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

৩.৪.৯। সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বন্টন

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালসমূয়ের ২১৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানব সম্পদ বন্টন তালিকা নিচের তালিকাতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.৩৩ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বন্টন

ক্রঃ নং	পদবী	প্রধান কার্যালয়			বিভাগীয় কার্যালয়			সমন্বিত জেলা কার্যালয়			সর্বমোট		
	(জেষ্ঠ্যতার ভিত্তির নয়)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	চেয়ারম্যান	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০
২	কমিশনার	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০
৩	সচিব	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০
৪	মহাপরিচালক	৮	৫	৩	০	০	০	০	০	০	৮	৫	৩
৫	পরিচালক	২৯	২২	৭	৮	৮	০	০	০	০	৩৭	৩০	৭
৬	সিস্টেম এনালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	৩	০	০	০	০	০	০	০	৩	৩	০
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০
৯	উপপরিচালক	১৪৭	৫২	৯৫	৮	২	৬	৩৬	২২	১৪	১৯১	৭৬	১১৫
১০	প্রোগ্রামার/সঃসিঃ এনালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১
১১	প্রসিকিউটর	১০	০	১০	০	০	০	০	০	০	১০	০	১০
১২	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১
১৩	সহকারী পরিচালক	২১৫	৫৭	১৫৮	৮	১	৭	১০৮	৪৮	৬০	৩৩১	১০৬	২২৫
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪
১৫	মেডিকেল অফিসার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১
১৬	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২
১৮	প্রোটোকল অফিসার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১
১৯	সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল)	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২
	প্রথম শ্রেণী: মোট =	৪৩৪	১৪৬	২৮৮	২৪	১১	১৩	১৪৪	৭০	৭৪	৬০২	২২৭	৩৭৫
২০	উপসহকারী পরিচালক	২০৫	২৭	১৭৮	৮	০	৮	১৪৪	৪১	১০৩	৩৫৭	৬৮	২৮৯
২১	কোর্ট পরিদর্শক	১০	০	১০	০	০	০	৩৬	১৩	২৩	৪৬	১৩	৩৩
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১
	দ্বিতীয় শ্রেণী: মোট =	২১৯	২৯	১৯০	৮	০	৮	১৮০	৫৪	১২৬	৪০৭	৮৩	৩২৪

এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.৪.১০ নিবিড় পরিবীক্ষণের খসড়া প্রতিবেদনের ওপর দুদকের/ প্রকল্প পরিচালকের মতামত:

প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রস্তাবিত সময়সীমা এবং অর্জন:

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি মাইক্রোবাস, ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার, ৫০টি প্রিন্টার, ১০ প্রকার শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য পুরস্কার প্রদান, ডিজিটাল ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়া এবং কম্পিউটার সফটওয়্যারের টেন্ডার না হওয়ার কারণ:
দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার মূল কারণ সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমণ। এছাড়া, প্রকল্পের অন্যতম অংগ হচ্ছে দুদকের প্রশাসন, আইসিটি, প্রীশক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ। দুর্নীতি দমন কমিশনের অপর একটি চলমান "দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত Investigation Prosecution Management System (IPMS) সফটওয়্যারের সার্ভার কক্ষের জন্য ক্রয়কৃত Hardware Resource দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অটোমেশন সফটওয়্যারে ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিশ্চিত হওয়া এবং এ প্রকল্পের আওতায় অটোমেশন সফটওয়্যারের সাথে Application Programming Interface (API) এর মাধ্যমে সফটওয়্যারের Integration এর বিষয়জড়িত থাকায় IPMS সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় অটোমেশন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়ারের স্পেশিফিকেশন চূড়ান্ত করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে দুদকের ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তপূর্বক শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। সফটওয়্যারটি সফলভাবে প্রস্তুত এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন পূর্বক চালু করার জন্য কমপক্ষে ০২(দুই) বছর সময় লাগবে।

দুদকের ফরেনসিক ল্যাবে ব্যবহৃত ডিজিটাল ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স সংক্রান্ত:
প্রকল্পের আওতায় কমিশনের নিজস্ব ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবের ডিজিটাল ফরেনসিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স ২০২২ সালে এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স ২০২৫ সালে শেষ হবে। তবে লাইসেন্সের মেয়াদ যথা সময় দুদকের রাজস্ব বাজেটের আওতায় নবায়নসহ রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটে ০১ (এক) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডিজিটাল ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের ব্যবস্থাপনা:
ডিজিটাল ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার টুলস সম্পূর্ণ স্বাধীন তথা অন্যান্য সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক থেকে আলাদা থাকবে বিধায় এখানে অন্যান্য সিস্টেমের সাথে তথ্য আদান প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

দুর্নীতি দমনে প্রযুক্তি বান্ধব অভিযোগ ব্যবস্থাপনা:
দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্টানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় IPMS সফটওয়্যারের আওতায় অনলাইনে যে কোন অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা রয়েছে।

সফটওয়্যারের কারিগরি প্রশিক্ষণ বিলম্বের কারণ:
কোভিড-১৯ সংক্রামণ বিস্তারের কারণে সারা বিশ্বে কার্যত লকডাউন অবস্থা বিরাজ করায় মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানে বিলম্ব হয়। ইতোমধ্যে ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে ৩টি দেশে (ইউএস, দুবাই, ভারত) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্যক্রম চলমান আছে।

দুর্নীতি দমনে সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেম অটোমেশন সংক্রান্ত:
দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় IPMS সফটওয়্যার এবং দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যার বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমনে সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেম অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, দুদকের ২০১৮ সালের অর্গানোগ্রামে একজন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি নামে একটি অনুবিভাগ চালু করা হয়েছে।

প্রাক্কলিত ব্যয়
অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি বছর সংশোধিত এডিপিতে যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই পরিমাণ অর্থই প্রতি বছর ছাড় করা হয়েছে। যেমন ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৫৬৪.২৯ লক্ষ টাকা। সংশোধিত এপিডিতে বরাদ্দ ছিলো ৫৯৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩২০.৯৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রাক্কলনের মাত্র ১২.৫০% ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল। একই ভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ছিল সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের সমান অর্থাৎ ৯২০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে ৪১৭.১৭ লক্ষ টাকা। আর্থাৎ অর্থ ছাড়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় মাত্র ৪৫.৩৪%। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এডিপিতে বরাদ্দ কালে প্রকৃত ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

প্রকল্পটির অঙ্গের বিবরণ লক্ষ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অঙ্গ রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট। এখানে মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট খাতের পরিমাণ অনেক কম। যেমন দুদকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পের আওতায় না করে দুদক তার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় করার উদ্যোগ নিতে পারে। উল্লেখ্য যে, দুদক কর্মকতাদের বিদেশ যাওয়ার ট্যুর বাবদ ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও এখন পর্যন্ত কোন বিদেশ ট্যুর আয়োজন করা হয়নি বিধায় এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। যে সকল কর্মকর্তা ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডক্যুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের সাথে সম্পৃক্ত তারা এই দুটি প্যাকেজের আওতায় ল্যাব ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিদেশ সফর করেছেন। দুদকের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় না করে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অনুন্নয়ন খাত থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। একইভাবে ২০১৮ সালের দিকে ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় নেয়া সততা ষ্টোরে এককালীন ২০,০০০ - ৩০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় না করে উন্নয়ন সহযোগী অথবা প্রতিরোধ শাখার নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় করা যেতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নেয়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত মূলধন সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

কেস স্টাডি - সততা স্টোর

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় সততা স্টোরের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদানের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৯৯.৯০ লক্ষ টাকা। সাধারণত স্কুল বা কলেজে প্রতিটি সততা স্টোরের জন্য ২০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- হাজার টাকা থোক হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। মূল ডিপিপিতে ৮৩৩ সততা স্টোরে অনুদান প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। এমনই একটি সততা স্টোর হচ্ছে উইল্‌স্ লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপিত সততা স্টোর। এই সততা স্টোর সম্পর্কে স্কুলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মশিউর রহমান জানান যে, সততা স্টোরটি করোনাকালীন সময়ে স্কুল বন্ধ থাকায় স্টোরটিও বন্ধ ছিলো। করোনা পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ হওয়ার পূর্বে সততা স্টোর চালু করার পরে বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের কৌতুহল দেখা দিয়েছিল। শুরুতে অনেক শিক্ষার্থীরা মনে করেছিল যে তারা হয়তো এভাবেই বিনা মূল্যে এই স্টোর থেকে যে কোন পণ্য নিয়ে যেতে পারবে। তাই প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে অনেক পণ্য স্টোর থেকে কমে গেলেও নির্ধারিত ক্যাশ বাক্সে সকল পণ্যের মূল্য জমা হয়নি। পরবর্তীতে একাধিক ক্লাশে শিক্ষার্থীদেরকে সততা স্টোর সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। তার পারে ও স্টোরে যথাযথ ভাবে পণ্যের মূল্য ক্যাশ বাক্সে জমা হচ্ছে না। তাই প্রতিষ্ঠান প্রধানের পরামর্শক্রমে স্কুলের ফান্ড থেকে মাঝে মাঝে সততা স্টোরের পণ্য কিনে দিতে হয়। অপর একজন শিক্ষক বলেন যে, যেখানে বর্তমানে একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে শাসন করতে পারেন না, সে সমাজে সততা স্টোরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সততা চর্চা করার প্রয়াস অতিরঞ্জিত উদ্যোগে বলেই তার কাছে মনে হয়েছে।

সততা স্টোরের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক আরো বলেন যে, মালামাল রাখার যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে তাদের স্কুলে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। দুর্নীতি কমিশন হতে তারা যে টাকা পেয়েছেন তা দিয়ে তাদের কাঠের তৈরী র‍্যাক/বাক্স বানানোর খরচের টাকাও হয়নি। তাই এককালীন ২০-৩০ হাজার টাকা না দিয়ে যদি অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে স্টোরে নিয়মিত মালামাল সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া যায় তবে তা আরো বেশী কার্যকর হবে বলে অধিকাংশ শিক্ষক মনে করে।

স্থির চিত্র ৩.২: সততা স্টোরের জন্য কাঠের তৈরী র‍্যাক/বাক্স

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

এই অধ্যায়ে, প্রকল্পটির সার্বিক SWOT বিশ্লেষণ; অর্থাৎ সবলতা (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity), এবং ঝুঁকি (Threat) বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত, কোন প্রকল্পের সবলতা (Strength) ও দুর্বলতা (Weakness) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। অপর দিকে সুযোগ (Opportunity) প্রকল্পের ভিতর ও বাইরের উভয় নিয়ামক এবং ঝুঁকি (Threat) প্রকল্পের বাইরের নিয়ামকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এদেরকে চিহ্নিত করার জন্য তাই দু'ভাবে প্রকল্পটির বিভিন্ন অংগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি বিবেচনা করা হয়েছে: (১) প্রকল্প-লেভেলের SWOT (Project-level SWOT) এবং (২) প্রকল্প পরবর্তী বিশ্লেষণ ধর্মী SWOT (Post-project SWOT)। নিম্নে বর্তমান প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণ নির্দেশকের আলোকে মতামত বা মন্তব্য প্রদান করা হলো।

৪.১। সবল দিক

ক্র নং	সবল দিকের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়বে;
২	ডিজিটাল কার্যক্রম	দুর্নীতি দমনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুদকের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার প্রাথমিক পর্যায় সূচিত হয়েছে;
৩	প্রকল্পের ব্যাপ্তি	প্রকল্পের আওতায় দুদকের প্রধান কার্যালয়সহ ২২টি জেলা কার্যালয়ের হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউপিএস স্থাপনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
৪	নিজস্ব ডাটা সেন্টার	দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ইতিপূর্বে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের মেইন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে; এবং
৫	সততায় উদ্বুদ্ধকরণ	সারা দেশে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সততা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীগণের সততা চর্চার আগ্রহ বেড়েছে।

৪.২। দুর্বল দিক

ক্র নং	দুর্বল দিকের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১	প্রকল্পের সময়	মূল ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ তিন বছর উল্লেখ করা থাকলেও প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় বছর প্রয়োজন হবে;
২	লাইসেন্সের মেয়াদ	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে;
৩	ডিপিপি প্রণয়ন	দুর্নীতি দমনে কারিগরি প্রকল্প বাংলাদেশে এই প্রথম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিকভাবে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত কাজের আকার, জটিলতা ও সমস্যাসমূহ শুরুতেই কর্মকর্তাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি বিধায় ডিপিপি প্রণয়নে উল্লেখিত মডিউলসমূহ যথার্থ ছিল না;
৪	গোপনীয়তা রক্ষা	দুর্নীতি দমনে অভিযোগ দাখিলের মাধ্যম প্রযুক্তি বান্ধব নয় এবং অনেকের অভিযোগ দাখিলে ভীতি রয়েছে। অভিযোগ দাতাদের ব্যক্তি পরিচয় গোপন রেখে অনলাইনে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা নেই;
৫	টেন্ডার প্রক্রিয়া	প্রকল্পটি সেবা ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্যাকেজ কম্পিউটার সফটওয়্যার (ডিজিটাল আর্কাইভ এবং বিভিন্ন উইংয়ের জন্য সফটওয়্যার) তৈরিতে নভেম্বর ২০২১ নাগাদ চুক্তি স্বাক্ষরের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি;
৬	সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন	সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানি কর্তৃক সফটওয়্যারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মডিউল তৈরির জন্য মাঠ পর্যায় হতে সকল স্টেক হোল্ডারের কাছ থেকে চাহিদা

		গ্রহণ করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন বা এসআরএস সময়মতো প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। সময়মতো এসআরএস প্রস্তুত না করায় প্রকৃত কাজের আকার নির্ধারণ করে মডিউল ডিজাইন করতে এবং ডেলিভারেবলস চিহ্নিত করতে সময় ক্ষেপণ হয়েছে;
৭	পরামর্শক নিয়োগ	গবেষণা খাতে পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার ফলে গবেষণা কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি; এবং
৮	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না করা	সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি।

৪.৩। সৃষ্ট সুযোগ

ক্র নং	সুযোগের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	দুর্নীতি দমনে দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক, শক্তিশালী, জবাবদিহি ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে;
২	কারিগরি জ্ঞান	প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে কারিগরি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরণের কারিগরি প্রকল্পগুলোর সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
৩	দক্ষতা	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায় সূচিত হয়েছে; এতে অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সময় কম লাগবে।
৪	দক্ষ জনবল	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল সৃষ্টির সুযোগ হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগে পর্যাপ্ত জনবল দ্রুততার সাথে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।
৫	নিজস্ব সক্ষমতা	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিআইডি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হতো, যা এখন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব।

৪.৪। সম্ভাব্য ঝুঁকি

ক্র নং	ঝুঁকির নির্দেশক	পর্যবেক্ষণ
১	প্রশিক্ষণ	দীর্ঘ মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ না দেয়ার ফলে সিস্টেম পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে;
২	সফটওয়্যার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	সফটওয়্যার ডেভেলপার কোম্পানির সাথে দুদকের কোন চুক্তি বা সার্ভিস এগ্রিমেন্ট না থাকলে ভবিষ্যতে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমটি কিভাবে চলবে এবং জেলা পর্যায়ে কারিগরি কোন সমস্যা হলে সমস্যা সমাধানে তাদের কি ভূমিকা থাকবে তা এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি - যা সফটওয়্যার কার্যক্রম পরিচালনায় ঝুঁকির সৃষ্টি করবে; এবং
৩	তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা	রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল এবং গোপনীয় তথ্য ফরেনসিক ল্যাবে সংরক্ষণ করা হবে। আইন দ্বারা এই তথ্যের গোপনীয়তার সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১। সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১.১। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি; দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতি হ্রাস এবং দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য এর প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ অটোমেশন করা। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩২০.৯৫ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪১৭.১৭ লক্ষ টাকা, ২০২০-১৯ অর্থ বছরে ৪১৮.০৭ লক্ষ টাকা, বর্তমান অর্থ বছরের জুলাই, ২০২১ হতে ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৪১৬.০৫ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৫৭২.২৭ লক্ষ টাকা (৩৫.২৯%)।

সেবা খাতের অংশ হিসেবে কম্পিউটার সফটওয়্যার এর টেন্ডার আহ্বান করা এবং গবেষণা কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্যাকেজের দরপত্র এখনও আহ্বান করা হয়নি, সে সকল প্যাকেজের দরপত্র দ্রুত আহ্বান করা প্রয়োজন।

৫.১.২। দুদকের সার্বিক কার্যাবলী সম্পাদন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দুদকের যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করা ভবিষ্যতে সহজতর করা সম্ভব হবে তা মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা; অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা; দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্ব উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান; দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা; দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা; দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা; দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা; কমিশনের কার্যাবলী বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা; আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা; দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়ের এবং উক্তরূপ অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন পদ্ধতি নির্ধারণ করা; এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

৫.১.৩। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

কোভিড-১৯ সংক্রামণ বিস্তারের কারণে প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গ যেমন, দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ, দুদক কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বৃত্তি/মেধাবৃত্তি প্রদান, সততা সংঘের অস্বচ্ছল মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সততা promote করার জন্য পুরষ্কার এবং অন্যান্য কয়েকটি অঙ্গের ব্যয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করতে আরও সময় প্রয়োজন হবে।

প্রকল্পের অন্যতম অংগ কমিশনের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ইতোমধ্যে সফলভাবে স্থাপন/ইন্সটল করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রামনের কারণে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব বিষয়ক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে সংক্রমণ কমায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ শেষ হতে আরও সময় প্রয়োজন হবে।

প্রকল্পের আওতায় কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য মূল ডিপিপিতে ১৫টি মডিউল অন্তভূক্ত ছিল। পরবর্তীতে ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের সাথে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা পূর্বক মডিউল সংখ্যা ১৭টি বৃদ্ধি করে মোট ৩২টি মডিউলে উন্নীত করা হয় এবং সে অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মূল অঙ্গ হচ্ছে দুদকের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের প্রস্তুতকরণ। দুর্নীতি দমন কমিশনের অপর একটি চলমান 'দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং সিগন্যাল অনুবিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত Investigation Prosecution Management system (IPMS) সফটওয়্যারের সার্ভার কক্ষের জন্য ক্রয়কৃত Hardware Resource এ প্রকল্পের (দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প) আওতায় অটোমেশন সফটওয়্যারে ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রকল্পের আওতায় অটোমেশন সফটওয়্যারের সাথে API এর মাধ্যমে IPMS সফটওয়্যারের Integration এর বিষয় জড়িত থাকায় IPMS সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় অটোমেশন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা সম্ভবপর হয়নি।

ডিজিটাল আর্কাইভ এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের ৩২টি মডিউলের প্রস্তুতকৃত খসড়া টেন্ডার ডকুমেন্টসহ স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত কমিশনের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের মতামত সংগ্রহের কার্যক্রম এবং IPMS সফটওয়্যারের Test Run চলমান আছে। এমতাবস্থায়, দুদকের ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন এবং প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্তকরণ পূর্বক শীঘ্রই REOI বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। সফটওয়্যারটি সফলভাবে প্রস্তুত এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন পূর্বক চালু করার জন্য কমপক্ষে দুই বছর সময় প্রয়োজন।

গবেষণা খাতে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দ না রাখার ফলে যথেষ্ট সংখ্যক পরামর্শক সেবা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নকালে সেবা খাতে বিশেষ করে গবেষণা কাজে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫.১.৪। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

কমিশনের কর্মকর্তাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, ব্যাংক, কর, কাস্টমস, মানিলন্ডারিংসহ সকল সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের প্রতিটি সেক্টরের দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তা দমনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাদের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমের নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতাকে শাণিত করতে হবে। কমিশন মামলা দায়েরের আগেই অনুসন্ধান করে। তাই, অনুসন্ধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা সংরক্ষণ করা উচিত। এতে তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পেতে পারে এবং সময়ের মধ্যেই তদন্ত শেষ করার পথ সুগম হতে পারে। নির্ধারিত সময়ে দুর্নীতির মামলার তদন্ত শেষ করা জরুরী। এতে কমিশনের কার্যক্রম আরো দৃশ্যমান হবে। দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে কোনো মানুষ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হন। মামলার আলামত, সাক্ষী এবং অন্যান্য তথ্যাদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা গেলে কমিশনের মামলায় সাজার হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

দুর্নীতি করে পার পাওয়া যাবে - এই ধারণাগত অপসংস্কৃতি ভাঙতে কমিশন কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া শাণিত করতে যুগোপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আগামীতেও কমিশনকে তাদের কর্মপ্রক্রিয়া আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হবে। কারণ, দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, কমিশনকেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং সমভাবে কৌশলী হতে হবে। প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগে পর্যাপ্ত জনবল দ্রুততার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.১.৫। ফরেনসিক ল্যাব সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতি দমন কমিশনে স্থাপিত অত্যাধুনিক ডিজিটাল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে হুন্ডি, মানি লন্ডারিং ও অবৈধ অর্থ লেনদেনসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) ও সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এবং ভারতের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দক্ষ কারিগরি টিমের সহায়তায় এ ল্যাব দুদকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে। এফবিআই ও সিবিআইসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, দুদকও সেই ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়েই ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করেছে। ল্যাব স্থাপনে ডেটা সেন্টারের জন্য ২০০০ বর্গফুটের একটি বিশেষ নিরাপদ কক্ষ বরাদ্দসহ অবকাঠামোগত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ল্যাব স্থাপনে ইউএসএ, ইউকে, সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও কানাডা থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য দুদকের তথ্য-প্রযুক্তি ও সাইবার ইউনিট একটি টিম

আমেরিকায় যাচ্ছে। প্রথম ধাপে ল্যাব স্থাপনে ব্যয় হয়েছে প্রায় আট কোটি টাকা। দেশে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে। অবৈধ অর্থ নানা কায়দায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্তকালে আসামি বা সন্দেহভাজন যে কারও ডিভাইস জব্দ করে পরীক্ষা করে অভিযোগের সত্যতা পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কম্পিউটার ফরেনসিকের মাধ্যমে কম্পিউটার ও ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়া থেকে গোপনীয় ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা যাবে। থাম্ব ড্রাইভ, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ এবং অন্য পদ্ধতিগুলোর মতো বৈদ্যুতিক ডিভাইস দিয়ে তথ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান ডেটা সংরক্ষণ বা স্থানান্তর করা যাবে। অপরাধ ঢাকতে বা আলামত গায়েব করতে মুছে ফেলা তথ্য, মেমরি ডাম্প, হার্ড ড্রাইভে ফাঁকা ফোল্ডার, প্রিন্ট স্পুলার ফাইল এবং অস্থায়ী ক্যাশের ফরেনসিক পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

মোবাইল ফরেনসিকের মধ্যে রয়েছে অপরাধ কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও যে কোনো ডিভাইস। ফরেনসিকের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ট্যাব, জিপিএস, ডিভাইস, ড্রোন ইত্যাদি থেকে ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। দুদকের টিম যেসব ডেটা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে তার মধ্যে রয়েছে-এসএমএস এবং এমএমএস বা এ-জাতীয় মুছে ফেলা ডেটা, কল লগ ও যোগাযোগের তালিকা, ফোন আইএমইআই ও ইএসএন সম্পর্কিত তথ্য, ওয়েব ব্রাউজিং, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেটিংস, জিওলোকেশন তথ্য, ই-মেইল এবং ইন্টারনেট মিডিয়া ও ফর্ম, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং পরিষেবা, পোস্ট বা এ-জাতীয় ডেটা। অ্যাপ ডেটা, মেসেঞ্জার ডেটা ও ক্লাউড ড্রাইভে সংরক্ষিত ডেটা।

৫.১.৬। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রমসমূহ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের উপর সার্বক্ষনিক নজর রাখাসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দক্ষতার উন্নয়ন; দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ; সরকারি চাকুরী ও জনসাধারণকে দুর্নীতির কারণ ও কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং সরকারি চাকুরীজীবীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রমসমূহে মধ্যে অন্যতম। প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক প্যাকেজে প্রায় ৩,২৫০টি পাটের ব্যাগ ক্রয় করা হয়েছে/ হবে। যেহেতু দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে এ খাতে ব্যয় নির্বাহ না করা সমীচীন হবে।

৫.১.৭। সততা ষ্টোর সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

সৃজনশীল এবং অভিনব কর্মসূচির অংশ হিসেবে কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠন করছে ‘সততা স্টোর’। সততা ও নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের নিজস্ব আত্মিক অনুভূতির বিষয়, যা অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়। তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতা চর্চার বিকাশে দুর্নীতি দমন কমিশন ব্যবহারিকভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছে।

প্রকৃতপক্ষে সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। দুদক এ উদ্দেশ্যেই তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতা বোধকে শাণিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্রেতা বিহীন অভিনব এ স্টোর বা দোকান স্থাপন করা হচ্ছে। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, চিপস, চকলেটসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। আবার প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশবাক্স ইত্যাদি সবই রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ক্যাশবাক্সে পণ্যমূল্য পরিশোধ করছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সততা স্টোর স্থাপনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রাথমিক পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নেও সততা স্টোর স্থাপন করা হচ্ছে। আবার স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সততা স্টোর স্থাপন করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৩৩টি সততা স্টোর স্থাপনে দুদক থেকে সর্বমোট ১৯৯.৯০ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে।

সততা স্টোরে পর্যাপ্ত মালামালের অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সততা স্টোরে আকৃষ্ট করার লক্ষে এর কলেবর বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্কুল/কলেজের অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মালামালের যোগান বাড়ানো যেতে পারে। যেহেতু সততা স্টোর প্রতিষ্ঠা করা সামজিক উদ্যোগ, তাই উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে এ খাতে ব্যয় নির্বাহ না করা সমীচীন হবে।

৫.১.৮। সততা সংঘের কার্যক্রমসমূহ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ' শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে কমিশন সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা, জেলা ও শহরগুলোতে মানববন্ধন, পদযাত্রা,

সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক, কার্টুন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বহুমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন এর সীমিত সামর্থে সততা সংঘের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ যেমন খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, ইত্যাদি প্রদান করে আসছে। আগামী প্রজন্ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

কমিশন বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এর সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে তাদের সাথে যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি 'সততা সংঘ' এর সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতিবিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন, মানবাধিকার ও সুশাসন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সততা সংঘের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে বিধায় সততা সংঘের সদস্যদের অনুদান প্রদান উন্নয়ন প্রকল্প হতে নির্বাহ না করা সমীচীন হবে।

৫.১.৯। সফটওয়্যার সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রশাসন শাখার জন্য ক) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, খ) অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার, গ) মালামাল (inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, ঘ) গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, ঙ) সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। যার প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ষাট লক্ষ টাকা। প্রতিরোধ শাখার জন্য ক) দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এবং খ) সততা সংঘের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণে প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা। অপরাধের তথ্য (Crime Data) সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এবং অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (Criminal Database Management system-CDMS) প্রস্তুতকরণে প্রাক্কলিত মূল্য বিশ লক্ষ টাকা। আইসিটি এবং প্রশিক্ষণ শাখার জন্য ক) হার্ডওয়্যার মালামাল বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, খ) আইটি (সফটওয়্যার/ হার্ডওয়্যার) সাপোর্ট সার্ভিস এবং গ) প্রশিক্ষণের বিষয় ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ এবং দুদকের কার্যাবলী সম্পাদন সহজতর করার লক্ষ্যে দুদকের প্রশাসন শাখা, প্রতিরোধ শাখা এবং আইসিটি ও প্রশিক্ষণ শাখা অর্থাৎ দুদকের সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেমকে দ্রুত অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব টার্ন-কী চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় ভবিষ্যতে সিস্টেমগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ এবং উপসংহার

৬.১। সুপারিশ

১. প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন সফটওয়্যারের ৩২টি মডিউলের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে দ্রুত দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৩)

২. ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের একাধিক সফটওয়্যারের লাইসেন্স নবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৯)

৩. করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্যাকেজের দরপত্র এখনও আহ্বান করা হয়নি, সে সকল প্যাকেজের দরপত্র দ্রুত আহ্বান এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.১)

৪. ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাব টার্ন-কী চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিস্টেমগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৯)

৫. সেবা খাতের অংশ হিসেবে গবেষণা কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নকালে সেবা খাতে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৩)

৬. সততা স্টোরে পর্যাপ্ত মালামালের যোগান পরিলক্ষিত না হওয়ায় স্কুল/কলেজের অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মালামালের যোগান বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৭)

৭. ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, সততা সংঘ, সততা স্টোরের জন্য থোক বরাদ্দ না রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের জন্য মূলধন সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ নিশ্চিত করে যথাযথ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৮)

৮. প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগে পর্যাপ্ত জনবল দ্রুততার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এবং ডকুমেন্ট ফরেনসিক ল্যাবের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ; (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৪) এবং

৯. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ এবং দুদকের কার্যাবলী সম্পাদন সহজতর করার লক্ষ্যে দুদকের সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেমকে দ্রুত অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ (অনুচ্ছেদ: ৫.১.৯)।

৬.২। উপসংহার

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, ইনভেন্টরি বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন এবং দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রামণ বিস্তারের কারণে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং অটোমেশন সফটওয়্যারের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সময়ের স্বল্পতা। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান এবং পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা; অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সংগৃহীত পণ্যের গুণগত মান যাচাই; প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াদির কারণসহ বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ পর্যবেক্ষণের আলোকে করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬.৫ এ সব ধরণের দুর্নীতি ও ঘুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্রাস করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুশাসনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুশাসনের বিষয়টি দুর্নীতি দমনের সাথে সম্পর্কিত। প্রকল্পটি দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে।

সংযুক্তি-১

References

- ‘দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের ডিপিপি ২০১৮
- ‘দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি, ২০২১
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ২০১৭
- Cochran, W.G. (1963) Sampling Techniques, Wiley, New York.

সংযুক্তি-২

সারণি তালিকা

সারণি	পৃষ্ঠা নং
সারণি ১.১ প্রকল্পের মেয়াদ	২
সারণি ১.২ প্রকল্পের অর্থায়ন	২
সারণি ১.৩ বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ	২
সারণি ১.৪ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
সারণি ১.৫ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা	৪
সারণি ১.৬ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	৫
সারণি ১.৭ প্রকল্পের লগফ্রেম	৯
সারণি ২. ১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি	১৩
সারণি ২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	১৮
সারণি ২.৩ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	২২
সারণি ৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি	২৪
সারণি ৩.২ অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২৪
সারণি ৩.৩ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৫
সারণি ৩.৪ বিস্তারিত অংগভিত্তিক অগ্রগতি	২৭
সারণি ৩.৫ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব পরিমান ও ব্যয় বিভাজন	২৯
সারণি ৩.৬ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - ডিপিএম ক্রয় পদ্ধতিতে	৩২
সারণি ৩.৭ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - ওটিএম ক্রয় পদ্ধতিতে	৩৩
সারণি ৩.৮ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম - আরএফকিউ ক্রয় পদ্ধতিতে	৩৫
সারণি ৩.৯ প্রকল্পের সেবা কাজের ক্রয় কর্মপরিকল্পনা	৩৮
সারণি ৩.১০ বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্মপরিকল্পনা	৩৯
সারণি ৩.১১ সফটওয়্যার সংক্রান্ত আনুমানিক ব্যয়	৪৬
সারণি ৩.১২ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক সংশোধিত ব্যয় বিভাজন	৪৭
সারণি ৩.১৩ বিদেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল	৪৮
সারণি ৩.১৪ গবেষণা ব্যয়	৫০
সারণি ৩.১৫ প্রশিক্ষণ শাখার জন্য প্রাক্কলন	৫০
সারণি ৩.১৬ দুদক কর্মচারীদের দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল	৫০
সারণি ৩.১৭ আইসিটি শাখার বাজেট প্রাক্কলন	৫১
সারণি ৩.১৮ কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের জন্য আনুমানিক ব্যয়	৫১
সারণি ৩.১৯ LAN স্থাপনের মালামাল এবং অন্যান্য সার্ভিসের জন্য আনুমানিক ব্যয়	৫৪
সারণি ৩.২০ বিভাগভিত্তিক মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা	৫৫
সারণি ৩.২১ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের কার্যক্রম	৫৬
সারণি ৩.২২ বিভাগ ভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান	৫৭
সারণি ৩.২৩_সততা সংঘসমূহের কার্যক্রম	৫৭
সারণি ৩.২৪ সততা স্টোরের সংখ্যা	৫৭
সারণি ৩.২৫ সততা সংঘের সমাবেশ	৫৮
সারণি ৩.২৬ আইটি পরামর্শক যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত	৬৪
সারণি ৩.২৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৬৬
সারণি ৩.২৮ প্রকল্প পরিচালক	৬৭
সারণি ৩.২৯ প্রকল্পের জনবল	৬৭
সারণি ৩.৩০ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬৭
সারণি ৩.৩১ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি	৬৭
সারণি ৩.৩২ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৬৮
সারণি ৩.৩৩ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বন্টন	৬৯

সংযুক্তি-৩

চিত্র/ স্থিরচিত্র/ লেখচিত্র তালিকা

চিত্র/ স্থিরচিত্র/ লেখচিত্র	পৃষ্ঠা নং
চিত্র ২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণা পদ্ধতি	১৫
চিত্র ২.২ সমীক্ষার বিভিন্ন ধাপ	১৭
স্থিরচিত্র ২.১ উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	২১
স্থির চিত্র ৩.১ শিক্ষা উপকরণ	৪৯
স্থিরচিত্র ৩.২ সততা স্টোরের জন্য কাঠের তৈরী র‍্যাক/বাক্স	৭২
লেখচিত্র ৩.১ প্রাক্কলিত ব্যয়ের খাত বিভাজন	৩০
লেখচিত্র ৩.২ পণ্য ক্রয় প্যাকেজের পর্যালোচনা	৩৭
লেখচিত্র ৩.৩ সেবা ক্রয় খাতের পর্যালোচনা	৩৯
লেখচিত্র ৩.৪ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	৬১
লেখচিত্র ৩.৫ প্রশিক্ষণের সময়কাল	৬১
লেখচিত্র ৩.৬ প্রশিক্ষণের ধারণা এবং বিষয়াদি দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন	৬২
লেখচিত্র ৩.৭ প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও মেটেরিয়াল প্রদান	৬২
লেখচিত্র ৩.৮ প্রশিক্ষণে কারিকুলাম ও মেটেরিয়ালের গুণগত মান	৬২
লেখচিত্র ৩.৯ গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব	৬২
লেখচিত্র ৩.১০ গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা উন্নয়ন	৬২
লেখচিত্র ৩.১১ প্রশিক্ষণের প্রভাব	৬৩
লেখচিত্র ৩.১২ প্রশিক্ষণে সমস্যা	৬৩

সংযুক্তি-৪

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা

দুর্নীতি দমন কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

"গোপনীয়"

নথি নং-০০.০১.০০০০.৩০৬.৩৩.০০৪.১৯-৩৪৮১৯(১০০)

তারিখ: ০৯/০৯/২০১৯ খ্রি.

বিষয়: দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পুনর্গঠন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং জোরদার করার নিমিত্ত বর্তমান মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মেয়াদপূর্তির পূর্বেই পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মেয়াদ ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে শেষ হয়ে যাবে। মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থার গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকা মে/২০১০- এর ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত কমিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা কমিশনের পক্ষে বিভাগীয় পরিচালকগণের নিকট স্মারক নং-দুদক/প্রতি:/ দৈনন্দিনসভা/ ২৩/১৪/১৩৮৮৮(৩৫) তারিখ: ১৪/৫/২০১৫ মূলে অর্পণ করা হয়েছে। কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি নিম্নরূপ শর্তানুসারে পুনর্গঠন করতে হবে:

গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকা মে/২০১০- এর ৬ অনুচ্ছেদের আলোকে

(ক) সমাজ সেবামূলক কাজে নিবেদিত প্রাণ, উদ্যমী, উদ্যোগী এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মনোনয়ন;

(খ) কমিটির নতুন সদস্যদের পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রতিবেদনসহ প্রস্তাব প্রেরণ;

(গ) কমিটি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ কমিটির ৫০% সদস্যের বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর হতে হবে এবং

(ঘ) সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নূন্যতম এক তৃতীয়াংশ মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, (ক) বিভাগীয় পরিচালক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সজেকার উপপরিচালকের সাথে আলোচনা ক্রমে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি জরুরীভাবে পুনর্গঠনপূর্বক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সজেকার উপপরিচালকের সাথে আলোচনাক্রমে মহানগর/জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পুনর্গঠনের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব (কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যদের বিস্তারিত ঠিকানা যেমন: নাম, পিতা/স্বামীর নাম, গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা ও মোবাইল নম্বরসহ) ৩০/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে Hard & Soft Copy সহ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। পুনর্গঠন কার্যাদি ই-মেইলে প্রেরণের জন্যও বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক (প্রতিরোধ)
ফোন: ৯৩৫৮৯৫১
Email: dg.prevention@acc.org.bd

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়
ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/
বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. জেলা প্রশাসক (সকল), ...।
২. পরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা-১/২), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (সকল), দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়,.....।
৪. চেয়ারম্যান- এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৫. কমিশনার অনুসন্ধান/তদন্ত - এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় কমিশনার অনুসন্ধান/তদন্ত মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৬. সচিব- এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।

G:\Taleb\DOC(new)\Prevention Committee Formed\Prevention Comm. Letter.docx

ইন্টিগ্রেটেড সলিউশনস লিমিটেড